শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# বিন্দুর ছেলে

## ১

যাদব মুখুয্যে ও মাধব মুখুয্যে যে সহোদর ছিলেন না, সে কথা নিজেরা ত ভুলিয়াই ছিলেন, বাহিরের লোকও ভুলিয়াছিল। দরিদ্র যাদব অনেক কষ্টে ছোটভাই মাধবকে আইন পাশ করাইয়াছিলেন এবং বহু চেষ্টায় ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্তান বিন্দুবাসিনীকে ভ্রাতৃবধূরূপে ঘরে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিন্দুবাসিনী অসামান্য রূপসী। প্রথম যেদিন সে এই অতুল রূপ ও দশ সহস্র টাকার কাগজ লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিল সেদিন বড়বৌ অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল। বাড়ীতে শাশুড়ী-ননদ ছিল না, তিনিই ছিলেন গৃহিণী। ছোটবধূ মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রতিবাসিনীদের কাছে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, বৌ আন্‌তে হয় ত এম্‌নি! একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। কিন্তু দুইদি তাঁহার এ ভুল ভাঙিল। দুইদিনেই টের পাইলেন, ছোটবৌ যে ওজে

নিয়াছে, তাহার চর্তুগুর্ণ অহঙ্কার-অভিমানও সঙ্গে আনি

বৌ স্বামীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, হাঁ গা, রূ

লি দেখে বৌ ঘরে আন্‌লে, কিন্তু এ যে কেউটে সাপ

থাটা বিশ্বাস করিলেন না। মাথা চুলকাইয়া বার-

, করিয়া কাছারী চলিয়া গেলেন।

যাদব অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক। জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবী এবং ঘরে আসিয়া পূজা অর্চ্চনা করিতেন। মাধব দাদার চেয়ে দশ বছরের ছোট, উকিল হইয়া সম্প্রতি ব্যবসা স্থরু করিয়াছিল।

সে আসিয়া কহিল, বৌঠান, টাকাটাই কি দাদার বেশি হ'ল? দুদিন সবুর করলে আমিও ত রোজগার ক'রে দিতে পারতাম।

অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া রহিলেন।

এ ছাড়া আরও একটা বিপদ এই হইয়াছিল, ছোটবৌকে শাসন করিবারও যো ছিল না। তাহার এম্নি ভয়ঙ্কর ফিটের ব্যামো ছিল যে, সেদিকে চাহিয়া দেখিলেও বাড়ী-সুদ্ধ লোকের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকিত এবং ডাক্তার না ডাকিলে আর উপায় হইত না। সুতরাং সাধের বিবাহটা যে ভুল হইয়া গিয়াছে, এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল, শুধু যাদব হাল ছাড়িলেন না। তিনি সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, না গো না, তোমরা পরে দেখো। মায়ের আমার অমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, সে কি একেবারে নিষ্ফল যাবে? এ হ'তেই পারে না।

একদিন কি একটা কথার পরে ছোটবৌ মুখ অন্ধকার করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া ভয়ে অন্নপূর্ণার প্রাণ উড়িয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল, ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার দেড় বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যচরণকে টানিয়া আনিয়া বিন্দুর কোলের উপর নিক্ষেপ করিয়াই তিনি পলাইয়া গেলেন।

অমূল্য কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিন্দু প্রাণপণ বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া মূর্চ্ছার কবল হইতে ... করিয়া ছেলে বুকে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

... আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন এবং ফিটের ব্যামোর এই ... ঔষধ বাহির করিয়া পুলকিত হইলেন।

সংসারের সমস্ত ভার অন্নপূর্ণার মাথায় ছিল বলিয়া, তিনি ছেলে [illegible]তে পারিতেন না। বিশেষ, সমস্ত দিনের কাজ-কর্ম্মের পর রাত্রে ঘুমাইতে না পাইলে তাঁহার বড় অসুখ করিত ; তাই এই ভারটা ছোটবৌ লইয়াছিল।

মাস-খানেক পরে একদিন সকাল-বেলা সে ছেলে কোলে লইয়া রান্না-ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, অমূল্যধনের দুধ কই ?

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা ফেলিয়া রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, এক মিনিট্ সবুর কর্ বোন, জ্বাল্ দিয়ে দিচ্চি।

বিন্দু ঘরে ঢুকিয়াই তাহা দেখিয়া রাগিয়া গিয়াছিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, কালও তোমাকে বলেছি, আমার আটটার আগে দুধ চাই, তা সে ত নটা বাজে! কাজটা তোমার যদি এতই ভারী ঠেকে দিদি, স্পষ্ট ক'রে বল্লেই ত পার, আমি অন্য উপায় দেখি। হাঁ বামুনমেয়ে, তোমারও কি একটু হুঁস থাক্‌তে নেই গা, বাড়ী-সুদ্ধ লোকের পিণ্ডি-রান্না, না হয়, দুমিনিট পরেই হ'ত।

বামুনঠাকরুণ চুপ করিয়া রহিলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন, তোর মত শুধু ছেলেকে টিপ্ পরানো আর কাজল দেওয়া নিয়ে থাকলে আমাদেরও হুঁস্ থাকৃত। এক মিনিট আর দেরি সয় না ছোটবৌ ?

ছোটবৌ তাহার উত্তরে বলিল, তোমার অতি বড় দিব্যি রইল, যদি কোনদিন আর অমূল্যর দুধে হাত দাও, আমারও দিব্যি রইল, আর কোন দিন যদি তোমাকে বলি।

এই বলিয়া সে মেঝের উপর অমূল্যকে দুম্ করিয়া বসাইয়া দিয়া, দুধের কড়া তুলিয়া আনিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে অমূল্য চীৎকার করিয়া উঠিতেই, বিন্দু তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, চুপ কর্ হারামজাদা, চুপ কর্, চেঁচালে একেবারে মেরে ফেল্‌ব

ব্যাপারে বাড়ীর দাসী কদম ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে লইতে গেলে বিন্দু তাহাকে ধমকাইয়া উঠিল, দূর হ, সামনে থেকে দূর হ!

সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দু আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া দুধ জ্বাল দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে বিন্দু দুধ লইয়া চলিয়া গেলে তিনি পাচিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুন্‌লে মেয়ে, ওর কথা? সেই যে একদিন হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলুম, অমূল্যকে নে। সেই জোরে আজ আমাকেও দিব্যি দিয়ে গেল।

যাহা হোক, এমনি করিয়া অন্নপূর্ণার ছেলে বিন্দুবাসিনীর কোলে মানুষ হইতে লাগিল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অমূল্য খুড়িকে মা এবং মাকে দিদি বলিতে শিখিল।

## ২

ইহার বছর-চারেক পরে, যেদিন খুব ঘটা করিয়া অমূল্যর হাতে-খড়ি হইয়া গেল, তাহার পরদিন সকালে অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বাহির হইতে বিন্দুবাসিনী ডাকিয়া কহিল, দিদি, অমূল্যধন প্রণাম করতে এসেছে, একবারটি বাইরে এস।

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া অমূল্যর সাজগোজ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার চোখে কাজল, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, মাথার উপর চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, পরণে একটি হল্‌দে রঙের ছাপান কাপড়, একহাতে দড়ি বাঁধা মাটীর দোয়াত, বগলে ক্ষুদ্র একখানি মাদুর জড়ানো গুটিকয়েক তালপাতা।

বিন্দু বলিল, দিদিকে প্রণাম কর ত বাবা!

অমূল্য জননীকে প্রণাম করিল।

তাহার পায়ে জুতা নাই, মোজা নাই, পরণে নানাবিধ বিলাতী পোষাক নাই—অন্নপূর্ণা এই অপরূপ সাজ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, এতও তোর আসে ছোটবৌ! ছেলে বুঝি পড়তে যাচ্ছে?

বিন্দু হাসিমুখে বলিল, হাঁ, গঙ্গা পণ্ডিতের পাঠশালে পাঠিয়ে দিচ্চি। আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আজকের দিন যেন ওর সার্থক হয়।

চাকরের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, ভৈরব, পণ্ডিতমশাইকে আমার নাম ক'রে বিশেষ ক'রে ব'লে দিস, ছেলেকে আমার যেন কেউ মার-ধোর না করে। দিদি, এই পাঁচটা টাকা ধর, বেশ ক'রে একখানি সিদে সাজিয়ে টাকা ক'টি দিয়ে কদমের হাতে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। বলিয়া সে গভীর স্নেহে চুমা খাইয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণার দুই চোখে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি বামুন-ঠাকরুণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ছেলে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তবু পেটে ধরে নি—তা হ'লে না জানি ও কি করত।

পাচিকা কহিল, সে জন্যই ভগবান বোধ করি দিলেন না, আঠার-উনিশ বছর বয়স হ'ল—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না! ছোটবৌ একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি, বঠ্‌ঠাকুরকে ব'লে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা পাঠশালা ক'রে দেওয়া যায় না? আমি সমস্ত খরচ দেব।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, এখনো সে দু'পা যায় নি ছোটবৌ, এর মধ্যেই তোর মতলব ঘুরে গেল? না হয়, তুইও যা না, পাঠশালায় গিয়ে ব'সে থাকবি।

বিন্দু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, মতলব ঘোরে নি দিদি! কিন্তু ভাব্‌চি আড়ালে থাকা এক, আর চোখের সাম্‌নে এক। পোড়োরা সব দুষ্টু ছেলে, ওকে ছোটটি পেয়ে যদি মার-ধোর করে?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কর্‌লেই বা! ছেলেরা মারামারি করেই। তা ছাড়া সকলের ছেলেই সমান ছোটবৌ, তাদের বাপ-মা প্রাণ ধরে যদি পাঠশালে দিতে পেরে থাকে, তুই পার্‌বি নে কেন?

পরের সঙ্গে তুলনা করাটা বিন্দু একেবারে পছন্দ করিত না। তাই বোধ করি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল—তোমার এক কথা দিদি! ধর, কেউ যদি ওর চোখে কলমের খোঁচাই দেয়—তা হ'লে?

অন্নপূর্ণা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে ডাক্তার দেখাবি। কিন্তু সত্যি বল্‌চি তোকে, আমি ত সাত দিন সাত রাত ব'সে ভাব্‌লেও খোঁচাখুঁচির কথা মনে কর্‌তে পার্‌তুম না! এত ছেলে পড়ে, কে কার চোখে কলমের খোঁচা দেয় তাও ত শুনি নি।

বিন্দু কহিল, তুমি শোন নি ব'লেই কি এমন কাণ্ড হতে পারে না? দৈবাতের কথা কে বল্‌তে পারে? আচ্ছা, বেশ ত তুমি একবার ব'লেই দেখ না, তারপর যা হয় হবে।

অন্নপূর্ণা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, যা হবে, তা দেখ্‌তেই পাচ্চি। তুই একবার যখন ধরেছিস্‌ তখন কি আর না ক'রে ছাড়্‌বি? কিন্তু আমি অমন অনাছিষ্টি কথা মুখে আনতে পারব না! আর তুইও ত কথা ক'স্‌—নিজেই বল্‌ গে যা।

এবার বিন্দু রাগ করিল। বলিল, বল্‌বই ত। এত দূরে রোজ রোজ আমি ছেলে পাঠাতে পার্‌ব না—এতে কারুর ভাল লাগুক না লাগুক, আর এতে ওর বিদ্যে হোক আর নাই হোক। —হাঁ কদম, তোকে না বল্‌লুম সিদে দিয়ে আস্‌তে? হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে?

তাহার ক্রুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সিদে দিচ্চি। একেবারে এত উতলা হোস্ নে ছোটবৌ! আচ্ছা, ছেলে কি তোর বড় হবে না? তুই কি চিরকাল তাকে আঁচল-চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পারবি? এটা ভাবিস্ কেন?

ছোটবৌ সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, কদম, সিদে দিয়ে গুরু-মশায়ের পায়ের ধূলো একটু তার মাথায় দিয়ে, ছেলে ফিরিয়ে আন্ গে। তাঁকেও একবার বিকাল বেলা আসতে বলিস্। যে বুঝবে না, তাকে আর বোঝাব কি ক'রে? বল্‌চি, ছোটটি পেয়ে যদি কেউ মার-ধোর করে—না, চিরকাল কি তুই আঁচল-চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পারবি? কি পারব না পারব, সে পরামর্শ ত নিতে আসি নি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কদম বলিল, আর দাঁড়িয়ে থেকো না মা, হয় ত এখনি আবার এসে পড়্‌বেন। উনি যা ধ'রেচেন, বিধাতা পুরুষেরও সাধ্যি নেই যে তা রদ করেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর বড়কর্ত্তা আফিঙ্ খাইয়া শয্যার উপর কাত হইয়া শুইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া নেশার পৃষ্ঠে চাবুক দিতেছিলেন, এমন সময় দরজার শিকলটা ঝন্ ঝন্ করিয়া নড়িয়া উঠিল।

যাদব কষ্টে চোখ খুলিয়া বলিলেন, কে ও?

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ছোটবৌ কি বল্‌তে এসেছে, শোন।

যাদব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ছোটমা? কেন মা?

ছোটবৌকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ছোটবৌ কথা কহিল না, তাহার হইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া দিলেন, ওর ছেলের চোখে পোড়োরা কলমের খোঁচা মারবে, তাই বাড়ীর মধ্যে একটা পাঠশালা ক'রে দিতে হবে।

যাদব হাতের নলটা ফেলিয়া দিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কে চোখে খোঁচা মার্‌লে ? কৈ দেখি, কি রকম হ'ল ?

অন্নপূর্ণা তাঁহার হাতের নলটা তুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন, এখনো কেউ মারে নি—যদির কথা হ'চ্ছে।

যাদব সুস্থির হইয়া বলিলেন, ওঃ যদির কথা। আমি বলি বুঝি—

বিন্দু আড়ালে দাঁড়াইয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, দিদি, এই না তুমি বল্‌লে অনাছিষ্টি কথা মুখে আন্‌তে পার্‌বে না—আবার বল্‌তে এলে কেন ?

অন্নপূর্ণা নিজেও বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কথা বলিবার ধরণটা ভাল হয় নাই এবং ইহার ফলও মধুর হইবে না। এখন এই চাপা গলার নিগূঢ় অর্থ স্পষ্ট অনুভব করিয়া তিনি যথার্থ-ই ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রাগটা পড়িল নিরীহ স্বামীর উপর; এবং তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপিঙের নেশায় মানুষের চোখই বুজে যায়, কানও কি বুজে যায় ? বল্‌লুম কি আর ও শুনলে কি। 'কৈ দেখি কি রকম হ'ল' আমি কি বলেচি তোমাকে অমূল্যর চোখ কাণা ক'রে দিয়েচে ? আমার হ'য়েছে যেন সব দিকে জ্বালা !

নির্ব্বিরোধী যাদবের অফিঙের মৌজ ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন, কেন, কি হ'ল গো ?

অন্নপূর্ণা রাগিয়া বলিলেন, যা হ'ল তা ভালই। এমন মানুষের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া ঝকমারি—অধর্ম্মের ভোগ, বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

যাদব বলিলেন, কি হয়েছে মা খুলে বল ত।

বিন্দু দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, বাইরে গোলার ধারে একটি পাঠশালা হ'লে—

যাদব বলিলেন, এ আর বেশি কথা কি মা। কিন্তু পড়াবে কে ?

বিন্দু কহিল, পণ্ডিতমশাই এসেছিলেন, তিনি মাসে দশটাকা ক'রে পেলে পাঠশালা তুলে আন্‌বেন। আমি বলি, আমার সুদের জমা টাকা থেকে যেন সব খরচ দেওয়া হয়।

যাদব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বেশ ত মা, কালই আমি লোক লাগিয়ে দেব, গঙ্গারাম এইখানেই যদি তাব পাঠশালা তুলে আনে, সে ত ভাল কথাই।

ভাসুরের হুকুম পাইয়া বিন্দুর রাগ পড়িয়া গেল। সে হাসি-মুখে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল, অন্নপূর্ণা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন এবং কাছে বসিয়া কদম হাত-মুখ নাড়িয়া কি যেন ব্যাখ্যা করিতেছে। বিন্দুকে ঢুকিতে দেখিয়াই সে পাংশুমুখে 'ওমা এই যে—' বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিয়া ফেলিল। বিন্দু বুঝিল, তাহার কথাই হইতেছিল, সাম্‌নে আসিয়া বলিল, ও মা কি, তাই বল্ না।

ভয়ে কদমের গলা কাঠ হইয়া গিয়াছিল; সে ঢোক গিলিয়া বলিল, না দিদি, এই কি না—বড়মা বললেন কি না—এই ধর না, কেন—

বিন্দু রুক্ষস্বরে বলিল, ধরেচি—তুই কাজ কর্ গে যা।

কদম দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গিয়া বাঁচিল।

তখন বিন্দু অন্নপূর্ণাকে কহিল, বড়গিন্নীর পরামর্শদাতাগুলি বেশ। বঠ্‌ঠাকুরকে ব'লে ওদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

বিন্দু খুসি থাকিলে অন্নপূর্ণাকে দিদি বলিত, রাগিলে বড়গিন্নী বলিত।

অন্নপূর্ণা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, যা না, বল্ গে না—বঠ্‌ঠাকুর আমার মাথাটা কেটে নেবে। আর বঠ্‌ঠাকুরও তেমনি। সে তক্ষুনি সুরু কর্‌বে, কি মা! কি বল্‌চ মা, ঠিক কথা মা!—ঢের ঢের বরাত দেখেচি ছোটবৌ, কিন্তু তোর মত দেখি নি। কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলি, মাইরি, বাড়ী-সুদ্ধ সবাই যেন ভয়ে জড়সড়!

বিন্দুর রাগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্নপূর্ণার কথার ভঙ্গিতে সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কৈ, তুমি ত ভয় কর না!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, করি নে আবার! তোমার রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখ্‌লে যার বুকের রক্ত জল হ'য়ে না যায় সে এখনো মায়ের পেটে আছে! কিন্তু অত রাগ ভাল নয় ছোটবৌ! এখনো কি ছোটটি আছিস্? ছেলে হ'লে যে এতদিন চার-পাঁচ ছেলের মা হতিস্; আর তোকেই বা দোষ দেব কি, ঐ বুড়ো মিন্‌সেই আদর দিয়ে তোর মাথা খেলে!

বিন্দু বলিল,কপাল নিয়ে যে জন্মেছিলুম দিদি, সে কথা তোমার মানি; ধন-দৌলত, আদর-আহ্লাদ অনেকেই পায়, সেটা বেশি কথা নয়, কিন্তু এমন দেবতার মত ভাসুর পেতে অনেক জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই! আমার অদৃষ্ট দিদি, তুমি হিংসে ক'রে কি করবে? কিন্তু আদর দিয়ে তিনি ত মাথা খান্ নি, আদর দিয়ে যদি কেউ মাথা খেয়ে থাকে ত সে তুমি।

অন্নপূর্ণা হাত নাড়িয়া বলিলেন, আমি? সে কথা কারো বলবার যো নেই। আমার শাসন কড়া শাসন—কিন্তু কি করব, আমার কপাল মন্দ, কেউ আমাকে ভয় করে না—দাসী-চাকরগুলো পর্য্যন্ত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে ঝগড়া করে, যেন তারাই মনিব, আর আমি দাসী বাঁদী! আমি তাই স'য়ে থাকি, অন্য কেউ হ'লে—

তাঁহার এই উল্টা-পাল্টা কথায় বিন্দু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, দিদি তুমি সত্য-যুগের মানুষ, কেন মর্‌তে একালে এসে জন্মেছিলে? কই, আমার সঙ্গে ত কেউ ঝগড়া করে না? বলিয়া সহসা সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া অন্নপূর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটা গল্প বল না দিদি!

অন্নপূর্ণা রাগিয়া বলিলেন, যা, সরে যা।

কদম ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দিদি, অমূল্যধন জাঁতিতে হাত কেটে ফেলে কাঁদ্‌ছে!

বিন্দু তৎক্ষণাৎ গলা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জাঁতি পেলে কোথায়? তোরা কি কচ্ছিলি?

আমি ও-ঘরে বিছানা কর্‌ছিলুম দিদি, জানিও নে যে কখন ও বড়মার ঘরে ঢুকে—

আচ্ছা হ'য়েচে—হ'য়েচে—যা, বলিয়া বিন্দু ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে অমূল্যর আঙ্গুলের ডগায় ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দিদি, কতদিন বলেচি তোমাকে, ছেলে-পুলের ঘরে জাঁতি-টাঁতিগুলো একটু সাবধান ক'রে রেখো—তা—

অন্নপূর্ণা আরো রাগিয়া গিয়া বলিলেন, কি কথা যে তুই বলিস্ ছোট-বৌ, তার মাথা-মুণ্ডু নেই। কখন তোর ছেলে ঘরে ঢুকে হাত কাটবে ব'লে কি জাঁতি নোয়াব-সিন্ধুকে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বো?

বিন্দু বলিল, না, কাল থেকে ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বো, তা হ'লে আর ঢুকবে না, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, শুন্‌লি কদম, ওর জবরদস্তি কথাগুলো। জাঁতি কি মানুষে সিন্ধুকে তুলে রাখে?

কদম কি একটা বলিতে গিয়া হাঁ করিয়া থামিয়া গেল।

বিন্দু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ফের যদি তুমি দাসী চাকরকে মধ্যস্থ মান্‌বে ত সত্যি বল্‌চি তোমাকে, ছেলে নিয়ে আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাব।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যা না, যা। কিন্তু মাথা খুঁড়ে ম'লেও আর ফিরিয়ে আন্‌বার নামটি করবো না। সে কথা মনে রাখিস।

আমি আস্‌তেও চাই নে, বলিয়া বিন্দু মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে, অন্নপূর্ণা দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ছোটবৌয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঘরের একধারে একটি ছোট টেবিলের উপর মাধবচন্দ্র মকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন এবং বিন্দু অমূল্যকে লইয়া খাটের উপর শুইয়া আস্তে আস্তে গল্প বলিতেছিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, খাবি আয়।

বিন্দু বলিল, আমার ক্ষিদে নাই।

অমূল্য তাড়াতাড়ি খুড়ীর গলা ধরিয়া বলিল, ছোটমা খাবে না, তুমি যাও।

অন্নপূর্ণা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই চুপ কর্। এই ছেলেটিই হ'চ্ছে সকল নষ্টের গোড়া। কি আদুরে ছেলেই কচ্চিস্ ছোটবৌ! শেষে টের পাবি। তখন কাঁদ্‌বি, আর বল্‌বি, হ্যাঁ, দিদি বলেছিল বটে!

বিন্দু ফিস্ ফিস্ করিয়া অমূল্যকে শিখাইয়া দিল, অমূল্য চেঁচাইয়া বলিল, তুমি যাও না দিদি—ছোটমা রূপকথা বলচে!

অন্নপূর্ণা ধমকাইয়া বলিলেন, ভাল চাস্ ত উঠে আয় ছোটবৌ! না হ'লে, কাল তোদের দুজনকে না বিদেয় করি ত আমার নামই অন্নপূর্ণা নয়, বলিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মাধব জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার তোমাদের হ'ল কি?

বিন্দু বলিল, দিদি রাগলে যা হয় তাই। আজ অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম, ছেলেপুলের ঘর, জাঁতি-টাঁতিগুলো একটু সাবধান ক'রে রেখো—তাই এত কাণ্ড হ'চ্ছে।

মাধব বলিল, আর গোলমাল ক'রো না, যাও। বৌঠান যেমন ক'রে পা ফেলে বেড়াচ্চেন, দাদা এখনি উঠে পড়্‌বেন।

বিন্দু অমূল্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

## ৩

এক মায়ের দুই ছেলে জননীকে আশ্রয় করিয়া যেমন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে, দুইটি মাতা তেমনি একটি মাত্র সন্তানকে আশ্রয় করিয়া আরো ছয় বৎসর কাটাইয়া দিলেন। অমূল্য এখন বড় হইয়াছে, সে এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ঘরে মাষ্টার নিযুক্ত আছেন, তিনি সকাল-বেলা পড়াইয়া যাইবার পর অমূল্য খেলা করিতে বাহির হইয়াছিল। আজ রবিবার, স্কুল ছিল না।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ছোটবৌ, কি করি বল্ ত?

বিন্দু তাহার ঘরের মেঝের উপর আলমারি উজাড় করিয়া অমূ… পোষাক বাছিতেছিল, সে কাকার সহিত কোন মক্কেলের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবে। বিন্দু মুখ না তুলিয়া বলিল, কিসের দিদি?

তাহার মেজাজটা কিছু অপ্রসন্ন। অন্নপূর্ণা রকমারি পোষাকের বাহার দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তাহার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিলেন না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি সমস্তই অমূল্যর পোষাক নাকি?

বিন্দু বলিল, হাঁ।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কত টাকাই না তুই অপব্যয় করিস্। এর একটার দামে গরীবের ছেলের সারা বছরের কাপড়-চোপড় হ'তে পারে।

বিন্দু বিরক্ত হইল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, তা পারে! কিন্তু গরীবে বড়লোকে একটু তফাৎ থাকেই, সে জন্য দুঃখ ক'রে কি হবে দিদি?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, তা হোক বড়লোক, কিন্তু তোর সব কাজেই এক… বাড়াবাড়ি আছে।

বিন্দু মুখ তুলিয়া বলিল, কি বল্‌তে এসেছ, তাই বল না দিদি, এখন আমার সময় নেই।

তোমার সময় আর কখন্‌ থাকে ছোটবৌ! বলিয়া তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভৈরব অমূল্যকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিল। সে ঘণ্টা-খানেক পরে খুঁজিয়া আনিল।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোথা ছিলি এতক্ষণ?

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল।

ভৈরব বলিল, ও-পাড়ায় চাষাদের সঙ্গে ডাং-গুলি খেলছিল।

এই খেলাটায় বিন্দুর বড় ভয় ছিল, তাই নিষেধ করিয়া দিয়াছিল; বলিল, ডাং-গুলি খেলতে তোকে মানা করিচি না?

অমূল্য ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া বলিল, আমি দাঁড়িয়েছিলুম, তারা জোর ক'রে আমাকে—

জোর ক'রে তোমাকে? আচ্ছা, এখন যাও, তার পর হবে। বলিয়া তাহার পোষাক পরাইতে লাগিল।

মাস-দুই পূর্ব্বে অমূল্যর পৈতা হইয়াছিল; সে নেড়া-মাথায় জরির টুপি পরিতে ভয়ঙ্কর আপত্তি করিল। কিন্তু বিন্দু ছাড়িবার লোক নয়, সে জোর করিয়া পরাইয়া দিল। অমূল্য নেড়া-মাথায় জরির টুপি পরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। মাধব ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, আর ওর কত দেরি হবে গো?

পরক্ষণেই অমূল্যর দিকে দৃষ্টি পড়িলে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বাঃ— এই যে মথুরার কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হ'য়েছেন।

অমূল্য লজ্জায় টুপিটা ফেলিয়া দিয়া খাটের উপর গিয়া উপুড় হইয়া

বিন্দু রাগিয়া উঠিল। বলিল, একে ছেলেমানুষ কাঁদছে তার উপর তুমি—

মাধব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কাঁদিস্‌নে অমূল্য, ওঠ্‌ লোকে পাগল বলে ত আমায় বলবে, তুই আয়।

ঠিক এই কথাটাই ইতিপূর্ব্বে আর একদিন হইয়া গিয়াছিল এবং বিন্দু তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সেই কথাটার পুনরাবৃত্তিতে সে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিল, আমি সব কাজ পাগলের মত করি, না? বলিয়া উঠিয়া গিয়া অমূল্যকে তুলিয়া আনিয়া পাখার বাঁটের বাড়ি ঘা-কতক দিয়া দামী মখমলের পোষাক টানিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

মাধব ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়া গিয়া অন্নপূর্ণাকে সংবাদ দিলেন, মাথায় ভূত চেপেছে বৌঠান, একবার যাও।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, বিন্দু, সমস্ত পোষাক লইয়া একটা সাধারণ বস্ত্র পরাইয়া দিতেছে, অমূল্য ভয়ে বিবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বেশ ত হ'য়েছিল ছোটবৌ, খুল্‌লি কেন?

বিন্দু অমূল্যকে ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, তোমাদের পায়ে পড়ি বড়গিন্নী, সামনে থেকে একটু যাও, তোমাদের পাঁচজনের মধ্যস্থতার জ্বালায় ওর প্রাণটাই মার খেয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা বাক্‌শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিন্দু অমূল্যর একটা কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ঘরের এক কোণে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিল, যেমন বজ্জাত ছেলে তুমি, তেমনি তোমার শাস্তি হওয়া চাই। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থাক। দিদি, বাইরে এস। আমি দোর বন্ধ করব। বলিয়া বাহিরে আসিয়া শিকল তুলিয়া দিল।

বেলা তখন প্রায় একটা বাজে, অন্নপূর্ণা আর থাকিতে না পারিয়া

বলিল, হাঁ ছোটবৌ, সত্যি আজ তুই অমূল্যকে খেতে দিবি নে ? তার জন্য কি বাড়ী-শুদ্ধ লোক উপোস্ ক'রে থাক্‌বে ?

বিন্দু জবাব দিল, বাড়ী-শুদ্ধ লোকের ইচ্ছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, এ তোর কি রকম কথা ছোটবৌ ! বাড়ীর মধ্যে ঐ একটি ছেলে, সে উপোস্ ক'রে থাক্‌লে তোর আমার কথা ছেড়ে দে, দাসী-চাকরেই বা মুখে ভাত তোলে কি ক'রে বল্ দেখি !

বিন্দু জিদ করিয়া বলিল, তা আমি জানি নে।

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন তর্ক করিয়া আর লাভ হইবে না, বলিলেন, আমি বলচি, বড়বোনের কথাটা রাখ্। আজ তাকে মাপ কর্। তা ছাড়া পিত্তি প'ড়ে অসুখ হ'লে তোকেই ভুগতে হবে।

বেলার দিকে চাহিয়া বিন্দু নিজেই নরম হইয়া আসিতেছিল, কদমকে ডাকিয়া বলিল, যা, নিয়ে আয় তাকে। কিন্তু তোমাদেরও ব'লে রাখচি দিদি, ভবিষ্যতে আমার কথায় কথা কইলে ভাল হবে না।

গোলযোগটা এইখানেই সেদিনের মত থামিয়া গেল।

ছোটভাইয়ের ওকালতিতে পসার হওয়ার পর হইতে যাদব চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিজের বিষয়-আশয় দেখিতেছিলেন। ছোটবধূর দরুণ হাতে যে দশ হাজার টাকা ছিল, তাহাও সুদে খাটাইয়া প্রায় দ্বিগুণ করিয়াছিলেন। সেই টাকার কিয়দংশ লইয়া এবং মাধবের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া তিনি গত বৎসর হইতে প্রায় পোয়াটাক পথ দূরে একখানি বড় রকমের বাড়ী ফাঁদিয়াছিলেন। দিন-দশেক হইল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কথা ছিল, দুর্গাপূজার পরে ভাল দিন দেখিয়া সকলেই তথায় উঠিয়া যাইবেন। তাই একদিন যাদব আহারে বসিয়া ছোটবৌকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার বাড়ী ত তৈরি হ'ল মা, এখন একদিন গিয়ে দেখে এস, আর কিছু বাকি রয়ে গেল কি না।

বিন্দুর একটা অভ্যাস ছিল, সে সহস্র কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও ভাসুরের খাবার সময় দরজার আড়ালে বসিয়া থাকিত। ভাসুরকে সে দেবতার মতই ভক্তি করিত—সকলেই করিত। বলিল, আর কিছু বাকি নেই।

যাদব হাসিয়া বলিলেন, না দেখেই রায় দিলে মা! আচ্ছা, ভাল কথা। তবে, আরো একটি কথা আছে। আমার ইচ্ছে হয়, আত্মীয়-স্বজন আমাদের যে যেখানে আছেন, সকলকেই এক ক'রে একটি সুদিন দেখে উঠে যাই, গিয়ে গৃহদেবতার পূজা দিই, কি বল মা?

বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল, দিদিকে বলি, তিনি যা বল্‌বেন, তাই হবে।

যাদব বলিলেন, তা বল। কিন্তু তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী, মা! তোমার ইচ্ছাতেই কাজ হবে।

অন্নপূর্ণা অদূরেই বসিয়াছিলেন, হাসিয়া বলিলেন, তবু তোমার মা লক্ষ্মীটি যদি একটু শান্ত হতেন।

যাদব বলিলেন, শান্ত আবার কি বড়বৌ, মা আমার জগদ্ধাত্রী! বরও দেন, আবশ্যক হলে খাঁড়াও ধরেন। ওই ত আমি চাই। মাকে এনে অবধি সংসারে আমার এতটুকু দুঃখ কষ্ট নেই।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে কথা তোমার সত্যি। ও আস্‌বার আগের দিনগুলো এখন মনে করলেও ভয় হয়!

বিন্দু লজ্জা পাইয়া সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন, আপনি সকলকে আনান। আমাদের ও-বাড়ী বেশ বড়, কারো কোনো কষ্ট হবে না। ইচ্ছে কর্‌লে তাঁরা দুমাস থাকৃতেও পারবেন।

যাদব বলিলেন, তাই হবে মা, কালই আমি আনবার বন্দোবস্ত করব।

## ৪

ইহাদের পিস্‌তুত বোন এলোকেশীর অবস্থা ভাল ছিল না। যাদব তাঁহাকে প্রায়ই অর্থ সাহায্য করিয়া পাঠাইতেন। কিছুদিন হইতে তিনি তাঁহার পুত্র নরেনকে এইখানে রাখিয়া লেখা-পড়া শিখাইবার ইচ্ছা জানাইয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন, এমন সময় তিনি ছেলে লইয়া উত্তরপাড়া হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্বামী প্রিয়নাথ সেখানে কি করিতেন, তাহা ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না, দিন-দুয়ের মধ্যে তিনিও আসিয়া পড়িলেন। নরেনের বয়স ষোল-সতের। সে চওড়া পাড়ের কাপড় ফের দিয়া পরিত এবং দিনের মধ্যে আট-দশ বার চুল আঁচড়াইত। টেরিটা তাহার বাস্তবিক একটা দেখিবার বস্তু ছিল। আজ সন্ধ্যার পর রান্নাঘরের বারান্দায় সকলে একত্রে বসিয়াছিলেন এবং এলোকেশী তাঁহার পুত্রের অসাধারণ রূপ-গুণের পরিচয় দিতেছিলেন!

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ক্লাসে পড় তুমি?

নরেন বলিল, ফোর্থ ক্লাসে। রয়েল রিডার, গ্রামার, জিয়োগ্রাফি, এরিথ্‌মেটিক, আরো কত কি, ডেসিমল্ টেসিমেল্—ও-সব তুমি বুঝবে না মামি।

এলোকেশী সগর্ব্বে পুত্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বিন্দুকে বলিলেন, সেকি এক-আধখানা বই ছোটবৌ? বইয়ের পাহাড়, কাল বইগুলো বাক্স থেকে বার ক'রে তোমার মামিদের একবার দেখিও ত বাবা।

নরেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা দেখাব।

বিন্দু বলিল, পাশ করতে এখনো ত দেখি আছে।

এলোকেশী বলিলেন, দেরি কি থাকত ছোটবৌ, দেরি থাকত না।

এতদিন একটা কেন, চারটে পাশ ক'রে ফেল্‌তো। শুধু মুখপোড়া মাষ্টারের জন্যেই হচ্ছে না। তার সর্ব্বনাশ হোক্, বাছাকে সে যে কি বিষ-নজরেই দেখেছে, তা সেই জানে! ওকে কি তুলে দিচ্চে? দিচ্চে না। হিংসে ক'রে বছরের পর বছর একটা কেলাসেই ফেলে রেখেচে।

বিন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, কৈ এরকম ত হয় না।

এলোকেশী বলিলেন, হচ্চে, আবার হয় না! মাষ্টারগুলো সব একজোট হয়ে ঘুষ চায়, আমি গরীব মানুষ, ঘুষের টাকা কোথা থেকে যোগাই বল ত?

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল, অন্নপূর্ণা আন্তরিক দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এমন ক'রে কি কখন মানুষের পিছন লাগতে আছে? সেটা কি ভাল কাজ? কিন্তু আমাদের এখানে ও-সব নেই। আমাদের অমূল্য ত ফি বছর ভাল ভাল প্রাইজ বই ঘরে আনে, কিন্তু কখ্‌খন ঘুষ-টুষ দিতে হয়না।

এই সময় অমূল্য কোথা হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে তাহার ছোট-মার কোলে গিয়া বসিল। আসিয়াই গলা ধরিয়া কানে কানে বলিল, কাল রবিবার, ছোটমা, আজ মাষ্টারমশায়কে যেতে বলে দাও না।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, এই ছেলেটি দেখ্‌চ ঠাকুরঝি, এটি গল্প পেলে আর উঠ্‌বে না—কদম, মাষ্টারমশাইকে বলে দে, অমূল্য আজ আর পড়বে না।

নরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ও কি রে অমূল্য, অত বড় ছেলে, এখনও মেয়েমানুষের কোলে গিয়ে বসিস?

বিন্দু হাসিয়া বলিল, শুধু এই বুঝি? এখনও রাত্তিরে—

অমূল্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, ব'লো না ছোটমা, ব'লো না!

বিন্দু বলিল না, কিন্তু অন্নপূর্ণা বলিয়া দিলেন। বলিলেন, এখনো ও রাত্তিরে ছোটমার কাছে শোয়।

বিন্দু বলিল, শুধু শোয় দিদি, এখনো সমস্ত রাত্তির বাদুড়ের মত আঁকড়ে ধরে ঘুমোয়।

অমূল্য লজ্জায় তাহার ছোটমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিল।

নরেন কহিল, ছি, ছি, তুই কি রে! তুই ইংরাজি পড়িস?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, পড়ে বৈ কি। ইস্কুলে ও ত ইংরাজিই পড়ে।

নরেন বলিল, ইস্, ইংরাজি পড়ে! কই, ইন্‌জিন্ বানান করুক্ ত দেখি? তা আর কর্‌তে হয় না।

এলোকেশী বলিলেন, ও-সব শক্ত কথা, ও কি ছেলেমানুষে পারে?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কই অমূল্য বানান কর না।

অমূল্য কিন্তু কিছুতেই মুখ তুলিল না।

বিন্দু তাহার মাথাটা একবার বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তোমরা সবাই মিলে ওকে লজ্জা দিলে ও আর কি ক'রে বানান করে?

তারপর এলোকেশীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও আমার আস্‌চে বছর পাশ দেবে! আমাদের মাষ্টারমশাই বলেছেন, ও কুড়ি টাকা জলপানি পাবে। ও সেই টাকা দিয়ে ওর কাকার মত এক ঘোড়া কিন্‌বে।

কথাটা সত্য হইলেও পরিহাসচ্ছলে সবাই হাসিতে লাগিলেন।

এলোকেশী বিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমার নরেন্দ্রনাথ শুধু কি লেখা-পড়াতেই ভাল, ও এম্‌নি থিয়েটারে অ্যাক্টো করে যে, লোকে শুনে আর চোখে জল রাখতে পারে না। সেই সীতা সেজে কি রকমটি ক'রে ব'লেছিলি, একবার মামিদের শুনিয়ে দাও ত বাবা!

নরেন তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত জোড় করিয়া উচ্চ নাকি-স্বরে সুর করিয়া আরম্ভ করিয়া দিল, প্রাণেশ্বর! কি কুক্ষণে দাসী তব—

বিন্দু ব্যাকুল হইয়া উঠিল—ওরে. থাম্ থাম্, চুপ কর্, বঠ্‌ঠাকুর ওপরে আছেন।

নরেন চমকিয়া চুপ করিল।

অন্নপূর্ণা ঐটুকু শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, শুন্‌লেই বা, ঠাকুর-দেবতার কথা, এ-ত ভাল কথা ছোটবৌ।

বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে শোন তুমি ঠাকুর-দেবতার কথা, আমরা উঠে যাই।

নরেন বলিল, আচ্ছা, তবে থাক, আমি সাবিত্রীর পার্ট করি।

বিন্দু বলিল, না।

এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া এতক্ষণে অন্নপূর্ণার চৈতন্য হইল যে, ব্যাপারটা অনেক দূরে গিয়াছে এবং এইখানেই তাহার শেষ হইবে না। এলোকেশী নূতন লোক, তিনি ভিতরের কথা বুঝিলেন না, বলিলেন, আচ্ছা এখন থাক্। পুরুষেরা বেরিয়ে গেলে সে একদিন দুপুর বেলা হ'তে পার্‌বে। আহা গান-বাজনাই কি ও কম শিখেচে? দময়ন্তীর সেই কেঁদে কেঁদে গানটি একবার বলিস্ ত বাবা, তোর মামিরা শুন্‌লে আর ছাড়তে চাইবে না।

নরেন বলিল, এখনি বল্‌ব?

রাগে বিন্দুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল, সে কথা কহিল না।

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, গান-টান এখন কাজ নেই।

নরেন বলিল, আচ্ছা গানটা আমি অমূল্যকে শিখিয়ে দেব। আমি বাজাতে জানি। ত্রেকেটা তাক, বাজনা বড় শক্ত মামি, আচ্ছা, ঐ পেতলের হাঁড়িটা একবার দাও ত দেখিয়ে দিই।

বিন্দু অমূল্যকে উঠিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল, যা অমূল্য, ঘরে গিয়ে পড়্‌গে।

অমূল্য মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল, তাহার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, চুপি চুপি বলিল, আরো একটু বোস না ছোটমা।

বিন্দু কোন কথা না বলিয়া তাহাকে তুলিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া ঘরে

চলিয়া গেল। সহসা সে কেন যে অমন করিয়া গেল, অন্নপূর্ণা তাহা বুঝিলেন এবং পাছে সঙ্গদোষে অমূল্য বিগড়াইয়া যায়, এই ভয়ে নরেনের এইখানে থাকিয়া লেখা-পড়াও যে সে পছন্দ করিবে না, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাবা নরেন, তোমার ছোটমাসির সামনে ঐ অ্যাক্টো-ট্যাক্টোগুলা আর ক'রো না; ও রাগী মানুষ ও-সব ভালবাসে না।

এলোকেশী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছোটবৌ ও সব ভালবাসে না বুঝি? তাই অমন ক'রে উঠে গেল বটে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, হ'তেও পারে। আরো একটা কথা বাবা, তুমি খাবে-দাবে পড়া-শুনা করবে—যাতে মায়ের দুঃখ ঘোচে, সেই চেষ্টা করবে, তুমি অমূল্যর সঙ্গে বেশি মিশো না বাবা। ও ছেলেমানুষ তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

কথাটা এলোকেশীর ভাল লাগিল না। বলিলেন, সে ত ঠিক কথা, ও গরীবের ছেলে, ওর গরীবের মত থাকাই উচিত। তবে যদি বললে, ত বলি বড়বৌ, অমূল্যটিই তোমার কচি খোকা, আর আমার নরেনই কি বুড়ো? এক-আধ বছরের ছোট বড়কে আর বড় বলে না। আর ও-কি কখনও বড়লোকের ছেলে চোখে দেখে নি গা, এইখানে এসে দেখচে? ওদের থিয়েটারের দলে কত রাজা-রাজড়ার ছেলে রয়েচে যে।

অন্নপূর্ণা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না ঠাকুরঝি, সে কথা বলি নি—আমি বলছি—

আবার কি ক'রে বলবে বড়বৌ? আমরা বোকা ব'লে কি এতই বোকা, যে এ কথাটাও বুঝি নি! তবে দাদা নাকি বললেন, নরেন এখানেই লেখা-পড়া করবে, তাই আসা নইলে আমাদের কি দিন চলছিল না?

অন্নপূর্ণা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ভগবান জানেন ঠাকুরঝি, আমি সে কথা বলি নি, আমি বল্‌চি কি, এই যাতে মায়ের দুঃখকষ্ট ঘোচে, যাতে—

এলোকেশী বলিলেন, আচ্ছা তাই তাই। যা নরেন্, তুই বাইরে গিয়ে বস্ গে, বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশিস্ নে। বলিয়া ছেলেকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া নিজেও চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা ঝড়ের মত বিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলি উঠিলেন, হাঁ লা, তোর জন্যে কি কুটুম্ব কুটুম্বিতেও বন্ধ করতে হবে? কি ক'রে চ'লে এলি বল্ ত?

বিন্দু অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, কেন বন্ধ করতে হবে দিদি, আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে তুমি মনের সুখে ঘর কর, আমি ছেলে নিয়ে পালাই, এই!

পালাবি কোথায় শুনি?

বিন্দু কহিল, যাবার দিন তোমায় ঠিকানা ব'লে যাব, ভেবো না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে আমি জানি। যাতে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ব না, সে তুই না করেই ছাড়বি? চিরকালটা এই বৌ নিয়ে আমার হাড় মাস জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, মাধবকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিলেন, না, ঠাকুরপো, তোমরা আর কোথাও গিয়ে থাক গে, না হয় ঐ বৌটিকে বিদেয় কর, আমি আর রাখতে পারব না, আজ তা স্পষ্ট ব'লে গেলুম, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মাধব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

বিন্দু বলিল, জানি নে, বড়গিন্নী ব'লেচে, দাও আমাদের বিদেয় ক'রে।

মাধব আর কিছু বলিল না। টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ঠাকুরঝি দেখিতে বোকার মত ছিলেন কিন্তু সেটা ভুল। তিনি যাই দেখিলেন, নিঃসন্তান ছোটবৌর অনেক টাকা, তিনি তক্ষুনি সেই দিকে ঢলিলেন এবং প্রতি রাত্রে স্বামী প্রিয়নাথকে একবার করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, তোমার জন্যই আমার সব গেল। তোমার কাছে মিছামিছি পড়ে না থেকে এখানে থাকলে আজ আমি রাজার মা। আমার সোনার চাঁদ ফেলে কি আর ঐ কাল ভূতের মত ছেলেটাকে ছোটবৌ—, বলিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা ঐ কাল ভূতের সমস্ত পরমায়ুটা নিঃশব্দে উড়াইয়া দিয়া 'গরীবের ভগবান আছেন' বলিয়া উপসংহার করিয়া চুপ করিয়া শুইতেন। প্রিয়নাথও মনে মনে নিজের বোকামির জন্য অনুতাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমনি করিয়া এই দম্পতিটির দিন কাটিতেছিল এবং ছোটবৌর প্রতি ঠাকুরঝির স্নেহ-প্রীতি বন্যার মত ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

আজ দুপুর-বেলা তিনি বলিতেছিলেন, অমন মেঘের মত চুল ছোটবৌ, কিন্তু কোন দিন বাঁধতে দেখলুম না। আজ জমিদারের বাড়ীর মেয়েরা বেড়াতে আসবে, এস মাথাটা বেঁধে দিই।

বিন্দু বলিল, না ঠাকুরঝি, আমি মাথায় কাপড় রাখতে পারি নে, ছেলে বড় হ'য়েছে দেখতে পাবে?

ঠাকুরঝি অবাক হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা ছোটবৌ? ছেলে বড় ব'লে এ'স্ত্রী মানুষ চুল বাঁধবে না? আমার নরেন্দ্রনাথ ত শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আরো ছ'মাস বছরেকের বড়, তাই বলে কি আমি মাথা-বাঁধা ছেড়ে দেব!

বিন্দু বলিল, তুমি ছাড়বে কেন ঠাকুরঝি, ন
ওর কথা আলাদা কিন্তু অমূল্য হঠাৎ অ
দেখলে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে। হয় ত চেঁ
করবে—ছি ছি, সে ভারী লজ্জার কথা হবে।

অন্নপূর্ণা হঠাৎ সেই দিক দিয়া যাইতেছি
সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোর চোখ ছল্ ছল্
আয় ত, গা দেখি।

বিন্দু এলোকেশীর সাম্‌নে ভারি লজ্জা পাই
গা দেখবে! আমি কি কচি খুকি, অসুখ ক'

অন্নপূর্ণা বলিলেন, না, তুই বুড়ি। কাছে
দিনকাল বড় খারাপ।

বিন্দু বলিল, কক্ষণ যাব না। বলচি কি
কাছে আয়।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, দেখিস ভাঁড়াস্‌ নে
চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন।

এলোকেশী বলিল, বড়বৌর যেন একটু
বিন্দু এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল,
থাকে ঠাকুরঝি! এলোকেশী চুপ করিয়া র

অন্নপূর্ণা কি একটা হাতে লইয়া সে
বিন্দু ডাকিয়া বলিল, দিদি, শোন শোন,

অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণ
ব্যাপারটা বুঝিয়া এলোকেশীকে বলি
ঠাকুরঝি, ওকে বলা মিছে। অত চুল, বাঁ
প'রবে না, অত রূপ তা একবার চেয়ে

হ তেমনি। সেদিন অমূল্য আমাকে কি বললে
কাপড় জামা প'রে কি হয়? ছোটমারও

। হাসিয়া বলিল, তবে দেখ দিদি, ছেলেকে
ত হলে মায়ের এই রকম ছিষ্টিছাড়া মতিবুদ্ধির
দিন বেঁচে থাক দিদি, তাহলে দেখতে পাবে,
ব ঐ অমূল্যর মা। বলিতে বলিতেই তাহার
।
পাইয়া সস্নেহে বলিলেন, সেই জন্যেই ত তোর
ন কথা কই নে। ভগবান তোর মনোবাঞ্ছা
ড় হবে, দশের একজন হবে, অত আশা

ছিয়া বলিল, কিন্তু ঐ একটি আশা নিয়ে আমি
! সহসা তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল;
। হাসিয়া বলিলেন, না দিদি, ও আশায় যদি
পাগল হ'য়ে যাব।
লেন। তিনি ছোট-জায়ের মনের কথাটা
, কিন্তু তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার এমন উগ্র
ধ্যে এমন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করেন নাই।
। বিন্দু অমূল্য সম্বন্ধে এমন যক্ষের মত সজাগ,
জের পুত্রের এই সর্ব্বমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর মুখের
র মাধুর্য্যে তাঁহার মাতৃহৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া
াপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।
ক ছোটবৌ, আজকে তোমার—

বিন্দু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, হাঁ ঠাকুরঝি, আজ দিদির মাথাটা বেঁধে দাও—এ বাড়ীতে ঢুকে পর্য্যন্ত কখন দেখি নি। বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

দিনপাঁচ-ছয় পরে একদিন সকাল-বেলা বাটীর পুরাতন নাপিত, যাদবের ক্ষৌর-কর্ম্ম করিয়া উপর হইতে নামিয়া যাইতেছিল, অমূল্য আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল, কৈলাসদা, নরেনদার মত চুল ছাঁটতে পার?

নাপিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি রকম দাদাবাবু!

অমূল্য নিজের মাথার নানাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, দেখ, এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা, আর এই ঘাড়ের কাছে একেবারে ছোট ছোট। পারবে ছাঁটতে?

নাপিত হাসিয়া বলিল, না দাদা, ও আমার বাবা এলেও পারবে না।

অমূল্য ছাড়িল না। সাহস দিয়া কহিল, ও শক্ত নয় কৈলাসদা, এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা—

নাপিত নিষ্কৃতি লাভের উপায় করিয়া বলিল, কিন্তু আজ কি বার? তোমার ছোটমা হুকুম না দিলে ত ছাঁটতে পারিনে দাদা!

অমূল্য বলিল, আচ্ছা দাঁড়াও আমি জেনে আসি। বলিয়া এক পা গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা তোমার ছাতিটা একবার দাও, না হ'লে তুমি পালিয়ে যাবে। বলিয়া জোর করিয়া সে ছাতিটা টানিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছোটমা, শীগগির একবার এস ত?

ছোটমা সবে মাত্র স্নান সারিয়া আহ্নিকে বসিতেছিলেন, ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওরে ছুঁস্ নে, আহ্নিক কচ্চি!

আহ্নিক পরে ক'রো ছোটমা, একবারটি বাইরে এসে হুকুম দিয়ে যাও, নইলে চুল ছেঁটে দেয় না, সে দাঁড়িয়ে আছে।

বিন্দু কিছু আশ্চর্য্য হইল। তাহার চুল ছাঁটাইবার জন্য চিরদিন মারামারি করিতে হয়, আজ সে কেন স্বেচ্ছায় চুল ছাঁটিতে চাহিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া সে বাহিরে আসিতেই নাপিত কহিল, বড় শক্ত ফরমাস হয়েছে মা, নরেনবাবুর মত বার আনা, ছ আনা, তিন আনা, দু আনা, এক আনা ছাঁটতে হবে, ও কি আমি পারব!

অমূল্য বলিল, খুব পারবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নরেনদাকে ডেকে আনি, বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। নরেন বাড়ী ছিল না, খানিক খোঁজা-খুঁজি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সে নেই, আচ্ছা নেই থাক্‌গে, ছোটমা তুমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দাও—বেশ ক'রে দেখো—এইখানে বার আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা আর এইখানে খুব ছোট। তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিন্দু হাসিয়া বলিল, আমি এখন আহ্নিক করব যে রে!

আহ্নিক পরে ক'রো, নইলে ছুঁয়ে দেব।

বিন্দুকে অগত্যা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

নাপিত চুল কাটিতে লাগিল। বিন্দু চোখ টিপিয়া দিল। সে সমস্ত চুল সমান করিয়া কাটিয়া দিল। অমূল্য মাথায় হাত বুলাইয়া খুসি হইয়া বলিল, এই ঠিক হ'য়েচে। বলিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

নাপিত ছাতি বগলে করিয়া বলিল, কিন্তু মা, কাল এ বাড়ী ঢোকা আমার শক্ত হবে।

বামুনঠাকরুণ ভাত দিয়া ডাকাডাকি করিতেছিল; বিন্দু রান্নাঘরের একধারে বসিয়া বাটীতে দুধ সাজাইতে সাজাইতে শুনিতে পাইল, অমূল্য বাড়ীময় কাকার চুল আঁচড়াইবার বুরুশ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। খানিক পরেই, সে কাঁদিয়া আসিয়া বিন্দুর পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল—কিচ্ছু হয় নি ছোটমা। সব খারাপ ক'রে দিয়েছে—কাল তাকে আমি

মেরে ফেলব। বিন্দু আর হাসি চাপিতে পারিল না। অমূল্য পিঠ ছাড়িয়া দিয়া রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি কি কানা? চোখে দেখ্‌তে পাও না?

অন্নপূর্ণা কান্নাকাটি শুনিয়া ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তার আর কি, কাল ঠিক ক'রে কেটে দিতে বল্‌ব।

অমূল্য আরো রাগিয়া গিয়া বলিল, কি ক'রে বার আনা হবে? এখানে চুল কই? অন্নপূর্ণা শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, বার আনা না হোক, আট আনা দশ আনা হ'তে পার্‌বে?

ছাই হবে। আট আনা দশ আনা কি ফ্যাসান? নরেনদাকে জিজ্ঞেস কর, বার আনা চাই। সে দিন অমূল্য ভাল করিয়া ভাত খাইল না, ফেলিয়া-ছড়াইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, তোর ছেলের টেরি বাগাবার সখ হ'ল কবে থেকে রে?

বিন্দু হাসিল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দিদি, তুচ্ছ কথা তাই হাস্‌চি বটে, কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্চে—সব জিনিসের স্বরু এমনি ক'রেই হয়।

অন্নপূর্ণা আর কথা কহিতে পারিলেন না।

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। ও পাড়ায় জমিদারের বাড়ীতে আমোদ-আহ্লাদের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই নরেন তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেল। সপ্তমীর রাত্রে অমূল্য আসিয়া ধরিল, ছোটমা, যাত্রা হ'চ্ছে দেখতে যাব?

ছোটমা বলিলেন, হচ্ছে, না হবে রে?

অমূল্য বলিল, নরেনদা বল্‌চে তিনটে থেকে স্বরু হবে।

এখন থেকে সমস্ত রাত্তির হিমে পড়ে থাক্‌বি? সে হবে না। কাল সকালে তোর কাকার সঙ্গে যাস্, খুব ভাল জায়গা পাবি।

অমূল্য কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, না, পাঠিয়ে দাও। কাকা হয় ত যাবেন না, হয় ত কত বেলায় যাবেন।

বিন্দু বলিল, তিনটে-চারটের সময় যাত্রা সুরু হ'লে চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দেব, এখন শো।

অমূল্য রাগ করিয়া শয্যার এক প্রান্তে গিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল।

বিন্দু টানিতে গেল, সে হাত সরাইয়া দিয়া শক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। তারপর কিছুক্ষণের নিমিত্ত সকলেই বোধ করি একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল —বাহিরের বড় ঘড়ির শব্দে অমূল্যর উদ্বিগ্ন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সে উৎকর্ণ হইয়া গণিতে লাগিল। একটা—দুটো—তিনটে—চারটে —ধড়ফড় করিয়া সে উঠিয়া বসিয়া বিন্দুকে সজোরে নাড়া দিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, ওঠ ওঠ ছোটমা, তিনটে চারটে বেজে গেলো। বাহিরের ঘড়িতে বাজিতে লাগিল—পাঁচটা—ছটা—সাতটা—আটটা—অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, সাতটা বেজে গেল, কখন যাব? বাইরের ঘড়িতে তখনও বাজিতে লাগিল—নটা—দশটা—এগারটা—বারটা। বাজিয়া থামিল। অমূল্য নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া শুইল। ঘরের ওধারের খাটের উপর মাধব শয়ন করিত, চেঁচামেচিতে তাহারও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল।

উচ্চ হাস্য করিয়া মাধব বলিল, অমূল্য, কি হ'ল রে! অমূল্য লজ্জায় সাড়া দিল না। বিন্দু হাসিয়া বলিল, ও যে ক'রে আমাকে তুলেচে, ঘরে দোরে আগুন ধ'রে গেলেও মানুষ অমন ক'রে তোলে না।

অমূল্য নিস্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া তাহার দয়া হইল; সে বলিল, আচ্ছা যা, কিন্তু কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিস্ নে!

তারপর ভৈরবকে ডাকিয়া আলো দিয়া পাঠাইয়া দিল। পরদিন

বেলা দশটার সময় যাত্রা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে অমূল্য ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাকাকে দেখিয়াই বলিল, কৈ, গেলেন না আপনি ?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলি রে ?

বেশ যাত্রা ছোটমা। কাকা, আজ সন্ধ্যার সময় আবার চমৎকার খ্যামটা নাচ হবে। কল্‌কাতা থেকে দুজন এসেচে, নরেনদা তাদের দেখেচে, ঠিক ছোটমার মত—খুব ভাল দেখতে—তারা নাচবে, বাবাকেও ব'লেচি।

বেশ ক'রেচ, বলিয়া মাধব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাগে বিন্দুর সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—তোমার গুণধর ভাগ্নের কথা শোন।

অমূল্যকে কহিল, তুই একবারও আর ওখানে যাবি না—হারামজাদা বজ্জাত! কে বললে আমার মত, নরেন ?

অমূল্য ভয়ে ভয়ে বলিল, হাঁ, সে দেখেচে যে।

কৈ নরেন ? আচ্ছা, আসুক সে।

মাধব হাসি দমন করিয়া বলিল, পাগল তুমি! দাদা শুনেছেন, আর গোলমাল ক'রো না। কাজেই বিন্দু কথাটা নিজের মধ্যে পরিপাক করিয়া রাগে পুড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অমূল্য আসিয়া অন্নপূর্ণাকে ধরিয়া বসিল, দিদি, পূজো-বাড়ীতে নাচ দেখতে যাব। দেখে, এখনি ফিরে আসব।

অন্নপূর্ণা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর্ গে।

অমূল্য জিদ করিতে লাগিল, না দিদি, এক্ষনি ফিরে আস্‌ব, তুমি বল, যাই।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, না রে না, সে রাগী মানুষ, তাকে ব'লে যা।

অমূল্য কাঁদিতে লাগিল, কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—তুমি ছোটমাকে ব'লো না! আমি নরেনদার সঙ্গে যাই—এখনি ফিরে আসব।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সঙ্গে যদি যাস্ ত—

অমূল্য কথাটা শেষ করিবারও সময় দিল না, এক দৌড়ে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে অন্নপূর্ণার কানে গেল, বিন্দু খোঁজ করিতেছে। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। খোঁজাখুঁজি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি নাচ হবে, নরেনের সঙ্গে তাই দেখ্‌তে গেছে—এখনি ফিরে আস্‌বে, তোর কোন ভয় নেই।

বিন্দু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে যেতে ব'লেছে, তুমি?

অমূল্য যে সম্মতি না লইয়াই গিয়াছে, এ কথা অন্নপূর্ণা ভয়ে স্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, এক্ষুনি আস্‌বে।

বিন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে অমূল্য বাড়ী ঢুকিয়া যেই শুনিল ছোটমা ডাকিতেছে, সে গিয়া তাহার পিতার শয্যার একবারে শুইয়া পড়িল।

প্রদীপের আলোকে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া যাদব ভাগবত পড়িতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি রে অমূল্য?

অমূল্য সাড়া দিল না।

কদম আসিয়া বলিল, ছোটমা ডাকুচেন, এস!

অমূল্য তাহার পিতার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা, তুমি দিয়ে আস্‌বে চল না।

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি দিয়ে আস্‌ব? কি হ'য়েচে কদম?

কদম বুঝাইয়া বলিল।

যাদব বুঝিলেন, এই লইয়া একটা কলহ অবশ্যম্ভাবী। একজন নিষেধ করিয়াছে, একজন হুকুম দিয়াছে। তাই অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া ছোট-বধূর ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিলেন, এই বারটি মাপ কর মা, ও বলচে আর কর্‌বে না।

সেই রাত্রে দুই জায়ে আহারে বসিলে, বিন্দু বলিল, আমি তোমার উপর রাগ কচ্চি নে দিদি, কিন্তু এখানে আমার আর থাকা চলবে না—অমূল্য তা হ'লে একেবারে বিগড়ে যাবে। আমি যদি মানা না করতুম তা হ'লেও একটা কথা ছিল; কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও এত বড় দুঃসাহস ওর হ'ল কি ক'রে তখন থেকে আমি শুধু এই কথাই ভাবচি। তার ওপর বজ্জাতি দেখ! আমার কাছে যায় নি, এসেছে তোমার কাছে; বাড়ী ফিরে যাই শুনেচে, আমি ডাক্‌চি, অমনি গিয়ে বঠ্‌ঠাকুরকে সঙ্গে ক'রে এনেচে। না দিদি, এতদিন এ সব ছিল না—আমি বরং কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাক্‌ব, সেও ভাল, কিন্তু এক ছেলে—ব'য়ে যাবে তাকে নিয়ে সারা জীবন চোখের জলে ভাস্‌তে পার্‌ব না।

অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, তোরা চলে গেলে আমিই বা কি ক'রে একলা থাকি বল!

বিন্দু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে তুমি জান। আমি যা করব, তোমাকে ব'লে দিলুম। বড় মন্দ ছেলে ঐ নরেন।

কেন, কি করলে নরেন? আর মনে কর্, ওরা যদি দুটি ভাই হ'ত, তা হ'লে কি কত্তিস্?

বিন্দু বলিল, আজ তা হ'লে চাকর দিয়ে হাত-পা বেঁধে জলবিছুটী দিয়ে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিতুম। তা ছাড়া, 'যদি' নিয়ে কাজ হয় না, দিদি—ওদের তুমি ছাড়।

অন্নপূর্ণা মনে মনে বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, ছাড়া না ছাড়া কি

আমার হাতে ছোটবৌ? ওদের যে এনেছে, তাকে বল্ গে—আমায় মিথ্যে গঞ্জনা দিস্ নে।

এ সব কথা বঠ্ঠাকুরকে বলব কি ক'রে?

যেমন ক'রে সব কথা বলিস্—তেম্নি ক'রে বল্ গে।

বিন্দু ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ন্যাকা বুঝিয়ো না দিদি, আমারো সাতাশ-আঠাশ বছর বয়স হ'তে চ'ল্ল। এ বাড়ীর দাসী চাকর নিয়ে কথা নয়, কথা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে—তুমি বেঁচে থাকতে এ সব কথায় কথা বলতে গেলে বঠ্ঠাকুর রাগ কর্বেন না?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, রাগ নিশ্চয়ই কর্বেন, কিন্তু আমি বললে আমার মুখ দেখবেন না। হাজার হই আমরা পর, ওরা ভাই বোন—সেটা দেখিস্ না কেন? তা ছাড়া আমি বুড়ো মাগী, এই তুচ্ছ কথা নিয়ে নেচে বেড়ালে লোকে পাগল বলবে না?

বিন্দু ভাতের থালাটা হাত দিয়া আরো খানিকটা ঠেলিয়া দিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, সে কেবল ভাসুরের ভয়ে চুপ করিয়া গেল। বলিলেন, হাত তুলে ব'সে রইলি—ভাতের থালাটা কি অপরাধ কর্লে?

বিন্দু হঠাৎ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

অন্নপূর্ণা তাহার ভাব দেখিয়া আর জিদ্ করিতে সাহস করিলেন না। শুইতে গিয়া বিন্দু বিছানায় অমূল্যকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সে গেল কোথায়? অন্নপূর্ণা বলিলেন, আজ দেখছি আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্চে—যাই তুলে দিই গে!

না না, থাক্, বলিয়া বিন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল।

অর্দ্ধেক রাত্রে বিন্দুর সতর্ক নিদ্রা অন্নপূর্ণার ডাকে ভাঙিয়া গেল।

কি দিদি?

অন্নপূর্ণা বাহির হইতে বলিলেন, দোর খুলে তোর ছেলে নে। এত বজ্জাতি আমার বাবা এসেও সইতে পার্‌বে না!

বিন্দু দোর খুলিয়া দিলেন, তিনি অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, ঢের হারামজাদা ছেলে দেখেচি ছোটবৌ, এমনটি দেখি নি। রাত্তির দুটো বাজে একবার চোখে পাতায় কর্‌তে দিলে না। এই বলে মশা কামড়াচ্ছে, এই বলে জল খাব, এই বলে বাতাস কর—না ছোটবৌ, আমি সমস্ত দিন খাটি-খুটি রাত্রিতে একটু ঘুমোতে না পেলে ত বাঁচি নে।

বিন্দু হাসিয়া হাত বাড়াইতেই অমূল্য তাহার ক্রোড়ের ভিতর গিয়া ঢুকিল এবং বুকের উপর মুখ রাখিয়া এক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। মাধব ওদিকে বিছানা হইতে পরিহাস করিয়া কহিল, সখ মিটল বৌঠান?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, আমি সখ করি নি ভাই, উনিই নিজে মারের ভয়ে ওখানে গিয়ে ঢুকে ছিলেন। তবে আমারও শিক্ষা হ'ল বটে। আর কি ঘেন্নার কথা ঠাকুরপো, আমাকে বলে কিনা, তোমার কাছে শুতে লজ্জা করে।

তিন জনেই হাসিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, আর না, যাই একটু ঘুমোই গে, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

দিন-দশেক পরে বিন্দুর বাপ-মা তীর্থ-যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া মেয়েকে একবার দেখিবার জন্য পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিন্দু, বড়জায়ের অনুমতি লইয়া দু-তিন দিনের জন্য অমূল্যকে লুকাইয়া বাপের বাড়ী যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় বই বগলে করিয়া ইস্কুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অনতিপূর্ব্বে সে বাহিরের পথের ধারে পাল্কী দেখিয়া আসিয়াছিল; এখন হঠাৎ পায়ের দিকে নজর পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, পায়ে আলতা প'রেচ কেন ছোটমা?

অন্নপূর্ণা উপস্থিত ছিলেন, হাসিয়া ফেলিলেন।

বিন্দু বলিল, আজ পর্তে হয়।

অমূল্য বার বার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, গায়ে অত গয়না কেন?

অন্নপূর্ণা মুখে আঁচল দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিন্দু হাসি চাপিয়া বলিল, কবে তোর বৌ এসেপরবে ব'লে আমাদের কাউকে কিছু পরতে নেই রে! যা, ইস্কুলে যা।

অমূল্য কথা কানে না তুলিয়া বলিল, দিদি অত হাসচে কেন? আমি ত আজ ইস্কুলে যাব না—তুমি কোথায় যাবে।

বিন্দু বলিল, তাই যদি যাই, তোর হুকুম নিতে হবে নাকি?

আমিও যাব, বলিয়া সে বই লইয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ও ক অত সহজে ইস্কুলে যাবে, মনে করিস নি। কিন্তু কি সেয়ানা দেখেচিস্, বলে আলতা পরেচ কেন? গায়ে অত গয়না কেন? কিন্তু আমি বলি নিয়ে যা—নইলে ফিরে এসে তোকে দেখতে না পেলে ভারি হাঙ্গামা কর্‌বে।

বিন্দু বলিল, তুমি কি মনে ক'রেচ দিদি, সে ইস্কুলে গেছে? কক্ষনো না। কোথায় লুকিয়ে বসে আছে, দেখো ঠিক সময়ে হাজির হবে।

ঠিক তাহাই হইল! সে লুকাইয়াছিল, বিন্দু অন্নপূর্ণার পায়ের ধূলা লইয়া পাল্কীতে উঠিবার সময়, কোথা হইতে বাহির হইয়া তাহার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। দুই জায়েই হাসিয়া উঠিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যাবার সময় আর মার-ধোর করিস্ নে, নিয়ে যা।

বিন্দু বলিল, তা যেন গেলুম দিদি, কিন্তু কোথাও যে আমার এক পা নড়বার যো নাই, এ বড় বিপদের কথা!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যেমন ক'রেছিস্, তেম্নি হবে ত! অমূল্য, থাক্ না তুই দুদিন আমার কাছে।

অমূল্য মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, তোমার কাছে থাকতে পারব না। বলিয়া সে পাল্কীতে গিয়া বসিল।

৬

বিন্দু বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার দিন-দশেক পরে একদিন মধ্যাহ্নে অন্নপূর্ণা তাহার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, ছোটবৌ?

ছোটবৌ একরাশ ময়লা কাপড় জামার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, ধোপা এসেছে?

ছোটবৌ কথা কহিল না। অন্নপূর্ণা এইবার তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ভয় পাইলেন। উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে রে!

বিন্দু আঙ্গুল দিয়া ছোট ছোট টুকরো পোড়া সিগারেট্ দেখাইয়া দিয়া বলিল, অমূল্যর জামার পকেট থেকে বেরুল।

অন্নপূর্ণা নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিন্দু সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি, ওদের বিদেয় কর, না হয় আমাদের কোথাও পাঠিয়ে দাও।

অন্নপূর্ণা জবাব দিতে পারিলেন না। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্ণে অমূল্য ইস্কুল হইতে ফিরিয়া খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। বিন্দু একটি কথাও বলিল না। ভৈরব চাকর নালিশ করিতে আসিল, নরেনবাবু বিনা দোষে তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে।

বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, দিদিকে বল গে।

আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাধব কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কি

একটা ক্ষুদ্র পরিহাস করিতে গিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিল। অদৃষ্টে যে কত বড় ঝড় ঘনাইয়া উঠিতেছে, বাড়ীর মধ্যে তাহা কেবল অন্নপূর্ণাই টের পাইলেন। উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যাটা ছট্‌ফট্‌ করিয়া, এক সময়ে নির্জ্জনে পাইয়া তিনি ছোটবৌয়ের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন, হাজার হোক্‌, সে তোরই ছেলে, এইবারটি মাপ কর্‌। বরং আড়ালে ডেকে ধম্‌কে দে।

বিন্দু বলিল, আমার ছেলে নয়, সে কথা আমিও জানি, তুমিও জান। মিছামিছি কতকগুলো কথা বাড়িয়ে দরকার কি দিদি?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, আমি নয়, তুই তার মা—আমি তোকেই ভ দিয়েচি!

যখন ছোট ছিল খাইয়েছি পরিয়েছি। এখন বড় হয়েচে, তোমাদের ছেলে তোমরা নাও—আমাকে রেহাই দাও, বলিয়া বিন্দু চলিয়া গেল।

রাত্রে কাঁদ কাঁদ মুখে অমূল্য অন্নপূর্ণার কাছে শুইতে আসিল।

অন্নপূর্ণা ব্যাপার বুঝিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, এখানে কেন? যা এখান থেকে—যা বলচি।

অমূল্য ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা ঘুমাইতেছেন, সে তখন কথাটি না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সকাল-বেলা কদম রান্নাঘরে এঁটো বাসন তুলিতে আসিয়া দেখিল, বারান্দার এক কোণে কতকগুলো কাঠ ঘুঁটের উপর অমূল্য পড়িয়া রহিয়াছে। সে ছুটিয়া গিয়া বিন্দুকে তুলিয়া আনিল; অন্নপূর্ণাও ঘুম ভাঙিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিন্দু তীক্ষ্ণভাবে বলিল, রাত্রে বড়গিন্নী বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছিলে? ও থাকলে ঘুমের ব্যাঘাত হয়?

ছেলের অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার নিজের চক্ষেও জল

আসিতেছিল ; কিন্তু বিন্দুর নিষ্ঠুর তিরস্কারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, নিজের দোষ তুই পরের ঘাড়ে তুলে দিতে পারলেই বাঁচিস্।

বিন্দু ছেলেকে তুলিতে গিয়া দেখিল, তাহার গা গরম—জ্বর হইয়াছে। কহিল, সারারাত, কার্ত্তিক মাসের হিমে জ্বর হবেই ত! এখন ভাল হ'লে বাঁচি।

অন্নপূর্ণা ব্যগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, জ্বর হয়েছে—কই দেখি!

বিন্দু সজোরে তাঁহার হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, থাক্,আর দেখে কাজ নেই। বলিয়া ঘুমন্ত ছেলেকে স্বচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইয়া অন্নপূর্ণার প্রতি একবার বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

পাঁচ-ছয় দিনেই অমূল্য আরোগ্য হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু বড়জায়ের অপরাধটা বিন্দু মার্জ্জনা করিল না। সেই দিন হইতে সে ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত বলিত না।

অন্নপূর্ণা মনে মনে সমস্তই বুঝিলেন অথচ তিনিও মৌন হইয়া রহিলেন। সকলের সম্মুখে সমস্ত অপরাধ বিন্দু যে তাহারি উপর তুলিয়া দিয়াছে, এ অন্যায় তিনিও ভুলিতে পারিলেন না। এইটিই একদিন কি একটা কথার পর তিনি এলোকেশীর কাছে বলিয়া ফেলিলেন, ওর জ্বর ছোটবৌয়ের জন্যই। ও যে মরে নি, এই ওর ভাগ্যি।

কথাটা এলোকেশী বিন্দুর গোচর করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিলেন না। বিন্দু মন দিয়া শুনিল, কিন্তু কথা কহিল না। সে যে শুনিয়াছে, তাহাও এলোকেশী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। বিন্দু বড়জায়ের সহিত একেবারে কথা-বার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল। কয়েক দিন হইতে নূতন বাটীতে জিনিস-পত্র সরানে হইতেছিল, কাল সকালেই উঠিয়া যাইতে হইবে। যাদব ছেলেদের লইয়া সে বাড়ীতে ছিলেন,মাধব মোকদ্দমা উপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিল ; সেও ছিল না। ইতিমধ্যে ও-বাড়ীতে এক বিষম কাণ্ড ঘটিল।

সন্ধ্যার সময় মাষ্টার পড়াইতে আসিয়াছিল, কি মনে করিয়া বিন্দু তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। বলিল, কাল থেকে ও-বাড়ীতে গিয়ে পড়াবেন।

যে আজ্ঞে, বলিয়া মাষ্টার চলিয়া যাইতেছিল, বিন্দু প্রশ্ন করিল, আপনার ছাত্রটি আজ-কাল পড়ে কেমন?

মাষ্টার বলিল, লেখা-পড়ায় সে বরাবরই ভাল, প্রতিবারেই ত প্রথম হয়।

বিন্দু কহিল, তা হয়। কিন্তু আজ-কাল চুরুট খেতে শিখেছে যে!

মাষ্টার বিস্মিত হইয়া বলিল, চুরুট খেতে শিখেচে?

পরক্ষণে নিজেই বলিল, আশ্চর্য্য নয়, ছেলেরা সমস্তই দেখাদেখি শেখে।

কার দেখে শিখ্‌চে?

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু বলিল, ওর বাবাকে ও-কথা জানাবেন।

মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিল, এই দেখুন না, আজ পাঁচ-সাত দিনের কথা, ইস্কুলের পথে এক উড়ে মালির বাগানে ঢুকে তার অসময়ের আম পেড়ে, গাছ ভেঙে, তাকে মার-ধোর ক'রে এক কাণ্ড ক'রেচে।

বিন্দু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, তার পর?

উড়ে হেডমাষ্টারকে ব'লে দেয়, তিনি দশ টাকা জরিমানা করিয়ে তাকে তা দিয়ে শান্ত ক'রেচেন।

বিন্দু বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, আমার অমূল্য ছিল? সে টাকা পাবে কোথায়?

মাষ্টার কহিল, তা জানি না, কিন্তু সেও ছিল। এ-বাড়ীর নরেনবাবুও ছিল, আরও তিন-চারজন ইস্কুলের বদ্‌মাস ছেলে ছিল। এই কথা আমি হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে শুনেচি।

বিন্দু বলিল, টাকাও আদায় হ'য়ে গেছে ?

আজ্ঞে হাঁ, তাও শুনেচি।

আচ্ছা আপনি যান। বলিয়া বিন্দু সেইখানেই বসিয়া রহিল। তার মুখ দিয়া শুধু অস্ফুটে বাহির হইল, আমাকে না জানিয়ে টাকা দিলে, এত সাহস এ বাড়ীতে কার ? একে তাহার মন খারাপ, তাহাতে দিদির সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ, তাহার উপর এই সংবাদ বিন্দুকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল।

সে উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। অন্নপূর্ণা রাত্রির জন্য তরকারি কুটিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া ছোটবৌয়ের মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

বিন্দু কহিল, দিদি, এর মধ্যে অমূল্যকে টাকা দিয়েচ ?

অন্নপূর্ণা ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন, ভয়ে তাঁহার গলা কাঠ হইয়া গেল, মৃদুস্বরে বলিলেন, কে বল্লে ?

বিন্দু কহিল, সেটা দরকারী কথা নয়—দরকারী কথা, সেই বা কি ব'লে নিলে, আর তুমিই বা কি ব'লে দিলে ?

অন্নপূর্ণা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বিন্দু বলিল, তুমি চাও না যে, আমি তাকে শাসন করি, সেই জন্তেই আমাকে লুকিয়েচ। অমূল্য আর যাই করুক্, মিথ্যে কথা গুরুজনের কাছে বল্‌বে না, তুমি জেনে শুনে দিয়েচ, সত্যি কি না।

অন্নপূর্ণা আস্তে আস্তে বলিলেন, সত্যি, কিন্তু এইবারটি তাকে মাপ কর্ বোন, আমি মাপ চাচ্চি।

বিন্দুর বুকের ভিতর পুড়িয়া যাইতেছিল, বলিল, একটিবার! আজ থেকে চিরকালের জন্যই মাপ কর্‌লুম। আর বল্‌ব না। আর কথা ক'ব না। সে যে এম্‌নি ক'রে চোখের সাম্‌নে একটু একটু করে

যাবে, তা সইতে পারব না—তার চেয়ে একেবারে যাক্। কিন্তু তোমার কি আস্পর্দ্ধা!

শেষ-কথাটা অন্নপূর্ণাকে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিল, তথাপি তিনি নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু বিন্দু যত বকিতেছে, তাহার ক্রোধ উত্তরোত্তর ততই বাড়িতেছিল। সে পুনরায় চেঁচাইয়া বলিল, সব কথায় তুমি ন্যাকা সেজে বল, এইবারটি মাপ কর্, কিন্তু দোষ তার তত নয়, যত তোমার। তোমাকে আমি মাপ করব না।

বাটীর দাসী চাকরেরাও আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল।

অন্নপূর্ণার আর সহ্য হইল না,তিনি বলিলেন, কি করবি—ফাঁসি দিবি?

বহ্নিতে আহুতি পড়িল, বিন্দু বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

নিজের ছেলেকে দুটো টাকা দিয়েছি, এই ত অপরাধ?

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল, বিন্দু আসল কথা ভুলিয়া বলিয়া বসিল, তাই বা দেবে কেন? নষ্ট করবার টাকা আসে কোথা থেকে?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, টাকা তুই নষ্ট করিস্ নে?

আমি করি আমার টাকা, তুমি নষ্ট কর কার টাকা শুনি?

অন্নপূর্ণা এবার ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি নিঃস্ব-ঘরের মেয়ে ছিলেন; মনে করিলেন, বিন্দু সেই ইঙ্গিতই করিয়াছে। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুমি না হয় মস্ত বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু তাই ব'লে আর কেউ যে দুটো টাকাও দিতে পারে না, সে অহঙ্কার করিস্ নে।

বিন্দু বলিল, সে অহঙ্কার আমি করি নে, কিন্তু তুমিও ভেবে দেখো একটা পয়সাও দিতে গেলে তুমি কার পয়সা দাও।

অন্নপূর্ণা চেঁচাইয়া বলিলেন, কার পয়সা দিই? তোর যা মুখে আসে তাই বলিস্? যা, দূর হ'য়ে যা সাম্নে থেকে।

বিন্দু বলিল, দূর—আমি রাত পোহালেই হব, কিন্তু কার পয়সা খরচ কর, সেটা দেখ্‌তে পাও না ? কার রোজগারে খাচ্চ পরচ,সেটা জান না ?

হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বিন্দু স্তব্ধ হইয়া থামিল।

অন্নপূর্ণার মুখ শাদা হইয়া গিয়াছিল ; তিনি ক্ষণকাল নির্নিমেষ-চোখে ছোটবৌয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমার স্বামীর রোজগারে খাচ্চি-পরচি। আমি তোমার দাসী-বাঁদী, উনি তোমার চাকর-বাকর। এই না তোমার মনের কথা ? তা এত দিন বলিস্ নি কেন ?

তাঁহার ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, কোথা ছিলি ছোটবৌ, যখন ছোটভাইকে পড়াবার জন্যে ও দুখানি কাপড় একসঙ্গে কিনে পরে নি ? কোথা ছিলি তুই, যখন ঘর পুড়ে গেলে গাছতলায় একবেলা রেঁধে খেয়ে এই পৈতৃক ভিটেটুকু খাড়া ক'রেছিল ?

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ও যদি জান্‌ত তোদের মনের কথা, কখনো এমন আফিঙ্ খেয়ে চোখ বুজে হুঁকোর নল মুখে দিয়ে আরামে দিন কাটাতে পারূত না—সে লোক ও নয়। ওকে জানে তোর স্বামী, ওকে জানে স্বর্গের দেবতারা ! আজ আমায় ছুতো ক'রে তুই তাঁকে অপমান কর্‌লি ?

স্বামী-অভিমানে অন্নপূর্ণার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বলিলেন, ভালই হ'ল, জানিয়ে দিলি ! সতী আত্মহত্যা ক'রেছিল, আমিও দিব্যি কচ্চি, বরং পরের বাড়ী রেঁধে খাব, তবুও তোদের ভাত আর খাব না। তুই কি কর্‌লি—ওঁকে অপমান কর্‌লি !

ঠিক এই সময়ে যাদব প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, বড়বৌ ; স্বামীর কণ্ঠস্বরে তাঁহার অভিমান ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সাগরের মত উত্তাল

হইয়া উঠিল, ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ছি ছি, যে লোক নিজের মাগ ছেলেকে খেতে দিতে পারে না—তার গলায় দেবার দড়ি জোটে না কেন?

যাদব হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন, কি হ'ল গো!

কি হ'ল? কিচ্ছু না। ছোটবৌ আজ স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিলে, আমি তার দাসী, তুমি তার চাকর।

ঘরের ভিতরে বিন্দু জিভ্ কাটিয়া কানে আঙুল দিল।

অন্নপূর্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমার একটা পয়সা কাউকে হাত তুলে দেবার অধিকার নেই—তুমি বেঁচে থাকতেও আজ আমাকে এ কথা শুনতে হ'ল! আজ তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এই শপথ কচ্চি, ওদের ভাত খাবার আগে যেন আমাকে ব্যাটার মাথা খেতে হয়!

বিন্দুর অবরুদ্ধ কর্ণরন্ধ্রে এ কথা অস্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল; সে অস্ফুটে 'কি করলে দিদি!' বলিয়া সেইখানেই ঘাড় গুঁজিয়া আজ দ্বাদশবর্ষ পরে অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

## ৭

নূতন বাড়ীতে যাদব, অন্নপূর্ণা ও অমূল্য ব্যতীত আর সকলেই আসিয়াছিল। বাহির হইতে বিন্দুর পিসি, পিসির মেয়ে, নাতী-নাতনী, বাপের বাড়ী হইতে তাহার বাপ-মা, তাঁদের দাস-দাসী প্রভৃতিতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এখানে আসিবার দিনটাতেই শুধু বিন্দুকে কিছু বিমনা দেখাইয়াছিল, কিন্তু পর দিন হইতেই সে ভাব কাটিয়া গেল। রাগ পড়িলেই অন্নপূর্ণা আসিবেন, ইহাতে বিন্দুর লেশমাত্র সংশয় ছিল না। এখানে পূজা দিয়া লোকজন খাওয়াইতে হইবে, সে তাহারই উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বিন্দুর বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তোর ছেলেকে দেখ্‌ছি নে যে?

বিন্দু সংক্ষেপে কহিল, সে ও-বাড়ীতে আছে।

মা প্রশ্ন করিলেন, তোর জা বুঝি আসতে পারলেন না?

বিন্দু কহিল, না।

তিনি নিজেই তখন বলিলেন, সবাই এলে ও-বাড়ীতেই বা থাকে কে? পৈতৃক ভিটে বন্ধ ক'রেও ত রাখা চলে না।

বিন্দু চুপ করিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যাদব এ কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন, কথাবার্ত্তা বলিয়া সংবাদ লইয়া ফিরিয়া যাইতেন কিন্তু ভেতরে ঢুকিতেন না। গৃহ-পূজার পূর্ব্বের রাত্রে তিনি ভিতরে ঢুকিয়া এলোকেশীকে ডাকিয়া তত্ত্ব লইতেছিলেন, বিন্দু জানিতে পারিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। পিতার অধিক এই ভাসুরের কাছে ছেলে-বেলা হইতে সেদিন পর্য্যন্ত সে কত আদর পাইয়াছে, কত স্নেহের ডাক শুনিয়াছে, যাদব 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, কোন দিন 'বৌমা' পর্য্যন্ত বলেন নাই, এই ভাসুরের কাছে জায়ের সহিত কলহ করিয়া কত নালিশ করিয়াছে, কোনটা তাহার কোনদিন উপেক্ষিত হয় নাই, আজ তাঁহার কাছে অপরিসীম লজ্জায় বিন্দুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেছে। যাদব চলিয়া গেলেন; সে নিভৃতে ঘরের মধ্যে মুখে আঁচল গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—চারিদিকে লোক, পাছে কেহ শুনিতে পায়।

পরদিন সকাল-বেলা বিন্দু স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, বেলা হ'চ্চে; পুরুত ব'সে আছেন—বঠ্‌ঠাকুর এখনো ত এলেন না!

মাধব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেন?

বিন্দু ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল, তিনি কেন? তিনি ছাড়া এ সব করবে কে?

মাধব কহিল, আমি না হয় ভগ্নীপতি প্রিয়বাবু করবেন। দাদা আসতে পারবেন না।

বিন্দু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আস্‌তে পারবেন না বল্‌লেই হ'ল? তিনি থাকতে কি কারো অধিকার আছে? না না, সে হবে না—তিনি ছাড়া আমি কাউকে কিছু করতে দেব না।

মাধব বলিল, তবে বন্ধ থাক্। তিনি বাড়ী নেই কাজে গেছেন।

এ সমস্ত বড়গিন্নীর মতলব! তা হ'লে সেও আসবে না দেখ্‌চি। বলিয়া বিন্দু কাঁদ কাঁদ হইয়া চলিয়া গেল। তাহার কাছে পূজা-অর্চ্চনা, উৎসব-আয়োজন, খাওয়ান-দাওয়ান, সমস্ত এক মুহূর্ত্তে একেবারে মিথ্যা হইয়া গেল। তিন দিন ধরিয়া অনুক্ষণ সে এই চিন্তাই করিয়াছে, আজ বঠ্‌ঠাকুর আসিবেন, দিদি আসিবেন, অমূল্য আসিবে। আজিকার সমস্ত দিনব্যাপী কাজকর্ম্মের উপর সে যে মনে মনে তাহার কতখানি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, সে কথা সে ছাড়া আর কেহই জানিত না। স্বামীর একটা কথায় সে সমস্ত মরীচিকার মত অন্তর্দ্ধান হইয়া যাইবামাত্রই উৎসবের বিরাট পণ্ডশ্রম পাষাণের মত তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল।

এলোকেশী আসিয়া বলিলেন, ভাঁড়ারের চাবিটা একবার দাও ছোট-বৌ, ময়রা সন্দেশ নিয়ে এসেচে।

বিন্দু ক্লান্তভাবে বলিল, ঐখানে কোথাও এখন রাখ ঠাকুরঝি, পরে হবে।

কোথায় রাখব বৌ, কাকে-টাকে মুখ দেবে যে।

তবে ফেলে দাও গে, বলিয়া বিন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

পিসিমা আসিয়া বলিলেন, হাঁ বিন্দু, এ-বেলা কতগুলি ময়দা মাখ্‌বে, একবার যদি দেখিয়ে দিতিস্।

বিন্দু মুখ ভার করিয়া বলিল, কতগুলি মাখবে, তার আমি কি জানি? তোমরা গিন্নী-বান্নী, তোমরা জান না?

পিসিমা অবাক হইয়া বলিলেন, শোন কথা! কত লোক তোদের এ-বেলা খাবে, আমি তার কি জানি?

বিন্দু রাগিয়া বলিল, তবে বল গে ওঁকে। সে ছিল দিদি; অমূল্য-ধনের পৈতের সময় তিনদিন ধ'রে সহরের সমস্ত লোক খেলে, একবার বলে নি, ছোটবৌ, ওটা কর্ গে, কি সেটা দেখ্ গে! তার একটা হাড়ের যা যোগ্যতা, এবাড়ীর সমস্ত লোকের তা নেই। বলিয়া আর একটা ঘরে চলিয়া গেল। কদম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদি, জামাইবাবু বল্‌চেন পূজোর কাপড়-চোপড়গুলো—তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিন্দু চেঁচাইয়া উঠিল, খেয়ে ফ্যাল্ আমাকে, তোরা খেয়ে ফ্যাল্। যা দূর হ সামনে থেকে।

কদম শশব্যস্তে পলায়ন করিল।

খানিক পরে মাধব আসিয়া কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া বলিল, ওগো শুন্‌তে পাচ্চ?

বিন্দু কাছে সরিয়া আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, পাচ্ছি না। আমি পার্‌ব না। পার্‌ব না। পার্‌ব না! হ'ল?

মাধব অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল!

বিন্দু বলিল, কি কর্‌বে, আমার গলায় ফাঁসি দেবে? না হয় তাই দাও, বলিয়া কাঁদিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল। বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বিন্দু বিনা কাজে ছট্‌ফট্ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া কেবলি লোকের দোষ ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে তাড়াতাড়ি পথের উপর কতকগুলো বাসন রাখিয়া গিয়াছিল, বিন্দু টান মারিয়া সেগুলো উঠানের উপর ফেলিয়া দিয়া, কি করিয়া কাজ করিতে হয়, শিখাইয়া দিল; কার ভিজা কাপড়

শুকাইতেছিল, উড়িয়া তাহার গায়ে লাগিবামাত্র টানিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, কি করিয়া কাপড় শুকাইতে হয়, বুঝাইয়া দিল। যে কেহ তাহার সাম্‌নে পড়িল, সেই সভয়ে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

পুরোহিত-বেচারা নিজে ভিতরে আসিয়া বলিলেন, তাই ত! বেলা বাড়্‌তে লাগল—কোন বিলি-ব্যবস্থাই দেখি নে—

বিন্দু আড়ালে দাঁড়াইয়া কড়া করিয়া জবাব দিল, কাজকর্ম্মের বাড়ীতে বেলা একটু হয়ই! বলিয়া আর একটা বাসন পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটা ঘরের মেঝের উপর নির্জ্জীবের মত বসিয়া রহিল। মিনিট-দশেক পরে হঠাৎ তাহার কানে একটা পরিচিত কণ্ঠের শব্দ যাইবামাত্রই সে ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল; অন্নপূর্ণা আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।

বিন্দু দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া সশব্দে সুমুখে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, বেলা দশটা-এগারটা বাজে, আর কত শত্রুতা কর্‌বে দিদি? আমি বিষ খেলে যদি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ত, তাই না হয় বাড়ী গিয়ে এক বাটি পাঠিয়ে দাও। বলিয়া চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া তাঁহার পায়ের নীচে ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে গিয়া দোর দিয়া মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল;

অন্নপূর্ণা নিঃশব্দে চাবির গোছা তুলিয়া লইয়া দোর খুলিয়া ভাঁড়ারে গিয়া ঢুকিলেন।

অপরাহ্নে লোকজনের যাতায়াত, খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভিড় কমিয়া গিয়াছিল, তবুও বিন্দু কিসের জন্য কেবলি অস্থির হইয়া ঘর-বার করিতে লাগিল।

ভৈরব বলিল, অমূল্যবাবু ইস্কুলে নেই।

বিন্দু তাহার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, হতভাগা ছেলেরা রাত্রি পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকে? নূতন লোক তুমি? ও বাড়ীতে গিয়ে একবার দেখতে পার নি?

ভৈরব বলিল, সে বাড়ীতেও তিনি নেই।

বিন্দু চেঁচাইয়া বলিল, কোথায় কোন ছোটলোকদের ছেলের সঙ্গে ডাংগুলি খেলচে। আর কি তার প্রাণে ভয় ডর আছে, এইবার একটা চোখ কাণা হ'লেই বড়গিন্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়! তা হ'লে দশ হাত বার ক'রে খায়—যা, যেখানে পাস্ খুঁজে আন্।

অন্নপূর্ণা ভাঁড়ারের দোরে বসিয়া আর পাঁচজন বর্ষীয়সীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ছোটবৌর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরে ভৈরব আসিয়া জানাইল, অমূল্যবাবু ঘরে আছে, এল না। বিন্দু বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এল না কিরে? আমি ডাক্‌চি বলেছিলি?

ভৈরব মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, তবু এল না।

বিন্দু এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তার দোষ কি? যেমন মা, তেমনি ছেলে হবে ত! আমারো কটু দিব্যি রইল যে, অমন মা-ব্যাটার মুখ দর্শন করব না।

অনেক রাত্রে অন্নপূর্ণা বাটীতে ফিরিতে উদ্যত হইল, পৌছাইয়া দিবার জন্য মাধব নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিন্দু দ্রুতপদে অদূরে আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া ভীষণ-কণ্ঠে বলিল, পৌছে দিতে যাচ্চ, উনি জলস্পর্শ করেন নি তা জান?

মাধব বলিল, সে তোমার জানবার কথা—আমার নয়। সমস্ত নষ্ট হয় দেখে, নিজে গিয়ে ডেকে এনেছিলাম, এখন নিজে পৌচে দিতে যাচ্চি।

বিন্দু বলিল, বেশ, ভাল কথা। তা হ'লে দেখছি তুমিও ঐ দিকে।

মাধব জবাব না দিয়া বলিল, চল বৌঠান্ আর দেরি ক'রো না।

চল ঠাকুরপো, বলিয়া অন্নপূর্ণা পা বাড়াইতেই বিন্দু গর্জ্জন করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে, দেইজি শত্রু। নিজের যা মুখে এলো দশটা মিথ্যে সাজিয়ে বল্লে—কটূ কটূ ক'রে দিব্যি কর্লে, চার দিন চার রাত ছেলের মুখ দেখতে দিলে না—ভগবান এর বিচার কর্বেন।

বলিয়া মুখে আঁচল গুঁজিয়া কান্না রোধ করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া উপুড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। একটা গোলমাল উঠিল; মাধব অন্নপূর্ণা দুই জনেই শুনিতে পাইলেন। অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কি হ'ল দেখি!

মাধব কহিল, দেখতে হবে না চল।

কলহের কথাটা এ কয়দিন গোপন ছিল, আর রহিল না। পরদিন বাড়ীর মেয়েরা এক জায়গায় বসিলে, এলোকেশী বলিয়া উঠিলেন, জায়ে জায়ে ঝগড়া হয়েছে, ছেলের কি হ'ল, সে একবার আসতে পার্লে না? ছোটবৌ বড় মিথ্যে বলে নি—যেমন মা, তেমনি ছেলে হবে ত! ঢের ঢের ছেলে দেখেচি বাবা, এমন নেমকহারাম কখন দেখি নি।

বিন্দু ক্লান্তদৃষ্টিতে একবারটি তাহার দিকে চাহিয়া লজ্জায় ঘৃণায় চোখ নীচু করিল। এলোকেশী পুনরায় কহিলেন, তুমি ছেলে ভালবাস ছোটবৌ, আমার নরেন্দ্রনাথকে নাও—ওকে তোমায় দিলুম। মেরে ফেল, কেটে ফেল, কোনদিন কথাটী বল্বার ছেলে ও নয়—তেমন সন্তান আমরা পেটে ধরি নে।

বিন্দু নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। বিন্দুর মা জবাব দিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছে, জমিদারের মেয়ে, জমিদারের গৃহিণী, তিনি পাকা লোক। হাসিয়া বলিলেন, ও কি একটা কথা গা! অমূল্য ওর হাড়ে মাসে জড়িয়ে আছে—না না, ওকে তোমরা অমন ক'রে উতলা ক'রে দিও না।

বিন্দু, তোদের ঝগড়া দুদিনের মা, তাই ব'লে ছেলে কি তোর পর হয়ে যাবে ?

বিন্দু ছল ছল চোখে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় সে কদমকে ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা কদম, তুই ত ছিলি, তুই বল্, আমার এত কি দোষ হয়েছিল যে, উনি অত বড় দিব্যি ক'রে ফেল্‌লেন ?

বিন্দু তাহাকে এ আলোচনা করিতে আহ্বান করিয়াছে, সহসা কদম তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না ; সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া মৌন হইয়া রহিল। তথাপি বিন্দু বলিল, না না, হাজার হোক তোরা বয়সে বড়, তোদের দুটো কথা আমাকে শুন্‌তেই হয়, তুই বল্ না, এতে দোষ আমার কি হয়েছিল ?

কদম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদি, দোষ আর কি ?

বিন্দু কহিল, তবে যা না একবার ও-বাড়ীতে। দু'কথা বেশ ক'রে শুনিয়ে দিয়ে আয় না—তোর আর ভয় কি ?

কদম সাহস পাইয়া বলিল, ভয় কিছু নয় দিদি, কিন্তু আজ কি আর ঝগড়া বিবাদ করে ? যা হবার তা হ'য়ে গেছে।

বিন্দু কহিল, না না, কদম, তুই বুঝিস্ নে—সত্যি কথা বলা ভাল। না হ'লে ও মনে কর্‌বে, আমারি যেন সব দোষ, তার কিছুই নেই। বার ক'রে দেব, দূর ক'রে দেব, এ সব কথা বলেনি ও ? আমি কোনদিন তাতে রাগ ক'রেছি ? কেন ও লুকিয়ে টাকা দিলে ? কেন একবার জানালে না ?

কদম বলিল, আচ্ছা, কাল যাব, আজ সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।

বিন্দু অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, সন্ধ্যা আবার কোথায় কদম, তুই বড় কথা কাটিস্! শীতকালের বেলা বলেই অমন দেখাচ্ছে, না হয় কাউকে সঙ্গে নে না—ওরে,ও ভৈরব, শোন্,হেবোকে ডেকে দে ত, কদমের সঙ্গে যাক।

ভৈরব বলিল, হেবোকে দিয়ে বাবু বাতি পরিষ্কার করাচ্চেন।

বিন্দু চোখ তুলিয়া বলিল, ফের্ মুখের সামনে জবাব করে!

ভৈরব সে চাহনির সুমুখ হইতে ছুটিয়া পলাইল। কদমকে পাঠাইয়া দিয়া বিন্দু বার-দুই এ-ঘর ও-ঘর করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল। বামুন-ঠাকরুণ একা বসিয়া রাঁধিতেছিল। বিন্দু একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা মেয়ে, তোমাকেই সাক্ষী মানচি—সত্যি কথা বল মেয়ে, কার দোষ বেশি?

পাচিকা বুঝিতে পারিল না, বলিল, কিসের মা?

বিন্দু বলিল, সেদিনের কথা গো! কি বলেছিলুম আমি? শুধু বলেছিলুম, দিদি, অমূল্যকে এর মধ্যে টাকা দিয়েছ? কে না জানে ছেলেদের হাতে টাকা-কড়ি দিতে নেই। বল্‌লেই ত হ'ত, অমূল্য কান্নাকাটি করেছিল, দিয়েছি, চুকে যেত। এতে, এত কথাই বা ওঠে কেন, আর এমন দিব্যি-দিলেশাই বা হয় কেন? পাঁচটা ঘটিবাটি একসঙ্গে থাক্‌লে ঠেকাঠেকি লাগে, এ ত মানুষ? তাই ব'লে এত বড় দিব্যি! ঐ একটি বংশধর—তার নাম ক'রে দিব্যি? আমি বল্‌চি মেয়ে তোমাকে, ইহজন্মে আমি আর ওর মুখ দেখব না। শত্রুর দিকে ফিরে চাইব ত ওর দিকে চোখ ফেরাব না।

বামুনমেয়ে স্বভাবত অল্পভাষিণী, সে কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল। বিন্দুর দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া ভাঙা গলায় পুনরায় বলিল, রাগের মাথায় কে দিব্যি না করে মেয়ে? তাই বলে জলস্পর্শ করলে না! ছেলেটাকে পর্য্যন্ত আস্‌তে দিলে না! এইগুলো কি বড়র মত কাজ? হাজার হোক আমি ছোট, কি কম, যদি তার পেটের মেয়ে হতুম, কি কর্‌ত তা হলে? আমি তেমনি ওর নাম কখন মুখে আনব না, তা তোমরা দেখো!

বামুনঠাকুরুণ তথাপি চুপ করিয়া রহিল, বিন্দু বলিয়া উঠিল, আর ও-ই দিব্যি দিতে জানে, আমি জানি নে ? কাল যদি ও-বাড়ীতে গিয়ে ব'লে আসি, এক বাটি বিষ পাঠিয়ে না দাও ত তোমার ওই দিব্যি রইল, কি হয় তা হ'লে ? আমি দুদিন চুপ ক'রে আছি, তার পরে হয় গিয়ে ঐ দিব্যি দিয়ে আস্‌ব, না হয় নিজেই একবাটি বিষ খেয়ে ব'লে যাব, দিদি পাঠিয়ে দিয়েচে। দেখি, পাঁচজনে ওকে ছি ছি করে কি না। ও জব্দ হয় কিনা!

বামুনঠাকুরুণ ভয় পাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, ছি মা, ও সব মৎলব কর্‌তে নেই—ঝগড়া-বিবাদ চিরস্থায়ী হয় না—উনিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পার্‌বেন না, অমূল্যধনও পারবে না। এ কদিন সে যে কেমন ক'রে আছে, আমরা তাই কেবল ভাবি।

বিন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, তাই বল মেয়ে। নিশ্চয়ই তাকে ও মার-ধোর ক'রে ভয় দেখিয়ে রেখেছে। যে একটা রাত আমাকে না হ'লে ঘুমুতে পারে না, আজ পাঁচ দিন চার রাত কেটে গেল। ও-মাগীর কি আর মুখ দেখতে আছে। ঐ যে বল্‌লুম শত্রুর দিকে ফিরে চাইব ত ওর দিকে ইহজন্মে আর না!

বামুনঠাকুরুণ নিজের কব্জির কাছে একটা কালো দাগ দেখাইয়া কহিল, এই দেখ মা, এখনো কালশিরে প'ড়ে আছে। সে রাত্রে তোমার মূর্চ্ছা হ'য়েছিল, এ সব কথা জান না। অমূল্যধন কোথা থেকে ছুটে এসে তোমার বুকের উপর প'ড়ে সে কি কান্না! সে ত আর কখন দেখে নি,' বলে, ছোটমা ম'রে গেল। না দেয় তোমার চোখে জল দিতে, না দেয় বাতাস কর্‌তে—আমি টান্‌তে গেলুম, আমাকে কামড়ে দিলে; বড়মা টান্‌তে গেলেন, তাঁকে আঁচড়ে-কামড়ে কাপড় ছিঁড়ে এক ক'রে দিলে। লোকে রুগীর সেবা করবে কি মা, তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! শেষে চার-পাঁচ জন মিলে টেনে নিয়ে যায়!

বিন্দু নির্নিমেষ-চোখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কথাগুলো যেন গিলিতে লাগিল ; তার পর অতি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের ঘরে দোর দিয়া শুইল।

দিন-চারেক পরে বিন্দুর পিতা, মাতা, পিসি প্রভৃতির ফিরিবার পূর্ব্বের দিন মূর্চ্ছার পরে বিন্দু চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। কদম বাতাস করিতেছিল, আর কেহ ছিল না। বিন্দু ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে ডাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, কদম, দিদি এসেছেন রে ?

কদম বলিল, না দিদি, আমরা এত লোক আছি, তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ?

বিন্দু ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, এই তোদের দোষ কদম। সব কাজেই নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে যাস্। এমনি ক'রেই একদিন আমাকে মেরে ফেল্‌বি দেখ্‌ছি। পূজোর দিনও ত তোরা একবাড়ী লোক ছিলি, কি করতে পেরেছিলি, যতক্ষণ না সেই এক ফোঁটা লোকটি এসে বাড়ীতে পা দিলে ?—ওরে তোরা আর সে ? তার কড়ে আঙুলের ক্ষমতাও তোদের বাড়ী-সুদ্ধ লোকের নেই।

বিন্দুর মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, জামাইয়ের মত আছে বিন্দু, তুইও দিন-কতক আমাদের সঙ্গে ঘুরে আসবি চল্!

বিন্দু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমার যাওয়া না যাওয়া কি তাঁর মতামতের উপর নির্ভর করে মা, যে তিনি বল্‌লেই যাব ? আমার শত্রুর হুকুম না পেলে যাই কি ক'রে ?

মা কথাটা বুঝিয়া বলিলেন, তোর জায়ের কথা বল্‌চিস্ ? তাঁর আর হুকুম নিতে হবে না। যখন আলাদা হয়ে তোরা চ'লে এসেচিস্, তখন উনি বল্‌লেই হ'ল।

বিন্দু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, তা হয় না! যতক্ষণ বেঁচে আছে

ততক্ষণ যেখানেই থাক, সেই সব। আর যাই করি মা, তাকে না বনের বাড়ী ছেড়ে যেতে পারব না—বঠ্ঠাকুর তা হ'লে রাগ করবেন।

এলোকেশী এইমাত্র উপস্থিত হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন, আচ্ছা, আমি বল্‌চি তুমি যাও।

বিন্দু সে কথার জবাব দিল না। মা বলিলেন, বেশ ত, না হয় লোক পাঠিয়ে তাঁর মত নে না বিন্দু!

বিন্দু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, লোক পাঠিয়ে? সে ত আরও মন্দ হবে মা! আমি তার মন জানি, মুখে বল্‌বে 'যাক্' কিন্তু ভেতরে ভেতরে রেগে থাক্‌বে, হয় ত বঠ্ঠাকুরকে পাঁচটা বানিয়ে বল্‌বে—না মা তোমরা যাও, আমার যাওয়া হবে না! মা আর জিদ করিলেন না, চলিয়া গেলেন। এবার ফাঁকা বাড়ী প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিতে লাগিল। নীচের একটী ঘরে এলোকেশীরা থাকেন, দোতলার একটি ঘর তাহার নিজের, আর সমস্ত খালি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। সে শূন্য মনে ঘুরিতে ঘুরিতে তেতলার একটি ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে পুত্র-পুত্রবধূর নাম করিয়া এই ঘরখানি সে তৈরী করাইয়াছিল। এইখানে ঢুকিয়া সে কিছুতেই চোখে জল রাখিতে পারিল না। নীচে নামিয়া আসিতেছিল, পথে স্বামীর সহিত দেখা হইবামাত্রই সে বলিয়া উঠিল, হাঁ গা, কি রকম হবে তবে?

মাধব বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কিসের?

বিন্দু আর জবাব দিতে পারিল না। হঠাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না না, তুমি যাও—ও কিছু না।

পরদিন সকাল-বেলা মাধব বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ বিন্দু ঘরে ঢুকিয়াই কান্না চাপিয়া বলিল, উনি চাকরি করচেন না?

মাধব চোখ না তুলিয়াই বলিল, হুঁ।

হুঁ কি? এই কি তাঁর চাকরির বয়স?

মাধব পূর্ব্বের মত কাগজে চোখ রাখিয়া বলিল, চাকরি কি মানুষ বয়সের জন্য করে, চাকরি করে অভাবে!

তাঁর অভাবই বা হবে কেন? আমরা পর, ঝগড়া ক'রেছি, কিন্তু তুমি ত তাঁর ভাই!

মাধব বলিল, বৈমাত্রেয় ভাই—জ্ঞাতি।

বিন্দু স্তম্ভিত হইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তুমি বেঁচে থেকে তাঁকে কাজ করতে দেবে?

মাধব এবার মুখ তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল, তার পর সহজ শান্ত-কণ্ঠে বলিল, কেন দেব না? সংসারে যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে, তেমনি ভোগ করে, তার জীবন্ত সাক্ষী আমি নিজে। কবে বাপ-মা ম'রেচেন জানিও নে, বড়বৌঠানের মুখে শুনি, আমরা বড় গরীব, কিন্তু কোন দিন দুঃখকষ্টের বাষ্পও টের পেলাম না। কোথা থেকে চিরকাল পরিষ্কার ধপধপে কাপড় জামা এসেচে, কোথা থেকে ইস্কুল কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম, বাসাখরচ এসেছে, তা আজও বলতে পারি নে; তার পরে উকিল হ'য়ে মন্দ টাকা পাই নে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে কেমন ক'রে তুমি একরাশ টাকা নিয়ে ঘরে এলে—এমন অট্টালিকাও তৈরি হ'ল—অথচ দাদাকে দেখ, চিরকালটা নিঃশব্দে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন, ছেঁড়া সেলাই-করা কাপড় পরেচেন—শীতের দিনে তাঁর গায়ে কখন জামা দেখি নি—একবেলা একমুঠো খেয়ে কেবল আমাদের জন্যে—সব কথা আমার মনেও পড়ে না, পড়বার দরকারও দেখি নে—শুধু দিন-কতক আরাম করছিলেন, তা ভগবান সুদ-সুদ্ধ আদায় ক'রে নিচ্চেন। বলিয়া সহসা সে মুখ ফিরাইয়া একটা দরকারী কাগজ খুঁজিতে লাগিল।

বিন্দু নির্ব্বাক, স্তব্ধ। স্বামীর কত বড় তিরস্কার যে এই অতীত দিনের সহজ কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে কথা বিন্দুর প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত অনুভব করিতে লাগিল, সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

মাধব কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, চাকুরি ব'লে চাকুরি। রাধাপুরের কাছারীতে যেতে আসতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ—ভোর চারটেয় বেরিয়ে সমস্ত দিন অনাহারে থেকে রাত্রে ফিরে এসে দুটি খাওয়া, মাইনে বার টাকা।

বিন্দু শিহরিয়া উঠিল—সমস্ত দিন অনাহার! মোটে বার টাকা!

হাঁ, বার টাকা! বয়স হয়েছে, তাতে আফিঙখোর মানুষ, একটু আধটু দুধটুকুও পান না; ভগবান দেখ্‌চি, এতদিন পরে দয়া ক'রে দাদার ভবযন্ত্রণা মোচন ক'রে দিচ্ছেন।

বিন্দুর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল এবং যাহা কোনদিন করে নাই, আজ তাহাও করিল। হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একটি উপায় করে দাও, রোগা মানুষ এমন ক'রে দুটো দিনও বাঁচবেন না।

মাধব নিজের চোখের জল কোন গতিকে মুছিয়া লইয়া কহিল, আমি কি উপায় করব? বৌঠান আমাদের এক কণা পর্য্যন্ত নেবেন না; কিছু না করলে তাঁদের সংসারই বা চল্‌বে কি ক'রে?

বিন্দু রুদ্ধস্বরে বলিল, তা আমি জানি নে। ওগো তুমি আমার দেবতা, তিনি তোমাদের চেয়েও বড় যে! ছি ছি, যে কথা মনে আনাও যায় না, সেই কথা কি না—বিন্দু আর বলিতে পারিল না।

মাধব বলিল, বেশ ত অন্ততঃ বৌঠানের কাছে যাও। যাতে তাঁর রাগ পড়ে, তিনি প্রসন্ন হন, তাই কর। আমার পা ধ'রে সমস্ত দিন বসে থাক্‌লেও উপায় হবে না।

বিন্দু তৎক্ষণাৎ পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, পায়ে ধরা অভ্যাস আমার নয়। এখন দেখ্‌ছি, কেন সে রাত্রে তিনি জলস্পর্শ করেন নি, অথচ তুমি সমস্ত জেনে-শুনে শত্রুর মত চুপ ক'রে রইলে? আমার অপরাধ বেড়ে গেল, তুমি কথা কইলে না?

মাধব কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিয়া কহিল, না। ও বিদ্যে আমার দাদার কাছে শেখা। ঈশ্বর করুন যেন এমনি চুপ ক'রে থেকেই একদিন যেতে পারি।

বিন্দু আর কথা কহিল না। উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দোর দিয়া পড়িয়া রহিল।

মাধব তখন উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, বিন্দু আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই চোখ রাঙা। মাধবের দয়া হইল, বলিল, যাও একবার তাঁর কাছে। জান ত তাঁকে, একবারটী গিয়ে শুধু দাঁড়াও, তা হলেই সব হবে।

বিন্দু অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বলিল, তুমি যাও—ওগো, আমি ছেলের দিব্যি কচ্চি—

মাধব তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কিছু উষ্ণ হইয়াই জবাব দিল, হাজার দিব্যি কর্‌লেও আমি দাদাকে বল্‌তে পার্‌ব না! তিনি নিজে জিজ্ঞেসা না কর্‌লে গিয়ে বল্‌ব, এত সাহস আমার গলা কেটে ফেল্‌লেও হবে না।

বিন্দু তথাপি নড়িল না।

মাধব কহিল, পার্‌বে না যেতে?

বিন্দু জবাব দিল না, হেঁটমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাড়ীর সুমুখ দিয়া ইস্কুলে যাইবার পথ। প্রথম কয়েক দিন অমূল্য ছাতি আড়াল দিয়া এই পথেই গিয়াছিল, আজ দুদিন ধরিয়া সেই লাল রঙের ছাতিটি আর পথের এক ধার বহিয়া গেল না। চাহিয়া চাহিয়া বিন্দুর চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, তবুও সে চিলের ছাদের আড়ালে বসিয়া তেম্‌নি একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সকাল নটা-দশটার সময় কত রকমের ছাতি মাথায় দিয়া কত ছেলে হাঁটিয়া গেল; ইস্কুলের ছুটির পর কত ছেলে সেই পথে আবার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সেই চলন, সেই ছাতি বিন্দুর চোখে পড়িল না। সে সন্ধ্যার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া আসিয়া নরেনকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ নরেন, এই ত ইস্কুলে যাবার সোজা পথ, তবে সে এদিক দিয়ে আর যায় না?

নরেন চুপ করিয়া রহিল।

বিন্দু বলিল, বেশ ত রে, তোরা দুটি ভাই গল্প কর্‌তে কর্‌তে যাবি আস্‌বি—সেই ত ভাল।

নরেন তাহার নিজের ধরণে অমূল্যকে ভালবাসিয়াছিল, চুপি চুপি বলিল, সে লজ্জায় আর যায় না মামি, ঐ হোথা দিয়ে ঘুরে যায়।

বিন্দু কষ্টে হাসিয়া বলিল, তার আবার লজ্জা কিসের রে? না না, তুই বলিস্‌ তাকে, সে যেন এই পথেই যায়।

নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, কক্ষণ যাবে না মামি! কেন যাবে না জান?

বিন্দু উৎসুক হইয়া বলিল, কেন?

নরেন বলিল, তুমি রাগ কর্‌বে না?

না।

তাদের বাড়ীতে ব'লে পাঠাবে না ?

না।

আমার মাকেও ব'লে দেবে না ?

বিন্দু অধীর হইয়া বলিল, না রে না,—বল্ আমি কাউকে কিছু বল্‌ব না।

নরেন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, থার্ডমাষ্টার অমূল্যর আচ্ছা ক'রে কান মলে দিয়েছিল।

এক মুহূর্তে বিন্দু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন দিলে ? গায়ে হাত তুল্‌তে আমি মানা করে দিয়েচি না ?

নরেন হাত নাড়িয়া বলিল, তার দোষ কি মামি, সে নূতন লোক। আমাদের চাকর এই হেবো শালাই বজ্জাত, সে এসে মাকে ব'লেচে। আমার মা-টিও কম বজ্জাত নয় মামি, সে মাষ্টারকে ব'লে দিতে ব'লে দিয়েচে, থার্ডমাষ্টার অম্‌নি আচ্ছাসে কান ম'লেচে—কি রকম ক'রে জান মামি—এই রকম ক'রে ধ'রে—

বিন্দু তাহাকে তাড়াতাড়ি থামাইয়া বলিল, হেবো কি ব'লে দিয়েচে ?

নরেন বলিল, কি জান মামি, হেবো টিফিনের সময় আমার খাবার নিয়ে যায় ত, সে ছুটে গিয়ে বলে, কি খাবার দেখি নরেনদা ? মা শুনে বলে, অমূল্য নজর দেয়।

অমূল্যর কেউ খাবার নিয়ে যায় না ?

নরেন কপালে একবার হাত ঠেকাইয়া বলিল, কোথা পাবে, মামি, তারা গরীব মানুষ ; সে পকেটে করে দুটি ছোলা-ভাজা নিয়ে যায়, তাই টিফিনের সময় ওদিকের গাছতলায় লুকিয়ে বসে খায়।

বিন্দুর চোখের উপর ঘর-বাড়ী সমস্ত সংসার দুলিতে লাগিল ; সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, নরেন, তুই যা।

সে রাত্রে অনেক ডাকাডাকির পর বিন্দু খাইতে বসিয়া কোন মতেই হাত মুখে তুলিতে পারিল না, শেষে অসুখ করিতেছে বলিয়া উঠিয়া গেল। পরদিনও প্রায় উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিল, অথচ কাহাকেও কোন কথা বলিতেও পারিল না, একটা উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। তাহার কেবলি ভয় করিতে লাগিল, পাছে কথা কহিলেই তাহার নিজের অপরাধ আরও বাড়িয়া যায়। অপরাহ্ণে স্বামীর আহারের সময় অভ্যাস মত কাছে গিয়া বসিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। কোনরূপ ভোজ্য পদার্থের দিকে কাল হইতে সে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না। ঘরে বাতি জ্বলিতেছে, মাধব নিমীলিত-চোখে চুপ করিয়া পড়িয়াছিল, বিন্দু আসিয়া পায়ের কাছে বসিল। মাধব চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কি ?

বিন্দু নতমুখে স্বামীর পায়ের একটা আঙুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

মাধব স্ত্রীর মনের কথাটা অনুমান করিয়া লইয়া আর্দ্র হইয়া বলিল, আমি সমস্তই বুঝি বিন্দু, কিন্তু আমার কাছে কাঁদলে কি হবে। তাঁর কাছে যাও।

বিন্দু সত্যই কাঁদিতেছিল, বলিল, তুমি যাও।

আমি গিয়ে তোমার কথা বল্‌ব, দাদা শুনতে পাবেন না ?

বিন্দু সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, আমি ত বল্‌চি আমার দোষ হয়েচে—আমি ঘাট মান্‌চি, তুমি তাঁদের বল গে !

আমি পার্‌ব না, বলিয়া মাধব পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিন্দু আরও কতক্ষণ আশা করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু মাধব কোন কথাই আর যখন বলিল না, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। স্বামীর ব্যবহারে তাহার বুকের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত একটা প্রস্তর-কঠিন ধিক্কার যোজন-ব্যাপী পর্ব্বতের মত এক নিমেষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, তাহাকে সবাই ত্যাগ করিয়াছে

পরদিন প্রাতঃকালেই যাদব ছোটবধূর যাইবার অনুমতি দিয়া একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। বিন্দুর পিতা পীড়িত, সে যেন অবিলম্বে যাত্রা করে। বিন্দু সজল-নেত্রে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। বামুনঠাকরুণ গাড়ীর কাছে আসিয়া বলিলেন, বাপকে ভাল দেখে শীগ্‌গির ফিরে এসো মা।

বিন্দু নামিয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেই তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

বিন্দুকে এমন নত, এমন নম্র হইতে কেহ কোন দিন দেখে নাই। পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বিন্দু কহিল, না মেয়ে, যাই হোক্, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বয়সে বড়—আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর ফির্‌তে না হয়, এই যাওয়াই যেন আমার শেষ যাওয়া হয়।

বামুনমেয়ে তদুত্তরে কিছুই বলিতে পারিলেন না—বিন্দুর শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখখানির পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এলোকেশী উপস্থিত ছিলেন, খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি কথা ছোটবৌ? আর কারো বাপ-মায়ের কি অসুখ হয় না?

বিন্দু জবাব দিল না, মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, তোমাকে নমস্কার করি ঠাকুরঝি—চল্লুম আমি।

ঠাকুরঝি বলিলেন, যাও দিদি, যাও। আমি ঘরে রইলুম, সমস্তই দেখতে শুনতে পারব।

বিন্দু আর কথা কহিল না, কোচম্যান গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অন্নপূর্ণা বামুনঠাকরুণের মুখে এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন দিন বিন্দু অমূল্যকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ী যায় নাই—আজ এক মাসের উপর হইল, সে একবার তাহাকে চোখের দেখা দেখিতে পায় নাই—তার দুঃখ অন্নপূর্ণা বুঝিলেন।

রাত্রে অমূল্য বাপের কাছে শুইয়া আস্তে আস্তে গল্প করিতেছিল।

নিচে প্রদীপের আলোকে কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অন্নপূর্ণা সহসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, ষাট্! ষাট্! যাবার সময়ে ব'লে গেল কি না, এই যাওয়াই যেন শেষ যাওয়া হয়! মা দুর্গা করুন, বাছা আমার ভালয় ভালয় ফিরে আসুক।

কথাটা শুনিতে পাইয়া যাদব উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, আগাগোড়াই কাজটা ভাল কর নি বড়বৌ! আমার মাকে তোমরা কেউ চিন্‌লে না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সেও ত একবার দিদি ব'লে এল না! তার ছেলেকেও ত সে জোর ক'রে নিয়ে যেতে পার্‌ত, তাও ত কর্‌লে না! সেদিন সমস্ত দিন খাটুনির পরে ঘরে ফিরে এলুম—উল্টে কতকগুলো শক্ত কথা শুনিয়ে দিলে!

যাদব বলিলেন, আমার মায়ের কথা শুধু আমি বুঝি। কিন্তু বড়-বৌ, এই যদি না মাপ করতে পারবে, বড় হয়েছিলে কেন? তুমিও যেমন, মাধুও তেম্‌নি, তোমরা ধরে-বেঁধে বুঝি আমার মায়ের প্রাণটা বধ কর্‌লে!

অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অমূল্য বলিল, ছোটমা কেন আস্‌বে না ব'লেচে?

অন্নপূর্ণা চোখ মুছিয়া বলিলেন, যাবি তোর ছোটমার কাছে?

অমূল্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

না কেন রে? ছোটমা তোর দাদামশায়ের বাড়ী গেছে, তুইও কাল যা!

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল। যাদব বলিলেন, যাবি অমূল্য?

অমূল্য বালিশে মুখ লুকাইয়া পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না।

কতকটা রাত্রি থাকিতেই যাদব কর্ম্মস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। দিন পাঁচ-ছয় পরে এম্‌নি এক শেষ-রাত্রে তিনি প্রস্তুত হইয়া অন্যমনস্কের মত তামাক টানিতেছিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বেলা হ'য়ে যাচ্চে—

যাদব ব্যস্ত হইয়া হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আজ মনটা বড় খারাপ বড়বৌ, কাল রাত্রে আমার মা যেন ঐ দোরের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্গা! দুর্গা! বলিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সকাল বেলা অন্নপূর্ণা ক্লান্তভাবে রান্নাঘরে কাজ করিতেছিলেন, ও-বাড়ীর চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু কাল রাত্রে ফরাসডাঙায় চ'লে গেছেন—মা'র নাকি বড় ব্যামো। স্বামীর কথাটা স্মরণ করিয়া অন্নপূর্ণার বুক কাঁদিয়া উঠিল—কি ব্যামো?

চাকর বলিল, তা জানি নে মা, শুনলুম কি রকম অজ্ঞান-টজ্ঞান হ'য়ে কি রকম শক্ত অসুখ হ'য়ে দাঁড়িয়েচে।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যাদব খবর শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কত সাধ ক'রে সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম বড়বৌ, জলে ভাসিয়ে দিলে? আমি এখনি যাব।

দুঃখে আত্ম-গ্লানিতে অন্নপূর্ণার বুক ফাটিতেছিল; অমূল্যর চেয়েও বোধ করি, তিনি ছোটবৌকে ভালবাসিতেন। নিজের চোখ মুছিয়া, তিনি স্বামীর পা ধুইয়া জোর করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসাইয়া দিয়া, অন্ধকার বারান্দায় আসিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরেই বাহিরে মাধবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অন্নপূর্ণা প্রাণপণে বুক চাপিয়া ধরিয়া, দুই কানে আঙুল দিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মাধব রান্নাঘর অন্ধকার দেখিয়া, এ-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকারে অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া শুষ্কস্বরে বলিল, বৌঠান্, শুনেচ বোধ হয়?

অন্নপূর্ণা মুখ তুলিতে পারিলেন না। মাধব কহিল, অমূল্যর যাওয়া একবার দরকার, বোধ করি শেষ সময় উপস্থিত হ'য়েচে।

অন্নপূর্ণা উপুড় হইয়া ফুকারিয়া উঠিলেন। যাদব ও-ঘর হইতে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, এমন হয় না মাধু! আমি বল্‌ছি হয় না। আমি জ্ঞানে অজ্ঞানে কাউকে দুঃখ দিই নি, ভগবান আমাকে এ বয়সে কখনো এমন শাস্তি দেবেন না।

মাধব চুপ করিয়া রহিল। যাদব বলিলেন, আমাকে সব কথা খুলে বল্‌—আমি গিয়ে মাকে ফিরিয়ে আন্‌বো—তুই উতলা হ'স্‌ নে মাধু—গাড়ী সঙ্গে আছে?

মাধব বলিল, আমি উতলা হই নি দাদা, আপনি নিজে কি রকম ক'চ্চেন?

কিছুই করি নি। ওঠ বড়বৌ, আয় অমূল্য—

মাধব বাধা দিয়া বলিল, রাত্রিটা যাক না দাদা।

ন না, সে হবে না—তুই অস্থির হ'স নে মাধু—গাড়ী ডাক্‌, নইলে আমি হেঁটে যাব।

মাধব আর কিছু না বলিয়া গাড়ী আনিলেন, চারজনেই উঠিয়া বসিলেন। যাদব বলিলেন, তার পরে?

মাধব কহিল, আমি ত ছিলুম না—ঠিক জানি নে। শুনলুম, দিন-চারেক আগে খুব জ্বরের ওপর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়, তার পরে এখন পর্য্যন্ত কেউ ওষুধ কি এক ফোঁটা দুধ অবধি খাওয়াতে পারে নি! ঠিক বলতে পারি নে কি হ'য়েছে, কিন্তু আশা আর নেই।

যাদব জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, খুব আছে, একশবার আছে। মা আমার বেঁচে আছেন। মাধু, ভগবান আমার মুখ দিয়ে এই শেষ

বয়সে মিথ্যা কথা বার করবেন না—আমি আজ পর্য্যন্ত মিথ্যে বলি নি!

মাধব তৎক্ষণাৎ অবনত হইয়া অগ্রজের পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

৯

কতদিন হইতে যে বিন্দু অনাহারে নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। বাপের বাড়ী আসিয়া জ্বর হইল। দ্বিতীয় দিন, দুই-তিন বার মূর্চ্ছা হইল—তাহার শেষ মূর্চ্ছা আর ভাঙিতে চাহিল না। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরে যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন দুর্ব্বল নাড়ী একেবারে বসিয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া মাধব আসিল। সে স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইল, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল, শত অনুনয়েও এক ফোঁটা দুধ পয্যন্ত গিলিল না।

মাধব হতাশ হইয়া বলিল, আত্মহত্যা ক'চ্চ কেন?

বিন্দুর নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার সমস্ত অমূল্যর। শুধু হাজার-দুই টাকা নরেনকে দিয়ো, আর তাকে পড়িয়ো, সে আমার অমূল্যকে ভালবাসে। মাধব দাঁত দিয়া জোর করিয়া নিজের ঠোঁট চাপিয়া কান্না থামাইল।

বিন্দু ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে আরও কাছে আনিয়া চুপি চুপি বলিল, সে ছাড়া আর কেউ যেন আমাকে আগুন না দেয়।

মাধব সে ধাক্কাও সামলাইয়া কানে কানে বলিল, দেখবে কাউকে?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না থাক্।

বিন্দুর মা আর একবার ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন, বিন্দু তেমনি দৃঢ়ভাবে দাঁত চাপিয়া রহিল।

মাধব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সে হবে না বিন্দু। আমাদের কথা শুনলে না, কিন্তু যাঁর কথা ঠেল্‌তে পারবে না, আমি তাঁকে আন্‌তে চললুম। শুধু এই কথাটি আমার রেখো, যেন ফিরে এসে দেখ্‌তে পাই, বলিয়া মাধব বাহিরে আসিয়া চোখ মুছিলেন। সে রাত্রে বিন্দু শান্ত হইয়া ঘুমাইল।

তখন সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছিল ; মাধব ঘরে ঢুকিয়া দীপ নিবাইয়া জানালা খুলিয়া দিতেই বিন্দু চোখ চাহিয়া সুমুখেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে স্বামীর মুখ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, কখন এলে ?

এই আস্‌চি। দাদা পাগলের মত ভয়ানক কান্নাকাটি কচ্ছেন।

বিন্দু আস্তে বলিল, তা জানি। তাঁর একটু পায়ের ধুলো এনেচ ?

মাধব বলিলেন, তিনি বাইরে ব'সে তামাক খাচ্চেন। বৌঠান্‌ হাত-পা ধুচ্চেন, অমূল্য গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওপরে শুইয়ে দিয়েছি, তুলে আন্‌ব ?

বিন্দু কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া 'না, ঘুমোক' বলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া শুইল।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিতেই সে চমকিয়া উঠিল! অন্নপূর্ণা মিনিট-খানেক নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন, ওষুধ খাস্‌ নি কেনো রে ছোটো, মর্‌বি ব'লে ?

বিন্দু জবাব দিল না। অন্নপূর্ণা তাহার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তা বুঝ্‌তে পাচ্চিস্‌!

বিন্দু তেমনি চুপি চুপি উত্তর দিল, পাচ্ছি দিদি।

তবে মুখ ফেরা। তোর বট্‌ঠাকুর তোকে নিয়ে যাবার জন্যে নিজে এসেছেন। তোর ছেলে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েচে। কথা শোন, মুখ ফেরা।

বিন্দু তথাপি মুখ ফিরাইল না। মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদি, আগে—

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বল্‌চি রে ছোটো, বল্‌চি, শুধু তুই একবার বাড়ী ফিরে আয়।

এই সময় যাদব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, অন্নপূর্ণা বিন্দুর মাথার উপর চাদর টানিয়া দিলেন। যাদব এক মুহূর্ত্ত আপাদমস্তক-বস্ত্রাবৃতা তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রী ছোটবধূর পানে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু নিরোধ করিয়া বলিলেন, বাড়ী চল মা, আমি নিতে এসেচি।

তাঁহার শুষ্ক শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া উপস্থিত সকলের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। যাদব আর এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিলেন, আর এক-দিন যখন এতটুকুটি ছিলে মা, তখন আমিই এসে আমার সংসারের মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আবার আসতে হবে ভাবি নি; তা মা শোন, যখন এসেচি, তখন হয় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, না হয় ও মুখো আর হ'ব না; জান ত মা, আমি মিথে কথা বলি নে।

যাদব বাহিরে চলিয়া গেলেন। বিন্দু মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাও দিদি, কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই বাইরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে। আর ভয় নেই—আমি মরব না!

# রামের সুমতি

## ১

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না! গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন্ কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার যো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু-দশ ঘর বাগ্দী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন—সে আজ তের বছরের কথা—সে বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বছরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাঁহার তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট দু'টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া, আরারুট ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীর দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া

বলিল, আজ তাঁকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চার টাকা ভিজিট—আস্‌তে পারবেন না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে না প্রাণ আগে? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আন্ গে।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণ স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, কেন তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্চ? ডাক্তার না হয় কালই আসবে, একদিনে আর কি ক্ষেতি হবে।

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারা-তলায় বসিয়া পাখীর খাঁচা তৈরী করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক্ নেত্য, আমি যাচ্চি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস্ আমার, যাস্ নে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা, ঝগড়া ক'র্‌তে নেই।

রাম কর্ণপাতও করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়াছিল, কহিল, খাঁচা বুন্‌বে না কাকা?

বুন্‌বো অখন, বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে? দেখ, কি কাণ্ড বা ক'রে আসে।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি করব? তোমার মানা শুন্‌লে না, আমার মানা শুন্‌বে?

হাত ধর্‌লে না কেন? ও হতভাগার জন্যে আমার একদণ্ডও যদি বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করে। নেত্য, লক্ষ্মী মা আমার দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে—ভোলাকে পাঠিয়ে দে গে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক—সে হয় ত এখনো গরু নিয়ে মাঠে যায় নি।

নৃত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্‌পেন্‌সারিতে অর্থাৎ একটা ভাঙা আলমারির সাম্‌নে একটা ভাঙা টেবিলে বসিয়া নিক্তি হাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি-পাঁচ জন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়-চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট্‌-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমি কি কর্‌ব—ওষুধ দিচ্ছি—

ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এতবড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্দ্ধা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো তবে নিতে আসিস্‌ কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধ'রে ডাক্‌তে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে ডাক্তার নেই তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না।

লোকগুলা স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্ব্বার বলিল, তুমি ছোটজাত, বামুনের মান-মর্য্যাদা জান না, তাই ব'লে ফেল্‌লে, পায়ে ধ'রে ডাক্‌তে পাঠায়! দাদা কারো পায়ে ধরে না। আস্‌বার সময় বৌদিদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সত্যই ভেঙে দিয়ে ঘরে যেতুম

তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরি ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান ক'রেচ, বেশি বড় হয় নি ত —ও কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে শিশিবোতল গুঁড়ো ক'রে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব ক'রো না। ভাল ওষুধ লুকোনো-টুকোনো যা আছে, তাই নিয়ে যাও! ও রাম ঠাকুর—যা বলে গেছে, তা ফলাবে, তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিল, আমি থানার দারোগার কাছে যাব, তোমরা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী! সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার ত কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করতেছে—রাম ঠাকুর কি যে ব'লে গেল, তা শুনতেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখ্‌তে ছোট, কিন্তু ওনার বাগ্‌দী ছোকরার দলটি ছোট নয়। ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে থানার লোক দেখ্‌তে আসবে না, দারোগা বাবু এক আটি খড় দিয়ে উপকার করবে না! ও সব আমরা পারব না—ওনাকে সবাই ডরায়! তার চেয়ে যা ব'লে গেছে, তাই কর গে। একবার হাতটা দেখ দেখি আপনি—আজ দুখানা রুটী-টুটি খাব না কি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন—সাক্ষী দিবি নে তোরা তবে দূর হ' এখান থেকে। আমি কারুর হাত দেখ্‌তে পারব না—ম'রে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না—দেখি, তোদের কি গতি হয়!

বৃদ্ধ লাঠিটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল—দোষ কারো নয় ডাক্তারবাবু,

উনি বড় সয়তান। ঠাকুরকে খবরটা একবার দিয়েও যেতে হবে, না হ'লে হয় ত বা মনে করবে, থানায় যাবার মতলব আমরা দিয়েছি। বিঘেটাক বেগুন-চারা লাগিয়েছি—বেশ, ডাগর হয়েও উঠেছে—হয় ত আজ রাত্তিরেই সমস্ত উপ্ড়ে রেখে যাবে। বাগ্দী ছোঁড়াগুলো ত রাত্রে ঘুমোয় না। বাবু, থানায় না হয় আর একদিন যেয়ো—আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে গিয়ে ওনারে ঠাণ্ডা ক'রে এসো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা—সংসারের সর্ব্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন—তুনিয়ার কারও ভাল কর্ত্তে নেই।

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। রাম বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ, খাঁচা ধর্‌বি আয়!

নারায়ণী ডাকিলেন, ও রাম, এ-দিকে আয়।

রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, এখন না, কাজ কচ্চি।

নারায়ণী ধমক্ দিয়া বলিলেন, আয় বল্‌চি শীগ্‌গির।

রাম কাঠিগুলা নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তপোষের একধারে পায়ের কাছে গিয়া বসিল। নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হ'ল?

হাঁ।

কি বল্‌লি তাঁকে!

আস্‌তে বল্‌লুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না—শুধু আস্‌তে বল্‌লি—আর কিছু বলিস্ নি?

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল্ না কি ব'লেছিস্ তাঁকে?

বল্‌ব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—ডাক্তারবাবু আস্‌চেন।

নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না সারা কি ডাক্তারের হাতে? তোমার দেওরটি ত আমাকে দুটি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে ত আমার ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ রকম কথা, আপনি কোন ভয় কর্‌বেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটি দল আছে! তাদের যে কথা, সেই কাজ! তাতেই বড় শঙ্কা হয় মা! আমরা ওষুধ দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারি নে।

নারায়ণী চুপ করিয়া বলিলেন, ও, ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে, তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ! আমার ভিজিট ত এক টাকা। তার বেশি আমি কোন মতেই নিতে পারব না—ও অভ্যাস আমার নেই! শ্যামবাবু, টাকা দুদিনের, কিন্তু ধর্ম্মটা যে চিরদিনের।

দুই দিন পূর্ব্বে এইখানেই যে এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হৌক নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। এবং সংসার আবার পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।

২

মাস-দুই পরে একদিন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণ কলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, নেত্য, সে বাঁদরটা কোথায়? বাঁদরটা যে কে, তাহা বাটীর সকলেই জানিত।

নেত্য বলিল,ছোটবাবু এই ত ছিল--ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরি কচ্চে।

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ইদিকে আয় হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব?

রামলাল আধখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণী বলিলেন, সাঁতরাদের একমাচা শশা-গাছ কেটে দিয়ে এসেছিস কেন?

তারা আমাকে কাটতে দেখেছে?

তারা দেখে নি, আমি দেখেছি। কেন কেটেছিস্ বল্!

আমাকে বুড়ী মাগী অপমান কর্‌লে কেন?

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,অপমানের কথা পরে হবে—তুই চুরি কচ্ছিলি কেন, তাই আগে বল।

রামলাল রীতিমত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, চুরি কচ্ছিলুম? কখ্‌খন না। এতটুকু শশা নিলে চুরি করা হয়?

নারায়ণী আরো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হাঁ বাঁদর! একশবার হয়। বুড়ো ধাড়ি, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটা জানে; দাঁড়িয়ে থাক্ এক পায়ে, পাজি, দাঁড়া বল্‌চি!

এ বাড়ীতে কচি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘণ্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুম মত এতক্ষণ সে ঘুড়ি ধরিয়া ছিল, গোলমাল শুনিয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চট্‌ করিয়া বলিল, কাকা, দাঁড়াও এক পায়ে—এমনি ক'রে। বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রণালীটা দেখাইতেছিল—

রাম ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া এক পায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসি চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে তেমনি করিয়া এক পায়ে দাঁড়াইয়া; কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে।

নারায়ণী বলিলেন, আচ্ছা যা হয়েছে। আর এমন করিস্ নে।

রাম সে কথা শুনিল না। রাগ করিয়া তেমনিভাবে একপায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নারায়ণী কাছে আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে ঝাড়া দিয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল, তিনি হাসিয়া আর একবার টানিবার চেষ্টা করিতেই, সে পূর্ব্বের মত সবেগে ঝাড়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া এক দৌড়ে পলাইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল, চণ্ডীমণ্ডপের

ও-ধারের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি ঠেস্ দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, ইস্কুলের সময় হয় নি ছোটবাবু? মা ডাক্‌চেন। রাম জবাব দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই, এইভাবে বসিয়া রহিল।

নৃত্য সাম্‌নে আসিয়া বলিল, মা, চান ক'রে খেয়ে নিতে বল্‌চেন।

রাম চোখ রাঙাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, তুই দূর হ!

কিন্তু মা কি বলেচেন শুন্‌তে পেয়েচ?

না, পাই নি। আমি নাব না, খাব না—কিছু করব না—তুই যা।

আমি গিয়ে বল্‌চি তাঁকে, বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খিড়কির এঁদো-পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—ওরে ও ভূত! ও কি করলি? ও ডোবাটায় ভয়ে কেউ পা ধোয় না তুই স্বচ্ছন্দে ডুব দিয়ে এলি?

তিনি আঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আসিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়া-ভাতের সুমুখে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী ভাইটি, এ-বেলা তুই আপনি খা, রাত্তিরে তখন আমি খাইয়ে দেব। চেয়ে দেখ, এখনো আমার রা[illegible]য় নি—লক্ষ্মীটি খাও।

রাম তখন ভাত খাইয়া জামা পরিয়া ই[illegible] চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, তোমার জন্যই ওর সব রকম বদ্ অভ্যাস হ'চ্ছে মা! অত বড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া কি! একটু রাগ করলেই খাইয়ে দিতে হবে—ও আবার কি কথা!

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, না হ'লে খায় না যে। রাত্তিরের

লোভ না দেখালে ও ঐখানে একবেলা ঘাড় গুঁজে ব'সে থাকৃত—খেত না।

নৃত্যকালী বলিল, না, খেত না! ক্ষিদে পেলে আপনি খেত। অত বড় ছেলে—

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোরা ওর বয়সই দেখিস! বড় হ'লে, বুদ্ধি হ'লে ওর আপনিই লজ্জা হবে। তখন আর কোলে বস্‌তে চাইবে, না খাইয়ে দিতে বল্‌বে?

নৃত্যকালী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,ভালর জন্যই বলি মা, নইলে আমার দরকার কি? বার-তের বছর বয়সে যদি ওর জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়, তবে হবে কবে?

নারায়ণী এবার রাগ করিলেন। বলিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেত্য। কারো বা দুবছর আগে, কারো বা দুবছর পরে হয়! আর হোক ভাল, না হোক ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?

নেত্য বলিলেন,ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি রকম দুষ্টু হয়ে উঠেছে তা ত নিজেই দেখ্‌তে পাচ্ছ। পাড়ার লোক বলে, তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী রুক্ষ স্বরে বলিলেন, পাড়ার লোক আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না। কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স্, সমস্ত সকাল-বেলাটা যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌লে, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান জানেন, জ্বর হবে, না কি হবে, তার পরে কি বলিস্ উপোস করিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না নেত্য। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন। এই কথা লইয়া কাল রাত্রে স্বামীর সঙ্গেও যে সামান্য কলহ হইয়া গিয়াছিল, সে কথা নেত্য জানিত না। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সে বলিল, ও কি মা, কাঁদ কেন? মন্দ কথা ত আমি কিছু বলি নি। লোকে বলে, তাই একটু সাবধান ক'রে দেওয়া।

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, সকল মানুষকে ভগবান এক রকম গড়েন না। ও একটু দুষ্টু বলেই আমি যার তার কথা চুপ ক'রে সহ্য করি, কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি ক'রে? তারা কি চায়, ওকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি? তা হ'লেই বোধ করি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বলিয়া কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

নেত্যকালী এতটুকু হইয়া গিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, জানি না বাপু। সব বিষয়ে যে মানুষের এত বুদ্ধি এত ধৈর্য্য, সে কেন এতটুকু কথা বুঝতে পারে না? আর শাসন ত ভাবী। ছেলে এক মিনিট এক পায়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে।

দাদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে রাম একেবারে পছন্দ করিত না। আজ রাত্রে ইচ্ছা করিয়াই নারায়ণী দুই ভাইয়ের খাবার পাশাপাশি দিয়া অদূরে বসিয়া ছিলেন। রাম ঘরে ঢুকিয়াই লাফাইয়া উঠিল! যাও, আমি খাব না—কিছুতেই খাব না।

নারায়ণী বলিলেন, তবে, শুগে যা। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রামের লাফানি বন্ধ হইল, কিন্তু সে খাইতে বসিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের আর একটা দরজা দিয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিতেই রাম ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। শ্যামলাল ধীরে সুস্থে খাইতে বসিয়া বলিলেন, রেমো খেলে না যে!

নারায়ণী সংক্ষেপে বলিলেন, ও আমার সঙ্গে খাবে।

আহার শেষ করিয়া শ্যামলাল চলিয়া যাইবামাত্রই রাম এক মুঠা ছাই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি কাউকে খেতে দেব না—সকলের পাতে ছাই দেব—দিই?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, দিয়ে একবার মজা দেখ্ না!

রাম ছাই-মুঠা হাতে করিয়া সুর বদ্‌লাইয়া বলিল, ভারি মজা, সকাল-বেলা আমাকে ঠকিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়ে এখন মজা দেখ না!

তুই খেলি কেন?

তুমি যে বল্‌লে রাত্তিরে—

বুড়ো খোকা, পরের হাতে খেতে তোর লজ্জা করে না?

রাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, পরের হাতে কোথায়? তুমি যে বল্‌লে!

নারায়ণী আর তর্ক না করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, যা—ছাই ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে আয়! কিন্তু আর কোন দিন খেতে চাস্!

খাওয়ান তখনো শেষ হয় নাই, নৃত্যকালী বিনা প্রয়োজনে একবার দরজার সম্মুখ দিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও-দিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

নারায়ণী দেখিয়া বলিলেন, রাম কখনও কি একটু শান্ত হবি নে ভাই! ভগবান কোন দিন কি তোর একটু সুমতি দেবেন না! লোকের কথা যে আমি আর সহ্য করতে পারি নে!

রাম মুখের ভাত গিলিয়া লইয়া বলিল, কে কে লোক তার নাম বল।

নারায়ণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাস! কে লোক, ওকে তার নাম ব'লে দাও।

কিন্তু মাস-কয়েক পরে সত্যই নারায়ণীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার বিধবা মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে লইয়া এতদিন কোনমতে তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে

লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

আজ সকাল-বেলা রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশ্বত্থ-চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে বলিলেন, ওটা কি হচ্ছে রাম?

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বত্থ গাছটা বড় হ'লে বেশ ছায়া হবে গো! মাষ্টারমশাই ব'লেছে, অশ্বত্থের ছায়া খুব ভাল! গোবিন্দ, যা ঘটি ক'রে জল নিয়ে আয়। ভোলা, মোটা দেখে বাঁশ কেটে আন্—বেড়া দিতে হবে। নইলে গরু-বাছুরে খেয়ে ফেলবে।

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ! এমন ছিষ্টি-ছাড়া কাণ্ড কখনও বাপের বয়সে দেখি নি বাবা!

বাম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না।

গোবিন্দ তাহাব সামর্থ্যানুযায়ী একটি ছোট ঘটি করিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রাম তাহার হাত হইতে ঘটিটি লইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিল, এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড়া এইখানে আমি জল আনি গে।

তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া, রাম যখন গাছ-পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ তুঁষের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্ নারাণি, চেয়ে দেখ্। তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্? উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ পুঁতে বলে কি না

ছায়া হবে। আবার ওদিকে দেখ হারামজাদা ভোলার কাণ্ড। একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুকচে—বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই এক-রাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগলামী, সমস্ত জিনিসটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ কি হবে রে?

রাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি হবে কি বৌদি! কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া হবে বল ত। আর এই যে ছোট ডালটি দেখছ, উটি বড় হ'লে—এই গোবিন্দ, আঙ্গুল দেখাস নে—বড় হলে গোবিন্দর জন্য একটা দোলা টাঙিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু ক'রে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে; দে, কাটারীখানা, আমার হাতে দে, তুই পারবি নে। খট্-খট্ ঠক্-ঠক্ করিয়া বাঁশ কাটা সুরু হইয়া গেল।

নারায়ণী হাসিতে হাসিতে কক্ষস্থিত পূর্ণ কলস রান্নাঘরে রাখিয়া দিতে চলিয়া গেলেন।

রাগে দিগম্বরীর চোখ জ্বলিতে লাগিল। মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই যে কিছু বল্‌লি নে? ঐখানে তবে অশ্বত্থ গাছ হোক!

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, মা, ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, অত বড় গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড়-বাকড় আছে যে ঘড়া ঘড়া জল ঢাল্‌লেই বাঁচবে? ও ত কালই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া বলিলেন, শুকুবে না ছাই হবে, ভাল চাস্ ত উপড়ে ফেলে দে গে।

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বাপ রে! তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাক্‌বে না।

দিগম্বরী বলিলেন, কেন বাড়ি কি ওর একলার যে মনে করলেই উঠোনের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কি কেউ ন'স? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মা গো, অশ্বত্থগাছের উপরে এসে রাজ্যের কাক, চিল, শকুনি বাসা করবে, হাড়-গোড় ফেলে নোঙরা করবে— আমি ত নারাণি, তা হ'লে থাক্‌তে পার্‌ব না। ওকে তোদের এত ভয়টা কি জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ি হ'ত নারাণি, তা হলে দেখতুম, ও কত বড় বজ্জাত! একদিনে সোজা ক'রে দিতুম।

নারায়ণী মায়ের বুকের ভিতরটা যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওর এখন কি বুদ্ধি মা! বুদ্ধি থাকলে কি কেউ নিজের বাড়ীর উঠোনে অশ্বত্থ গাছ পোঁতে? দুদিন থাক্‌, তার পরে ও আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, ফেলে দেবে! ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।

নারায়ণী কহিলেন, না মা, ও কাজ করো না, তোমাকে বল্‌চি, ওকে চেন না। আমি ছাড়া ওর ভাইও ছুঁতে সাহস কর্‌বে না মা! আজকের দিনটা যাক্‌।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই কাপড় ছাড়্‌গে যা।

দুপুর-বেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিশের অড় সেলাই করিতেছিলেন, নেত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে। সে ইস্কুল থেকে এসে আর কাউকে বাঁচতে দেবে না! নারায়ণী সেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছ নাই।

বলিলেন, মা, রামের গাছ কি হ'ল ?

দিগম্বরী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওই !

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিল, সেটী শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্ব্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল! বই খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি, আমার গাছ ?

নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বল্‌চি, এদিকে আয়।

না, যাব না। কই আমার গাছ ?

এদিকে আয় না বল্‌চি।

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া, মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, মঙ্গলবারে কি অশ্বত্থ গাছ পুঁততে আছে রে ?

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয় ?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে বাড়ীর বড়বৌ মরে যায় যে !

রাম এক মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল, যাঃ, মিছে কথা।

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, না রে, মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।

কই পাঁজি দেখি ?

নারায়ণী মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুই কি ছেলে রে ! মঙ্গলবার পাঁজির নাম করতে নেই—তুই দেখবি কি রে ? এ কথা যে ভোলাও জানে, আচ্ছা ডাক তাকে।

এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে

সে তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড়বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, এ আমি জানি। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি?

নারায়ণী তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না, আর দোষ নেই। তাঁহার চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ রে রাম, আমি ম'রে গেলে তুই কি করিস্?

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যা, বল্‌তে নেই।

নারায়ণী অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো হলুম মর্‌ব না রে! এবারে রাম পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, তুমি বুড়ো বুঝি? একটি দাঁতও পড়ে নি, একটি চুলও পাকে নি!

নারায়ণী বলিলেন, চুল না পাক্‌তেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে মর্‌ব। নাইতে যাব আর ফিরে আস্‌ব না!

কেন, বৌদি?

তোর জ্বালায়। আমার মাকে তুই দেখতে পারিস্ নে, দিনরাত ঝগড়া করিস্, সেই দিন তোরা টের পাবি, যে দিন আমি আর ফির্‌ব না।

কথাটা রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আচ্ছা আমি আর কিছু বল্‌ব না। কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে?

বল্‌লেই বা। উনি আমার মা, তোরও গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস্, ওঁকেও তেম্‌নি ভালবাস্‌বি।

রাম আবার বৌদিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। এইখানে মুখ রাখিয়া সে এই দীর্ঘ তের বৎসর বাড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া সে এত বড় মিথ্যা কথা মুখে আনিবে! এ যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য!

নারায়ণী আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, মুখ লুকালে কি হবে, বল্।

ঠিক এই সময়ে দিগম্বরী দেখা দিলেন। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কাজকর্ম্ম নেই নারাণি? দেওরকে নিয়ে সোহাগ হ'চ্চে, নিজের ছেলেটা যে ওদিকে সারা হয়ে গেল।

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুটা হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নারায়ণী জোর করিয়া তাহার মুখ বুকের উপর টানিয়া লইয়া মাকে বলিলেন, ছেলেটা সারা হয়ে গেল কিসে?

কিসে? বেশ! বলিয়াই দিগম্বরী প্রস্থান করিলেন।

বানাইয়া বলিবার মত একটা মিথ্যাকথাও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, ও ডাইনির আমি গলা টিপে দেব।

নারায়ণী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, চুপ কর্ পাজি, মা হয় যে।

দিন-চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া 'উঃ আঃ' করিয়া বার-দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল—ঐ ডাইনী বুড়ীর রান্না আর আমি খাব না, কখ্খন খাব না, ঝালে মুখ জ্ব'লে গেল বৌদি—ও—বৌদি—

চীৎকার শুনিয়া নারায়ণী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

কি হ'ল রে?

রাম রাগে কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কখ্খন খাব না, কখ্খন খাব না—ওকে দূর ক'রে দাও। বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, মা, বার বার বলি, তরকারীতে এত ঝাল দিও না, এত ঝাল খাওয়া এ বাড়ীর কারো অভ্যাস নাই।

দিগম্বরী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, ঝাল আবার কোথায়? দুটি লঙ্কা শুধু গুলে দিয়েচি, এতেই এত কাণ্ড!

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নাই দিলে মা দুটো লঙ্কা! কেউ যখন খায় না, তখন—

চুপ কর্ নারাণি, চুপ কর্। রান্না শেখাতে আসিস্ নে আমাকে, চুল পাকালুম এই করে, এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে। ধিক আমাকে!

নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া নূতন করিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে লাগিল।

দিগম্বরী দুয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাই রে! কোথায় আছিস্, একবার ডেকে নে! আর সহ্য হয় না! যা-মুখে আসে, আমাকে তাই ব'লে গাল দেয় রে! আমি বুড়ী! আমি ডাইনি! আমাকে দূর ক'রে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে-জামায়েব ভাত খেতে এসেচি—আমার গলায় দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শতগুণে ভাল! সুরো আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ করব না!

সুরধুনী কাঁদ কাঁদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

নারায়ণী বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, না, না, আটকাস্ নে আমাদের নারাণি, যেতে দে! আমরা অনাহারে গাছতলায় মরব সেও ভাল তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না।

নারায়ণী হাত জোড় করিয়া কহিল, কার ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছ মা? আমরা কি কোন অপরাধ ক'রেছি?

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকিস্বরে কহিল, আমি কচি খুকি নই নারাণি, সব বুঝি। তোর ইসারা না থাক্‌লে কি ওর কখন অত সাহস হয়? আমি ডাইনী? অ্যাঁ, আমাকে দূর ক'রে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্ছি! আমরা তোদের আপদ বালাই—গলগ্রহ! পথ ছাড়্‌ বল্‌চি।

নারায়ণী মায়ের দুই পায়ে হাত দিয়া বলিল, মা, আজকের মত মাপ কর! আচ্ছা, উনি আসুন, তার পর যা ইচ্ছে হয় ক'রো। তার পর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ক্রোধটা তাঁহার তখনকার মত শান্ত হইল বটে, কিন্তু দুপুর-বেলা শ্যামলাল আহারে বসিতেই, তিনি কপাটের অন্তরালে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রথমটা শ্যামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল, পরে একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া অর্দ্ধভুক্ত অন্ন ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেল।

নারায়ণী বুঝিল এ রাগ কাহার উপরে। নৃত্যকালী সহ্য করিতে পারিল না। বাড়ীর মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী, চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, দিদিমা, জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে বাবাকে খেতে দিলে না। চোখের জল ত তোমার শুকিয়ে যাচ্ছিল না দিদিমা, না হয় দুমিনিট পরেই বার করতে!

[illegible]গম্বরী মুখ কালি করিয়া নিরুত্তরে রহিলেন।

[illegible]লা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, এ-ঘর ও-ঘর

খুঁজিয়া তাহার বৌদিদির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া শুইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথাপি আস্তে আস্তে বলিল, ক্ষিদে পায় যে!

বৌদিদি কথা কহিলেন না।

সে আর একটু জোর দিয়া বলিল, কি খাব?

নারায়ণী শুইয়া থাকিয়াই বলিলেন, আমি জানি নে, যা এখান থেকে।

না যাব না—আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, আমাকে জ্বালাতন করিস্ নে রাম! নেত্য আছে, তাকে বল্ গে।

রাম আর কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিয়া নেত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, খেতে দে নেত্য।

নেত্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; এক বাটি দুধ, কিছু মুড়ি ও চার-পাঁচটা নারিকেল নাড়ু আনিয়া দিল।

রাম রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এই বুঝি?

নেত্য বলিল, ছোটবাবু ভাল চাও ত আজ আর হাঙ্গামা ক'রো না। বাবু না খেয়ে কাছারি চ'লে গেছে, মা উপোস্ ক'রে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে—তোমার অদেষ্টে দুঃখ আছে তা ব'লে দিচ্চি।

রাম তাহা দেখিয়াই আসিয়াছিল, আর বিরক্তি না করিয়া খানিকটা দুধ খাইয়া মুড়ি ও নাড়ু কোঁচড়ে ঢালিয়া পুকুরধারে গাছতলায় গিয়া বসিল। তাহার আহারে প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছিল। বৌদি উপোস্ করিয়া আছে। সে অন্যমনস্ক হইয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল, তাহার মুনি-ঋষিদের মত কোন একটা মন্ত্র জানা থাকিলে এইখানে বসিয়াই সে বৌদির পেট ভরাইয়া দিত। কিন্তু মন্ত্র না জানিয়া

কি উপায়ে যে কি করা যায়, ইহা কোনমতে স্থির করিতে পারিল না। ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে তাহার লজ্জা করিতেও লাগিল। তা ছাড়া দাদা খায় নি! অনুরোধ করিলেই বা কি হইবে! সে কোঁচড় হইতে মুড়ি প্রভৃতি জলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, বৌদি উপোস্ করিয়া আছে। কথাটা সে মনে মনে যত রকম করিয়াই আবৃত্তি করিল, ততবারই তাহার মনের মধ্যে ছুঁচ ফুটিল।

রাত্রে শ্যামলাল ভার্য্যাকে বলিলেন, আমার আর সহ্য হয় না। ওকে নিয়ে আর বাস করা চলে না।

নারায়ণী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কথা বল্‌চ?

রামের কথা। তোমার মা আমাকে চার-পাঁচ দিন ধ'রে ক্রমাগত বলচেন, রাম ওঁকে না-হক অপমান করচে। আমি পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগ ক'রে ওকে আলাদা ক'রে দেব। আমি আর পারি নে।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, রামকে আলাদা ক'রে দেবে? ওকথা মুখেও এনো না। ও দুধের ছেলে, বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে শুনি?

শ্যামলাল বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে! আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ও কি করবে, সে ওই জানে।

নারায়ণী বলিলেন, ও জানে না, আমি জানি! কিন্তু মা বুঝি তোমাকে চার-পাঁচ দিন ধ'রে ক্রমাগত ওই কথা বলে বেড়াচ্চেন?

শ্যামলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না, উনি কিছুই বলেন নি, লোকেরও ত চোখ আছে গো! আমি নিজে কি কিছুই দেখতে পাই নে, তাই তুমি মনে কর?

নারায়ণী বলিলেন, না, আমি তা মনে করি নে। কিন্তু ওর কে আছে ? কাকে নিয়ে ও পৃথক হবে ? মা আছে, না বোন আছে, না একটা মাসি-পিসি আছে ? ওকে রেঁধে খাওয়াবে কে ?

শ্যামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি ও সব জানি নে। মুখে বলিলেন বটে, জানি না, কিন্তু অন্তরে জানিতেছিলেন। এত বড় সত্যটা না জানিয়া পথ কোথায় ? নারায়ণী কি কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভারী গলায় বলিলেন, দেখ, তের বছর বয়সে মেয়েরা যখন পুতুল খেলে বেড়ায় তখন মা আমার মাথায় এই সমস্ত সংসারটা ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে স্বর্গে চলে গেলেন ! তিনি দেখচেন, এ ভার আমি বইতে পেরেছি কি না। রেঁধেচি-বেড়েচি, ছেলে মানুষ করেচি, লোক-লৌকিকতা, কুটুম্ব, সংসার সমস্ত এই একটা মাথায় ব'য়ে ব'য়ে আজ ছাব্বিশ বছরে আধ বুড়ো মাগী হ'য়েচি। এখন আমার ঘর-কন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে এস, সত্যি বল্‌চি তোমাকে আমি নদীতে ডুব দিয়ে মর্‌ব ! তখন আর একটা বিয়ে ক'রে রামকে আলাদা ক'রে দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন ক'রে সংসার ক'রো, আমি দেখতেও যাব না, বলতেও যাব না। কিন্তু এখন নয়।

শ্যামলাল মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করিতেন, আর কথা কহিলেন না। কথাটা এইখানেই সে রাত্রে বন্ধ হইয়া রহিল। পরদিন নারায়ণী রামকে কাছে বসাইয়া গভীর স্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, রাম, তোর এখানে আর থেকে কাজ নেই ভাই। তুই আলাদা কোথাও থাক্ গে যা—পার্‌বি নে থাকতে ?

রাম তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, পারব বৌদি। তুমি, আমি, গোবিন্দ আর ভোলা, কবে যাওয়া হবে বৌদি ?

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। ইহার পরে আর কি বলিবেন তিনি! কিন্তু রাম কথাটা থামিতে দিল না। সে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল; বলিল, কবে যাব বৌদি?

তিনি সে কথার উত্তরে তাহার মুখটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোর বৌদিকে ছেড়ে একলা থাকতে পার্‌বি নে?

রাম মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আর বৌদি যদি ম'রে যায়?

যাঃ—

যা নয়? এখন বৌদির কথা শুনিস্ নে—তখন দেখতে পাবি!

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখন্ তোমার কথা শুনি নে?

নারায়ণী বলিলেন, কখন্ শুনিস্, তাই বল্। কতদিন ব'লেচি, আমার মাকে তুই অপমান করিস্ নে, তবু তাঁকে অপমান করতে ছাড়বি নে। কালও ক'রেছিস। এইবার আমি যেখানে দুচোখ যায় চলে যাব!

আমিও সঙ্গে যাব।

তুই কি টের পাবি কখন যাব! আমি লুকিয়ে চলে যাব।

আর গোবিন্দ?

সে তোর কাছে থাক্‌বে, তুই মানুষ করবি।

না, আমি পারব না বৌদি।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তোকে পার্‌তেই হবে।

তখন রাম সমস্ত কথাটা অবিশ্বাস করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, সব মিছে কথা। কোথাও যাবে না!

মিছে নয় সত্যি। দেখিস্, আমি চ'লে যাব।

রাম অনুতপ্ত হইয়া বলিল, আর যদি তোমার সব কথা শুনি তা হ'লে?

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, তা হ'লে যাব না। তো' আর গোবিন্দকে মানুষ করতে হবে না।

রাম খুসি হইয়া বলিল, আচ্ছা, আজ থেকে তুমি দেখো।

৩

আট দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। দিগম্বরী যে কটাক্ষ কবিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু রাম রাগ কবিত না। বৌদিদির সেদিনকার কথা ঠিক বিশ্বাস না করিলেও তাহাব ভয় হইয়া গিযাছিল। কিন্তু ভগবান বিরূপ, আবাব দুর্ঘটনা ঘটিল। আজ দিগম্বরী তাঁহার পিতৃদেবের উদ্দেশে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পিতার প্রেতাত্মা এতদিন ছেলের বাড়ীতে চুপ করিয়াছিল, এখন নাত-জামাইয়ের বাড়ীতে যাতায়াত কবিতে লাগিল, অবশ্য স্বপ্নে—তবু তাহাকে সন্তুষ্ট করা চাই ত।

সকাল-বেলা বাম আঁক কষিতেছিল। ভোলা আসিয়া চুপি চুপি খবর দিয়া গেল, দাঠাকুর, ভগা বাগ্দী তোমার কেত্তিক গণেশকে চাপবার জন্যে জাল এনেছে, দেখবে এস।

একটু বুঝাইয়া বলি। বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের কইমাছ ঘাটের কাছে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে দুটো আদৌ ভয় করিত না। রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কাত্তিক, গণেশ। এ পাড়ায় এমন কেহ ছিল না, যে ব্যক্তি কার্ত্তিক গণেশের অসাধারণ রূপ-গুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই, এবং তাহার অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কি যে তাহাদের বিশেষত্ব, তাহা কেবল সে-ই জানিত, এবং কে কার্ত্তিক, কে গণেশ, শুধু সেই চিনিত। ভোলাও সব সময় ঠাহর করিতে পারিত না বলিয়া রামের কাছে কানমলা খাইত।

নারায়ণী হাসিয়া বলিতেন, রামের কার্ত্তিক গণেশ কাজে লাগবে আমার শ্রাদ্ধের সময়।

ভোলার খবরটা রামকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। সে শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, একবার চেপে মজা দেখুক না—জাল ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

ভোলা কহিল, না দাঠাকুর, আমাদের জাল নয়। ভগা জেলেদের মোটা জাল চেয়ে এনেছে—সে ছিঁড়বে না।

রাম শ্লেট রাখিয়া বলিল, চল্ ত দেখি।

পুকুর-ধারে আসিয়া দেখিল তাহার কার্ত্তিক গণেশের বিরুদ্ধে সত্যই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলা মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উদ্যত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, হতভাগা, মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকৃচ।

ভগা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হুকুম দিয়ে গিয়েছেন। অন্য মাছ আর পাওয়া গেল না দাঠাকুর।

রাম তাহার হাত হইতে জাল ছিনাইয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা, দূর হ!

ভগা জাল তুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাম ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিল। সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিগম্বরী আজ সকাল সকাল আহ্নিক সারিয়া লইতেছিলেন। নেত্য আসিয়া খবর দিল, মাছ পাওয়া গেল না দিদিমা। ছোটবাবু ভগা বাগ্দীকে মেরে-ধ'রে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এই মাছ দুইটার উপর

দিগম্বরীর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। বড় রুইমাছের মুড়ার সম্বন্ধে বিধবার মনের ভাব অনুমান করিতে নাই। সুতরাং লোভ তাঁহার নিজের জন্য নয় বটে, কিন্তু নিজের কোন একটা কাজে, স্বহস্তে রাঁধিয়া সদ্ব্রাহ্মণের পাতে দিয়া পুণ্য ও খ্যাতি অর্জ্জন করিবার বাসনা, অনেক দিন হইতে তিনি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। কা'ল জামাইয়ের মত লইয়া, অর্থাৎ কার্ত্তিক-গণেশ সম্বন্ধে আভাষ মাত্র না দিয়া, জেলেদের মোটা জাল চাহিয়া আনাইয়া, প্রজা ভগা বাগ্দীকে চার আনা বক্‌সিস্ কবুল করিয়া, সমস্ত আয়োজন একরূপ সম্পূর্ণ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজ সকালেও সে দুইটা প্রাণীকে ঘাটের কাছে ঘুরিতে-ফিরিতে দেখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হৃষ্ট-চিত্তে জপে বসিয়াছেন। এমন সময় এরূপ দুঃসংবাদ তাঁহাকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য করিয়া তুলিল। তাঁহার দাঁত কিড মিড় করা অভ্যাস ছিল। তিনি অকস্মাৎ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, গলার মালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে, কি শত্তুর আমার। কবে ছোঁড়া ম'রবে যে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে। বাসিমুখে এখনো জল দিইনি ঠাকুর! যদি সত্যির হও, যেন তে-রাত্তির না পোহায়।

কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারী কুটিতেছিলেন। তিনি বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'মা!' শুনিয়াছি সন্তানের মুখে মাতৃ-সম্বোধনের তুলনা নাই। নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্বোধনের আজ বোধ করি তুলনা ছিল না। ঐ এক অক্ষরের ডাকে দিগম্বরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। কিন্তু নারায়ণীও আর কিছু বলিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া টপ্-টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চোখ মুছিয়া যেখানে রাম পড়া তৈরী করিতেছিল সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা বাগ্দীকে মেরে-ধ'রে হাঁকিয়ে দিয়েছিস্ ?

রাম চমকাইয়া শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া এক মুহূর্ত্ত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, এবং জবাব দিবার লেশমাত্র চেষ্টা না করিয়া ওদিকের দরজা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া ভগা বাগ্দীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাছ ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রুই ঘাড়ে করিয়া আনিয়া ধড়াস্ করিয়া উঠানের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাড়াইয়া মাছ দেখিয়া এখন শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ওরে, একে ঘাটে ধরিস্‌নি ত ? এ রামের কার্ত্তিক-গণেশ নয় ত ?

ভগা এত শীঘ্র এত বড মাছ আনিতে পারিয়া বাহাদুরী কবিয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, মা-ঠাক্‌রুণ, এ ঘেটো রুই—বড জবর রুই !

দিগম্বরীকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ও মা-ঠাক্‌রুণ এনাবেই ধ'ত্তে ব'লে দেছ্‌ল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নৃত্যকালী যদিও রামের উপর খুব সদয় নহে, তবুও মাছ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিগম্বরীকে বলিল, আচ্ছা দিদিমা, পাড়ার লোকে জানে ছোটবাবুর কার্ত্তিক-গণেশের কথা। তুমি কি ব'লে এ মাছ ধ'র্‌তে ব'লে দিলে ? দু তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না ? দশটা লোক খাবে, তা একটা আধমণি মাছই বা কি হবে ? লুকিয়ে ফেল একে, কোথায় গেছে তিনি, এখনি এসে পড়্‌বে।

দিগম্বরী মুখ ভারী করিয়া বলিলেন, জানি না বাপু অত শত। একটা

মাছ ধ'রেচে ত সাত গুষ্টি মিলে কর্‌চে কি দেখ না! একে লুকিয়ে ফেল্‌বি, বামুন খাবে না?

নেত্য বলিল, তোমার বামুন খাবে দুটো আড়াইটার সময়, ঢের সময় আছে। ছোটবাবু আগে ইস্কুলে যাক্, না হ'লে আজ আর কেউ বাঁচ্‌বে না। ও মা! ভোলা এই দাঁড়িয়েছিল, সে গেল কোথায়? সে বুঝি তবে খবর দিতে ছুটেছে! যা হয় কর মা, আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

ভগা চার আনা পয়সার লোভে জাল চাহিয়া আনিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া নগদ আদায়ের আশা ছাড়িয়া জাল লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রয়োজন হইলে, কখন্ কোন্ স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখ্‌বে এস দা'ঠাকুর, ভগা তোমার কার্ত্তিককে মেরেচে।

রাম চিবানো বন্ধ করিয়া বলিল, যাঃ—

সত্যি দা'ঠাকুর। মা হুকুম দিয়ে ধরিয়েচে, এখনো উঠনে প'ড়ে আছে; দেখ্‌বে চল।

রাম ঝুপ্ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি', তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে! বলিয়াই মাটীর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা-ছাগলের মত সে পা ছুঁড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য, কিরূপ দুর্দ্দাম, সে বিষয়ে দিগম্বরীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।

তাহাকে খাওয়াইবার জন্য রাত্রে নারায়ণী টানাটানি করিতে

লাগিলেন, রাম তাহার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং সমস্ত দিন উপবাসের পর গোটা পাঁচ ছয় ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া গেল।

দিগম্বরী আড়ালে দাঁড়াইয়া জামাইকে বলিলেন, তুমি একবার বল, না হ'লে নারাণী খাবে না, সে সারাদিন উপোস্ ক'রে আছে।

শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, উপোস্ কেন ?

দিগম্বরী কান্নার অভাবে কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া বলিলেন, আমার একশ ঘাট হয়েছে বাবা! কিন্তু কেমন ক'রে জান্‌ব বল, পুকুর থেকে বামুন-ভোজনের জন্যে একটা মাছ ধরালে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায়।

শ্যামলাল বুঝিতে না পারিয়া ডাকিলেন, নেত্য, কি হ'য়েচে রে ?

নেত্য আড়াল হইতে বলিল, সেটা ছোট-বাবুর গণেশ।

শ্যামলাল চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, রেমোর কার্ত্তিক-গণেশের একটা না কি ?

নেত্য বলিল, হ্যাঁ।

আর বলিতে হইল না। তিনি আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, রাম খায়নি বুঝি ?

নেত্য বলিল, না।

শ্যামলাল বলিলেন, তবে আব থেতে ব'লে কি হবে ? সে খায়নি, ও খাবে কি !

দিগম্বরী বলিতে লাগিলেন, এমন কাণ্ড হবে জান্‌লে বামুন খাওয়াবার কথাও তুল্‌তুম না বাবা! ও নিজে কেনই বা হুকুম দিয়ে মাছ ধরালে, কেনই বা এমন ক'র্‌চে, তা সে ও-ই জানে। আমি ত চুপ ক'রেই ছিলাম। তবু সব দোষ যেন আমারই। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা, এখানে এক দণ্ডও থাক্‌তে আর ভরসা হয় না।

একটুখানি চুপ করিয়া রীতিমত কান্নার সুরে পুনরায় সুরু করিলেন,

কপাল আমার এমন ক'রে যদি না-ই পুড়্‌বে, অমন ভাই বা মর্‌বে কেন, আমাকেই বা লাথি-ঝাঁটা খেয়ে থাক্‌তে হবে কেন? বাবা, আমরা নিতান্ত নিরুপায়, তাই হাত জোড় ক'রে বল্‌চি, আমাদের একটা কিছু উপায় তোমাকে ক'রে দিতে হবেই।

শ্যামলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু, হাঁ না, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

নারায়ণী আড়ালে দাঁড়াইয়া নিজের মায়ের এই নির্লজ্জ ঠকামোয়, লজ্জায় সরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রামের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন, লক্ষ্মী মাণিক আমার! দোরটা একবার খুলে দে।

রাম জাগিয়া ছিল, সাড়া দিল না।

নারায়ণী আবার ডাকিলেন, ওঠ্‌, দোর খোল্‌।

এবারে চেঁচাইয়া বলিল, না খুল্‌ব না, তুমি যাও। তোমরা সবাই আমার শত্তুর।

আচ্ছা তাই, তুই দোর খোল্‌।

না, না, না,—আমি খুল্‌ব না। সত্যই সে রাত্রে কপাট খুলিল না। শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিলেন, নারায়ণী ঘরে আসিতে বলিলেন, হয় একটা উপায় কর, না হয় যেখানে ইচ্ছে আমি চ'লে যাব। এত হাঙ্গামা আমার বরদাস্ত হয় না!

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর দুই তিন দিন কাটিয়া গেলেও যখন রামের রাগ পড়িতে চাহিল না, তখন নারায়ণী ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আজ সন্ধ্যা হয়, তবুও সে ইস্কুল হইতে ফিরিল না দেখিয়া নারায়ণী উৎকণ্ঠিত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, এমন সময় দিগম্বরী

নদী হইতে গা ধুইয়া,সংসারের সংবাদ লইয়া,রামের অমঙ্গল কামনা করিয়া, বড় মেয়ের সৃষ্টিছাড়া মতি-বুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল প্রতিবাসিনীদের কাছে ঘোষণা করিয়া, শোকে তাপে অসময়ে অল্পবয়সে নিজের মাথার চুল পাকাইবার কারণ দর্শাইয়া, নিজেকে বড় মেয়ে নারায়ণীর প্রায় সমবয়সী বলিয়া প্রচার করিয়া, ভাইয়ের সংসারে কিরূপ সর্ব্বময়ী ছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলিয়া, ধীরে সুস্থে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কাণ্ড শুনিয়া তিনি যেন বাতাসে উড়িতে উড়িতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। উঠানে পা দিয়াই উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তোর গুণধর দেওরের কাণ্ড শুনেছিস্ নারাণি?

নারায়ণী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিলেন, কি কাণ্ড?

দিগম্বরী বলিলেন, থানায় গেছে। যাবেই ত। যে বজ্জাত ছেলে বাবা, এমনটি সাত জন্মে দেখিনি!

তাঁহার মুখে চোখে আহ্লাদ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। নারায়ণী সে কথার জবাব না দিয়া ডাকিল, নেত্য, রাম এখনো এল না কেন, একবার ভোলাকে পাঠিয়ে দে,—খুঁজে আনুক।

দিগম্বরী বলিলেন, আমি যে শুনে এলুম।

নেত্য শুনিবার আগ্রহে হাঁ করিয়া দাঁড়াইল, নারায়ণী তাড়া দিয়া উঠিলেন, দাঁড়িয়ে থাক্‌লি যে? কথা কানে গেল না বুঝি!

নেত্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, দিগম্বরী কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি হ'য়েচে জানিস্ নারাণি—

তুমি ভিজে কাপড় ছাড় গে মা, তার পরেই না হয় বলো, বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। দিগম্বরী অবাক্ হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাস্ রে! মেয়ের রাগ দেখ! এমন একটা কাণ্ড আনুপূর্ব্বিক বলিতে না পাইয়া তাঁহার পেট ফুলিতে লাগিল।

সে কাণ্ডটা সংক্ষেপে এই—গ্রামের স্কুলে জমিদারের এক ছেলে পড়িত। আজ টিফিনের সময় তাহার সহিত রামের তর্ক বাধিল। বিষয়টা জটিল, তাই মীমাংসা না হইয়া মারামারি হইয়া গেল। জমিদারের ছেলে বলিয়াছিল, শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্মশানকালী রক্ষাকালীর চেয়ে অধিক জাগ্রত! কেন না, শ্মশানকালীর জিভ বড়।

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, শ্মশানকালীর জিভ একটু চওড়া বটে; কিন্তু অত বড়ও নয়, অমন রাঙাও নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে পাড়ায় চাঁদা করিয়া রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছিল, সে স্মৃতি রামের মনে উজ্জ্বল ছিল। জমিদারের ছেলে রামের কথা অস্বীকার করিয়া নিজের করতল তুলিয়া ধরিয়া বলিল, রক্ষাকালীর জিভ ত এতটুকু!

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কি, এতটুকু কখ্‌খন না। এই এত বড়। এতটুকু জিভ হ'লে কি কখন পৃথিবী রক্ষা করতে পারে? পৃথিবী রক্ষা করে ব'লেই ত রক্ষাকালী নাম।

তার পর আর দুই একটা কথা, এবং তার পরই ঘুষাঘুষি। জমিদার-দের ছেলের গায়ে জোর ছিল কম, সুতরাং মার সে-ই বেশি খাইল। নাক দিয়া ফোঁটা দুই রক্ত বাহির হইল! এই ক্ষুদ্র স্কুলের জীবনে এত বড় কাণ্ড ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। যে জমিদারের স্কুল, তাহারই পুত্রের নাকে রক্ত। অতএব হেড্‌ মাষ্টার নিজে স্কুল বন্ধ করিয়া ছেলেটিকে লইয়া দরবার করিতে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য, রামলাল বহু পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল!

ভোলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দা'ঠাকুরকে পাওয়া গেল না। অনতিকাল পরে শ্যামলাল মুখ কালি করিয়া বাড়ী আসিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওগো শুন্‌চ? এ গ্রাম থেকে বাস উঠাতে হ'ল দেখ্‌চি। চাকরি করে দু'পয়সা ঘরে আন্‌ছিলুম, তাও বোধ করি এবার

ঘুচ্‌ল। নারায়ণী ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া একটা চৌকাঠে ভর দিয়া শুষ্ক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরা থানায় গেছেন না?

শ্যামলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, বাবু শিবতুল্য লোক, তাই মাপ ক'রেচেন, কিন্তু আরো পাঁচজন আছে ত? দিন দিন একটা নূতন ফ্যাসাদ তৈরি হ'লে কি ক'রে গ্রামে বাস করি, বল! রাম কই?

নারায়ণী বলিলেন, সে এখনো আসেনি। বোধ করি, ভয়ে পালিয়েছে। শ্যামলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালালেও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই, না পালালেও নেই। সে সৎমার ছেলে, লোকে নিন্দা ক'র্‌বে, তাই এত দিন কোন্‌ মতে সহ্য ক'রেছিলুম, কিন্তু আর নয়। এখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

দিগম্বরী রান্না-ঘরের বারান্দা হইতে বলিলেন, নিজের ছেলেটার পানেও ত চাইতে হবে।

শ্যামলাল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, হবে না, মা, নিশ্চয় হবে। তবে কা'ল পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-সম্পত্তি আলাদা ক'রে ফেল্‌ব। আর তোমাকেও বলে রাখ্‌লুম, এ নিয়ে ওকে বকা-ঝকা করবার দরকার নেই। ও যা ভাল বোঝে, তাই করে! ভাল বুঝেচে, মনিবের ছেলের গায়ে হাত তুলেচে।

দিগম্বরী মনে মনে পরমানন্দিত হইযা বলিলেন, নারাণি কেন যে ওকে শাসন ক'র্‌তে যায়—আমার ত দেখে ভয়ে বুক কাঁপে। যে গোঁয়ার ছেলে, ও আমাকেই যখন অপমান করে, তখন ওকে অপমান ক'রে ফেল্‌বে, এ কি বেশি কথা! আমি বলি, শোন! নিজের মান নিজের ঠাঁই—রামের কথায় থেকো না।

শ্যামলাল শ্বশ্রুর এ কথাটায় আর সায় দিতে পারিলেন না, বোধ করি, চক্ষুলজ্জা হইল। বলিলেন, যাই হোক্, ওকে শাসন করবার দরকার নেই।

নারায়ণী পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া সমস্ত শুনিলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। তারপর ধীরে ধীরে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরে নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবু ঘরে এসেছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া, রামের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিলেন। রাম খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল, দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বৌদিদি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ঘরের কোণে তাহারই একগাছা পাতলা বেতের ছড়ি ছিল তাহাই তুলিয়া লইতেছেন! সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া খাটের ওধারে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী ডাকিলেন, এদিকে আয়।

রাম হাত জোড় করিয়া বলিল, আর ক'র্‌ব না বৌদি! এইবারটি ছেড়ে দাও।

নারায়ণী কঠিন হইয়া বলিলেন, এলে কম মার্‌ব, কিন্তু না এলে এই বেত তোমার পিঠে ভাঙ্‌ব।

রাম তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া মিনতি করিতে লাগিল, তিন সত্যি কর্‌ছি বৌদি, আর কোন দিন কর্‌ব না, কান মল্‌ছি বৌদি—

নারায়ণী খাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সপাৎ করিয়া এক ঘা বেত তাহার ঘাড়ের উপর বসাইয়া দিলেন; তাহার পর বেতের উপর বেত পড়িতে লাগিল। প্রথমটা সে ওদিকের দোর খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, তারপর ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল, শেষে পায়ের তলায় পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল। নেত্য পেছনে আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল, কাঁদিয়া বলিল, মা, ছেড়ে দাও মা, আমি ঘাট মান্‌ছি—

দিগম্বরী খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই সব কাজে কথা কইতে আসিস্ কেন বল্ ত ?

শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, কি হ'চ্চে ও—সারারাত ঠেঙাবে না কি ?

নারায়ণী বেত ফেলিয়া বলিলেন, মনে থাকে যেন !

৪

রাম ভাত খাইতে বসিয়াছিল। দিগম্বরী আড়ালে বসিয়া স্থর তুলিয়া বলিলেন, অত বড় ছেলেকে অমন ক'রে মারা কেন ? ওব বড ভাই কোন দিন গায়ে হাত তোলে না।

নেত্য কাজ কবিতে করিতে বলিল, তুমি কম নও, দিদি-মা ! তুমিও ত ও-সব কথা মাকে এসে লাগাও !

সে রাত্রে অত মার তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই, রাম শুনিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, ডাইনী বুড়ি আমাদের সব খেতে এসেছে !

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, নারাণি, শুনে যা তোর দেওবের কথা।

নারায়ণী স্নান করিতে যাইতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া ক্লান্তভাবে বলিলেন, পারিনে মা, আব কথা শুনতে ; সত্যি ব'লচি, নেত্য মবণ হ'লে আমার হাড় জুডোয়—আর সহ্য হচ্ছে না। ওরে ও বাঁদর, এখনো তোর পিঠের দাগ মিলোয় নি, এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি !

রাম জবাব দিল না, ভাত খাইতে লাগিল। নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। উঠানের উপরেই একটা পিয়ারা গাছ ছিল, ভাত খাইয়া রাম তাহার উপর উঠিল এবং নির্ব্বিচারে কাঁচা-পাকা পিয়ারা চর্ব্বণ করিতে লাগিল। কোনটার কতকটা খাইল, কোনটায় একটু কামড়াইয়াই ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কাঁচাগুলো,

নিরর্থক ছিঁড়িয়া এদিকে ওদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। দেখিয়া দিগম্বরীর গা জ্বালা করিতে লাগিল। নারায়ণী বাড়ীতে নাই, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, তোমার জন্য ত বাছা, পাকা পিয়ারা দাঁতে কাট্‌বার যো নেই, কাঁচাগুলো নষ্ট ক'রে কি হ'চ্চে ?

রাম কোন দিনই তাঁহার কথা সহিতে পারিত না। বিশেষ, এইমাত্র নেত্যর কাছে মার খাইবার কারণ জানিতে পারিয়া রাগে ফুলিতেছিল, গাছের উপর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বেশ ক'র্‌চি—বুড়ি !

এই বিশেষণটা দিগম্বরী সব চেয়ে অপছন্দ করিতেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, বুড়ি ! বেশ ক'চ্চ ! আচ্ছা, আসুক সে !—যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হওয়া চাই ত ! কি বেহায়া ছেলে বাবা !—মার খেয়ে পিঠের চামড়া উঠে গেল, তবু লজ্জা হ'ল না !

রাম উপর হইতে বলিল, ডাইনি বুড়ি !

ডাইনি বুড়ি ! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা ! পাজি হারামজাদা, নাব্‌ ব'লচি !

রাম বলিল, নাব্‌ব কেন ? তোমার বাবার গাছ ?

দিগম্বরী ক্ষেপিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, অ্যাঁ—বাপ তুললি ? শুন্‌লি নেত্য, শুন্‌লি ?

ঠিক্ এই সময় নারায়ণী ঘাট হইতে আসিয়া পড়িলেন। গাছের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন, ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলিনি ? গাছে চ'ড়েছিস্ যে।

রাম ভাবিয়া রাখিয়াছিল, গাছের উপর হইতে দূরে বৌদিকে আসিতে দেখিয়াই সে নামিয়া পলাইবে। কিন্তু ঝগড়ায় ব্যস্ত থাকায় পথের দিকে নজর করে নাই। বৌদিদি একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে ভয়ে বলিল, পিয়ারা খাচ্চি।

তা ত খাচ্ছিস্—ইস্কুলে গেলিনে ?

আমার পেট কাম্ড়াচ্চে যে!

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তাই ভাত খেয়ে উঠে কাঁচা পিয়ারা চিবোচ্চ?

দিগম্বরী মেয়ের গলা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, হারামজাদা ছোঁড়া আমার বাপ তোলে! বলে, নাব্‌ব কেন—তোর বাপের গাছ?

নারায়ণী চোখ তুলিয়া বলিলেন, বলেছিস্?

রাম চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, না বৌদি, বলিনি।

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলিসনি হারামজাদা! নেত্য সাক্ষী আছে। তার পর মুখ বিকৃত করিয়া, সানুনাসিক স্বর করিয়া বলিতে লাগিলেন, সেদিন যখন বেতের উপর বেত পড়েছিল, তখন—আঁর কঁর্‌ব না বৌদি—পাঁয়ে পড়ি বৌঁদি—মরে গেঁলুম বৌদি,—চেপে ধ'র্‌লে চিঁচিঁ কর, আর ছেড়ে দিলে লাফ মার, হারামজাদা!

রাম আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হাতে একটা বড় কাঁচা পিয়ারা ছিল—ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া দিল। সেটা দিগম্বরীকে স্পর্শ করিল না, নারায়ণীর ডান ভ্রূর উপরে গিয়া সজোরে আঘাত করিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখিয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। দিগম্বরী ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি করিয়া উঠিলেন, নেত্য কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, রাম গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

দুপুরবেলা শ্যামলাল স্নানাহার করিতে আসিয়া দেখিলেন বিষম কাণ্ড! নারায়ণী নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার ডান চোখ ফুলিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহার উপর ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া নেত্য পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। দিগম্বরী আজ আর আড়ালে গেলেন না, সাম্‌নেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, রাম মেরে ফেলেচে নারাণিকে।

শ্যামলাল চমকাইয়া উঠিলেন। কাছে আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, কঠিনভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, আজ তোমাকে আমি দিব্যি দিচ্ছি—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোন দিন কথা কও—যদি কোন কথায় থাক, সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, চুপ কর চুপ কর—ও কথা মুখে এনো না।

শ্যামলাল বলিলেন, আমার এত বড় দিব্যি যদি না মান, সেই দিনে যেন তোমাকে আমার মরা মুখ দেখ্‌তে হয়। বলিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে বেড়াইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, অসম্ভব কল্পনা করিয়া রাম সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ী ঢুকিল। দেখিল, উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়ীটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। নাড়া দিয়া দেখিল, বেশ শক্ত, ভাঙা যায় না। রান্না-ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, চুপি-চুপি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেখানেও ওই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরে কেহ নাই, শুধু একরাশ পিতল-কাঁসার বাসন মেজের উপর পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা যে কি, তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, সকালবেলার কাণ্ডটার সহিত কেমন করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। তখন ফিরিয়া গিয়া সে চুপ করিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়া বাটির অপর খণ্ডের গতিবিধি শব্দ-সাড়া শুনিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে তাহার যে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, এখন সে কথাও ভুলিয়া গেল। রাত্রি তখন বোধ হয় নয়টা, সে ঘুরিয়া গিয়া খিড়কীর দরজায় ঘা দিতেই নেত্য কপাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাম জিজ্ঞাসা করিল, বৌদি কোথায় নেত্য।

ঘরে শুয়ে আছেন।

রাম ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বৌদি খাটের উপর শুইয়া আছেন, এবং নিচে মাদুর পাতিয়া দিগম্বরী ছোট মেয়েকে লইয়া বসিয়া আছেন। গোবিন্দ খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিয়া দিল, কাকা, তোমার বাড়ী ওদিকে, এদিকে আমাদের বাড়ী। বাবা ব'লেচে, তুমি এ ঘরে ঢুকলে পা ভেঙে দেবে।

রাম খাটের উপর নারায়ণীর পায়ের কাছে গিয়া বসিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। রাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিগম্বরী তাঁহার ছোট মেয়েকে ঠেস দিয়া বলিলেন, সুরো, বল্ না তোর দাদাবাবু কি ব'লেচে ওকে।

সুরধুনী মুখস্থের মত গড়-গড় করিয়া বলিয়া গেল—দাদাবাবু ব'লেচে, তুমি এখানে এসো না। কা'ল সকালে সব—কি মা?

দিগম্বরী বলিলেন, বিষয়-সম্পত্তি।

সুরধুনী বলিল, বিষয়-সম্পত্তি কা'ল ভাগ-বাটরা ক'রে দেবে!

দিগম্বরী বলিলেন, দিব্যি দেবার কথাটা বল্ না—ন্যাকা মেয়ে!

সুরধুনী বলিল, দাদাবাবু দিব্যি দিয়েছেন দিদিকে,—খেতেও দেবে না, কথাও বল্‌বে না—বল্‌লে দাদাবাবু—

নারায়ণী বিছানার উপর হইতে ধমক দিয়া উঠিলেন, আচ্ছা হয়েছে হয়েছে, তুই চুপ কর্।

তখন দিগম্বরী বলিলেন, তা সত্যি বাছা! তুমি মানুষ-জনকে আধ-খুন ক'রে ফেল্‌বে—সে দিব্যি না দিয়ে আর করে কি! আমি ত বাবু, কিছুতে তার দোষ দিতে পার্‌ব না—তা যে যাই বলুক! এ বাড়ীতে তোমার আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া আর চলবে না। ওকে সোয়ামীর মাথার দিব্যিটা ত মান্‌তে হবে?

সুরধুনী বলিল, মা, ভাত দেবে চল না।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সবুর কর বাছা।

রাম তখনও বসিয়া আছে; এমন অবস্থায় ঘরে দোরে আগুন ধরিয়া গেলেও ত তিনি উঠিতে পারেন না। রামের বুকের ভিতর চাপা কান্না মাথা খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু দিগম্বরীর সেই সকালবেলার খোনা কথার ভ্যাংচানি তাহার বুকের উপর পাথর চাপাইয়া পথ আট্‌কাইয়া রাখিল। একবার সে কাঁদিতে পারিল না, একবার বলিতে পারিল না, 'আর ক'র্‌ব না বৌদি!' এই একটা কথা অনেক আপদে-বিপদেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—আজ তাহাই বলিতে না পাইয়া তাহার দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময়ে নারায়ণী ক্লান্তভাবে বলিলেন, সুরো, যেতে বল্ ওকে।

এবার সে কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, যেতে বল্ ওকে! আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি! সেই ত কখন খেয়েছি!

নারায়ণী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, একেবারে খুন ক'রে ফেলতে পারে নি? তা হ'লে দশ হাতে খেতো! আমি জানিনে—যাক্ ও নেত্যর কাছে।

যাব না নেত্যর কাছে। আমি কারো কাছে যাব না—আমি না খেয়ে উপোস ক'রে শুয়ে থাকব। বলিতে বলিতে রাম দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া বাড়ীঘর কাঁপাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইল। নেত্য কিছু খাবার আনিয়া বলিল, ছোটবাবু ওঠ, খাও।

রাম লাফাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, দূর হ, পোড়ারমুখী—দূর হ।

নেত্য খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল, রাম থালা-গেলাস ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠানের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সকালবেলা শ্যামলাল কাজে চলিয়া যাইবার পরে, রাম নিজের

উঠানে পায়চারি করিতে করিতে গর্জ্জাইতে লাগিল—আমি দিব্যি মানিনে! ওঃ ভারি দিব্যি! ও কে যে দিব্যি দেয়? ও কি আমার আপনার দাদা? ও কেউ নয়, ওর কথা আমি মানিনে। আমি কি ওকে মেরেচি? বুড়ী ডাইনীকে মেরেছি! ও ত শুধু বৌদিকে লেগেছে, তবে ওরা কেন দিব্যি দিতে আসে।

এ সকল কথার কেহই জবাব দিল না। খানিক পরে সে স্বর বদলাইয়া বলিতে লাগিল—বেশ ত! ভালই ত! না-ই কথা কইলে, না-ই খেতে দিলে। আমি মজা ক'রে রাঁধব—ভাত, ডাল, ভাল ভাল তরকারি, মাছ—একলা বেশ পেট ভ'রে খাব। আমার কি হবে?

এ কথারও কেহ জবাব দিল না। তখন সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া খন্‌-খন্‌ ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে থালা, ঘটি, বাটি নাড়িয়া-চাড়িয়া কাজ করিতে লাগিল। হাঁক-ডাক করিয়া ভোলাকে চাল ডাল ধুইয়া আনিতে, তরকারি কুটিতে আদেশ দিল। সমস্ত নেত্য রান্নাঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। ভোলাকে হুকুম করিল, তুই আমার চাকর, ও বাড়ী যাসনে। ও বাড়ীর কেউ যদি এদিকে আসে, তার পা ভেঙে দিবি—বুঝলি ভোলা, নেত্য আসুক একবার এদিকে।

নারায়ণী রান্না-ঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। দিগম্বরী কৌতূহলী হইয়া মাঝে মাঝে বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলেন। খানিক পরে বড় মেয়ের কাছে উঠিয়া আসিয়া হাসি চাপিয়া ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা বাছার কি বুদ্ধি! উনি আবার ভাল তরকারি রেঁধে খাবেন। একটা পেতলের হাঁড়িতে প্রায় এক কাঠা চাল গলায় গলায় তুলে দিয়ে রান্না চড়িয়েচে—তাতে জল দিয়েচে এক ফোঁটা। একজন খাবে ত, রাঁধচে দশজনের। তাই বা সেদ্ধ হবে কি ক'রে?

পুড়ে আঙ্রা উঠ্‌বে যে! ঐ হাঁড়িতে কি অত চাল ধরে, না, ঐটুকু জলের কর্ম্ম! আবার রাঁধিয়ে বলে দেমাক আছে! রাঁধি বটে আমরা, কিন্তু দেমাক ক'ত্তে জানিনে! ভাত রাঁধব, তা, এমন জল দেব, আর দেখতে হবে না—চোখ বুজে সেদ্ধ হবে। কই রাঁধুক দিকি আমার সঙ্গে। লোক খেয়ে কারটা ভাল বলে দেখি।

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

নেত্য কাছে ছিল, সে বলিল, দিদিমার এক কথা। ও কি কোন দিন এক ঘটি জল গড়িয়ে খেয়েছে, যে আজ রেঁধে খাবে?

সে অনেক দিনের দাসী, এসব ব্যাপার তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

মায়ের দেখাদেখি সুরধুনীও মাঝে মাঝে গিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। ঘণ্টা-খানেক পরে ছুটিয়া আসিয়া দিদির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—ও দিদি, দেখবে এস, রামদাদা—মা গো! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো শুধু খাচ্চে। কিচ্ছু নেই দিদি—একেবারে শুধু ভাত। আচ্ছা দিদি, কাঁচা ভাতে পেট কাম্‌ড়াবে না?

নারায়ণী তাহার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে যে কত বড় দুঃখ, কত বড় ক্ষুধার তাড়নে এইগুলা খাইতে বসিয়াছে, সে কথা তাঁহার অগোচর রহিল না!

দুপুর-বেলা শ্যামলালের খাওয়া হইয়া গেল, দিগম্বরী ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, যা পারিস্, দুটি খেয়ে নে নারাণি! ওর তাড়সে জ্বরের মত হয়েছে—ওতে খাওয়া চলে। আমি বল্‌চি, ক্ষেতি হবে না।

নারায়ণী মোটা চাদরটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ভাল করিয়া শুইয়া বলিলেন, আমাকে বিরক্ত ক'রো না মা, তোমরা খাও গে।

দিগম্বরী বলিলেন, ভাত না খাস্, দুখানা রুটি ক'রে দি—না হয়—

নারায়ণী কহিলেন, না, কিচ্ছু না।

দিগম্বরী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা, কাল থেকে উপোস ক'রে আছিস্, আজ দুটি না খেলে হবে কেন ?

নারায়ণী জবাব দিলেন না। নেত্য আসিয়া বলিল, তুমি মিথ্যে ব'কে মরূচ দিদিমা! ঐখানে দাঁড়িয়ে এক বেলা চেঁচালেও ওঁকে খাওয়াতে পারবে না। জ্বর হয়েচে, একটু ঘুমোতে দাও।

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন, বলিতে বলিতে গেলেন, জানি নে বাপু, নাগ্‌লে-টাগ্‌লে একটু জ্বরভাব হয়, তাই ব'লে কি মানুষ উপোস ক'রে পড়ে থাকে ? আমরা ত পারি নে।

বৈকালে নারায়ণী আবার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন, এবং যতবার নেত্যর চোখে চোখে হইল ততবারই কি বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন।

রাম স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া দোকান হইতে মুড়ি মুড়কি কিনিয়া আনিল। খাইতে খাইতে গলা বড় করিয়া বলিল, কি আর ক্ষেতি হ'ল আমার ? ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলুম, আবার ফিরে এসে কেমন খাচ্চি।

বেড়ার ওদিকে সকলেই রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু সকালের মত এখনও কেহ জবাব দেয় না দেখিয়া সে আরও অস্থির হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, এই দিক্‌টা আমার সীমানা। কোন দিন নেত্য কি, কেউ যদি আমার সীমানায় আসে, তখন পা ভেঙে দেব।

এই পা ভাঙার ভয় সে ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছিল, সেবারেও যেমন ফল হয় নাই, এবারও হইল না। কেহ ভয় পাইয়াছে কি না বোঝা গেল না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবার চেঁচামেচি করিতে লাগিল, আমার কাঠ কই, আমি রাঁধব কি দিয়ে? আমার

শিল-নোড়া কই, আমি বাট্‌না বাট্‌ব কিসে? ও-ঘর হইতে নেত্য বলিল, মা বলচেন, কাল শিল-নোড়া কিনে দেবেন।

না, আমি কেনা শিল-নোড়া চাই নে। বলিয়া সে কাঁদিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন আমার গণেশকে ধরলে? কেন আমাকে খোনা খোনা ক'রে বুড়ী ভেঙালে, বেশ ক'রেছি গাল দিয়েচি—ও ম'রে আর জন্মে পেত্নী হবে।

দিগম্বরী চোখ কট্‌মট্‌ করিয়া বলিলেন, শুন্‌লি নারাণি, শুন্‌লি। এ সমস্ত পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করা নয়?

নারায়ণী চুপ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া ছিলেন, সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

৫

পরদিন সকাল হইতেই রামের কথাবার্ত্তা বদ্‌লাইয়া গেল। সম্পূর্ণ দুইটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, বৌদিদি ডাকে নাই, বকে নাই, খাইতে দেয় নাই, এ রকম সে তাহার জ্ঞানে দেখে নাই। আজ সে বাস্তবিক ভয় পাইয়াছিল। প্রথমটা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে নানারূপ উল্টাপাল্টা জবাবদিহি করিল। একবার বলিল, বেরাল মারিতে পেয়ারা ছুঁড়িয়াছিল; একবার বলিল, হাত ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়া বৌদিদির কপালে লাগিয়াছিল; একবার বলিল, কাঁচা পিয়ারা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তারপর একবার বলিল, কাহাকেও সে গাল দেয় নাই; একবার বলিল, গোবিন্দকে দিয়াছিল; একবার বলিল, ভোলাকে দিয়াছিল। কিন্তু কোন কৈফিয়তেই কাজ হইল না। ও-ঘরের কেহ জবাব দিল না, 'হাঁ না' একটা কথাও

বলিল না। একবার বহু কষ্টে লজ্জাসঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া 'আর কোন দিন করব না' বলিয়া ফেলিয়াও যখন হইল না, তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি উপায়ে কি দিয়া কেমন করিয়া সে বৌদিকে প্রসন্ন করিবে ? বৌদি তাহাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে, তবে কোথায় সে যাইবে ? কাহার কাছে কেমন করিয়া সে থাকিবে ? কোন দিকেই আজ সে কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। আজ সে রাঁধিবার চেষ্টাও করিল না, পড়িতেও গেল না, ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল।

গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বোধ করি, গত রাত্রে নারায়ণীর জ্বর আসিয়াছিল। দুপুর-বেলা দিগম্বরী এক বাটি দুধ আনিয়া বলিলেন, খেতেই হবে। না খেয়ে কি মরবি ? নারায়ণী প্রতিবাদ না করিয়া দুধের বাটী হাতে লইয়া কতকটা খাইয়া বাটীটা নামাইয়া রাখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার 'না, না' করিয়া কথা কাটাকাটি করিতে ঘৃণা বোধ হইল।

রাত্রি যখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবুর ত কোন সাড়া-শব্দ পাই নে—রাত ত ঢের হ'ল !

নারায়ণী উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার, দেখে আয় সে ঘরে আছে কি না।

নেত্যর চোখ ভিজিয়া উঠিল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার যেতে সাহস হয় না মা ! বলিয়া বাহিরে গিয়া ভোলাকে ডাকিয়া আনিল। ভোলা সংবাদ দিল—দাঠাকুর ঘরে আছে, ঘুমুচ্ছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাত না হইতেই তিনি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন।

রান্না যখন প্রায় অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছে, তখন দিগম্বরী গাত্রোত্থান

করিয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কর্কশ-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোর না জ্বর নারাণি? তুই না তিন দিন খাস্ নি? ভোর-বেলা উঠে চান ক'রে এসে এ সব কি হ'চ্চে, জিজ্ঞেস করি?

নারায়ণী স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, রাঁধচি, দেখতে ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি, কিন্তু কেন? কেন শুনি? তুই কি আমার হাতে খাবি নি?

নারায়ণী জবাব দিলেন না, কাজ করিতে লাগিলেন।

কাল সমস্ত দিন ধরিয়া রাম এই কথা ভাবিতেছিল—বৌদিদির না জানি কত লাগিযাছে! একটা কাঁচা পিযারা লইয়া বার বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এই কুকর্ম্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদি তাহাকে এইস্থানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শেষে স্থির করিল, সে আর কোথাও গেলে, বৌদি খুশী হইবে। তাহার মামার বাড়ী তারকেশ্বরের ওদিকে, অথচ কোথায়, সে ঠিক জানে না। সেইখানে গিয়া খুঁজিয়া লইবে, সঙ্কল্প করিয়া সে একটি ছোট পুঁটলি বাঁধিয়া লইয়া প্রভাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী রান্না শেষ করিয়া একখানি থালায় সমস্ত দ্রব্য পরিপাটি করিয়া সাজাইতেছিলেন। দ্বারের কাছে ভোলা আসিয়া ডাকিল, মা!

নারায়ণী ফিরিয়া ভোলাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে ভোলা?

এ কয়টা দিন, সে বাহিরে গরুর সেবা করিত বটে, কিন্তু রামের ভয়ে ভিতরে আসিত না। ভোলা আস্তে আস্তে বলিল, চুপি চুপি একটা কথা আছে মা।

নারায়ণী কাছে আসিতেই ভোলা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, তুমি যা ব'লেছিলে মা, তাই হয়, যদি দুটি টাকা দাও!

নারায়ণী বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি হয় রে? কাকে টাকা দিতে হবে?

ভোলা একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি দাঠাকুরকে চ'লে যেতে ব'লেছিলে না। তিনি যেতে রাজী আছেন—আচ্ছা, দুটো না দাও, একটি টাকা দাও।

নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজী আছে রে? কোথায় সে?

ভোলা বলিল, বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ী আছে যে।

যা ভোলা, শীগ্ গির ডেকে আন্—বল্, আমি ডাকৃচি।

ভোলা ছুটিয়া চলিয়া গেল, নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনতিকাল পরেই রাম একটি ছোট পুঁটুলি হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, নারায়ণী নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন।

দূর হইতে দিগম্বরী রামকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সাজানো থালার সুমুখে নারায়ণীর কোলের উপর বসিয়া রাম বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছে, এবং তাহার মাথার উপর, পিঠের উপর, আর এক জনের অশ্রু-বৃষ্টি ধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে; অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, ওঃ—তাই এত রান্না? খাওয়ান হবে বুঝি? আমার জামাই যে এত বড় দিব্যিটা দিলেন, সেটা ভেসে গেল বুঝি?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, ভেসে যাবে কেন মা, তাঁর কথা আমি অমান্য করি নি, তিন দিন খাই নি, খেতেও দিই নি।

দিগম্বরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, এই বুঝি অমান্য করিস্ নি, তবে এ কি হ'চ্চে? যে দিব্যি দিয়েচে, তার বুঝি হুকুমটাও একবার নিতে হবে না?

নারায়ণী কি যেন একটা কঠিন আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, আমার হুকুম নেওয়া হ'য়েছে।

দিগম্বরী বিশ্বাস করিলেন না। অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি কচি খুকী নই নারাণি! হুকুম নিলি, আর আমি জান্তেও পারলুম না?

এবার নারায়ণীর আর সহ্য হইল না। তিনিও কঠিন হইয়া বলিলেন, তুমি কি জান্বে মা, কার কাছে কখন্ আমি হুকুম পেয়েচি? মা, যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু—বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বুকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বুকে ক'রে এতটুকুকে বড় ক'রে তুল্‌তে হয়, সে-ই জানে, হুকুম কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আসে। তোমাকে ভাব্‌তে হবে না মা; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দু'টো খাইয়ে দিই। ও আমার তিন দিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দিগম্বরী একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, এখানে তবে আর আমার কি ক'রে থাকা হবে? এ বাড়ীতে আর থাকতে পারব না, তা তোকে আজ স্পষ্ট বল্‌লুম।

নারায়ণী বলিলেন, আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে বল্‌তে পারছিলুম না মা, সত্যি তোমার এখানে থাকা হবে না। তোমার চোখে চোখে আমার এত বড় ছেলে যেন আধখানা হ'য়ে গেছে। ও দুষ্ট হোক যা হোক, আমার বাড়ীতে আমার চোখের সামনে ওকে শাস্তি দিতে আমি

কাউকে দেব না। আজ তুমি থাক, কাল কিন্তু বাড়ী যেয়ো। তোমার খরচ-পত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।

দিগম্বরী কাঠ হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রাম বুকের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বলিল, না বৌদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হয়েছি, আমার সুমতি হয়েছে—আর একটি বার তুমি দেখ।

নারায়ণী আর একবার তাহার মুখ ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই এখন ভাত খা।



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬